আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক:
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

প্রথম প্রকাশ:
১লা পৌষ, ১৩৮৩

প্রুফ-রীডার:
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর:
শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ
সৎসঙ্গ প্রেস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চার রকমের মানুষ তাঁর অনুসন্ধান করে। এই জাতীয় মানুষগুলি পৃথিবীতে চিরকালই আছে। তারা দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চায়, চায় জীবনের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হ'তে, জানতে চায় সেই পরমার্থকে। তাদের ঐকান্তিক আর্ত্তি এবং আকুলতায় স্বয়ং বিশ্বধাতা মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে ধরায় অবতীর্ণ হন। তাঁর ভূতভাবন-লীলার মধ্য-দিয়ে প্রকটিত ক'রে তোলেন জীবনের সাত্বত পন্থা, যা' অবলম্বন ক'রে জীবকুল প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে, সাধু ত্রাণ পায়, দুষ্কৃতির বিনাশ হয়।

বর্ত্তমানে 'ত্রাহি মাং'-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে, যুগপ্রয়োজনে বিশ্বেশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ররূপে। তাঁর জীবন ও বাণীর ভিতর-দিয়ে প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন মানুষের মুক্তির পথ। তাঁর সেই অজস্র বাণীরাজি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে "আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ" নামক গ্রন্থমালায়। বর্ত্তমান গ্রন্থটি ঐ ধারার ৫ম খণ্ড।

এই পুস্তকে ২৪০১ নং থেকে ২৮১৮ নং পর্য্যন্ত, এই ৪১৮টি বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে। পুস্তকের প্রথম বাণীটি প্রদানের তারিখ ও সময়—ইং ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, সকাল ৮-৪৫ মিনিট এবং শেষ বাণীটি প্রদত্ত হয় ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১, রাত্রি ৬-৪০ মিনিটে। আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও চতুরাশ্রম ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপযোগিতাপূর্ণ বহু সমাধানী বাণী আছে, যেগুলি চলার পথের অভ্রান্ত আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ। তা' ছাড়া, "ঋতায়নী" ও "ষট্ নীতি" শীর্ষক দুটি বিশেষ বাণীও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৺বিজয়া, নববর্ষ ও

অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর আশিস্-বাণী প্রদান করেছেন। ঐ-রকম দুটি আশিস্-বাণীও এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা হ'ল।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ-বিধৃত অমোঘ নির্দেশাবলীর বিহিত অনুশীলন ও অনুধাবন জগতে আনুক শান্তি, আনুক স্বস্তি, তিরোহিত করুক সর্ব্ব-অকল্যাণ। এই আমাদের কামনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২০শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৮৩
ইং ৬।১২।১৯৭৬

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ
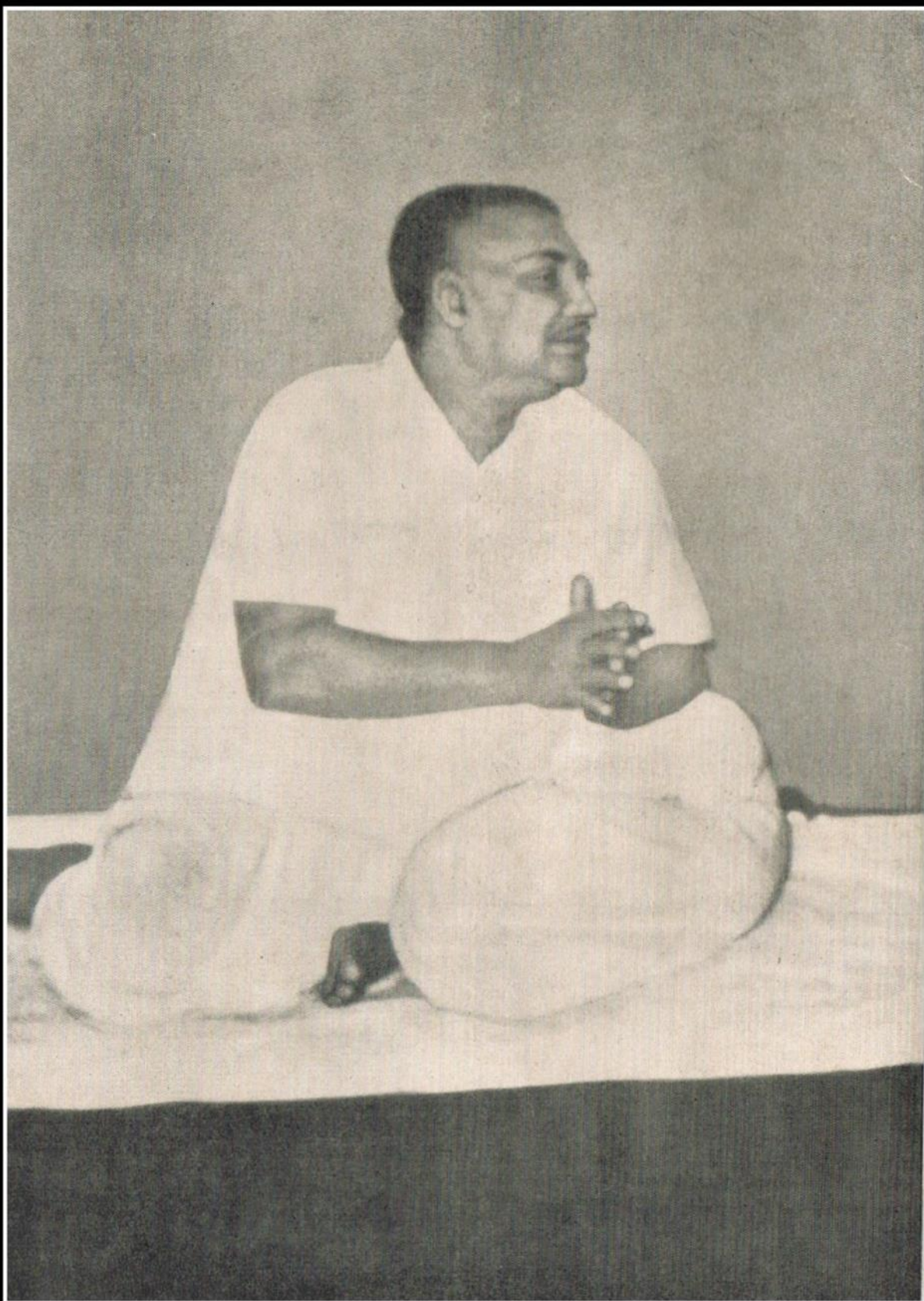
ঈশ্বরে সবই আছে—
শুধু নেই তাঁ'র মতন আর কেউ বা কিছু,
তা'ও তিনি সবার নিয়ন্তা,
পালয়িতা, পোষয়িতা, পূরয়িতা—
প্রত্যেককে বিশেষ রকমে
তা'র যা'-কিছু স্বাতন্ত্রী সংস্থিতি নিয়ে,
প্রত্যেকেরই কেন্দ্রস্থল তিনি
সবার যা'-কিছু হ'য়ে—আরও ;
তাঁ'রই সৃষ্ট ব'লে
তোমার মতনও আর কেউ নেই
ভরদুনিয়ায় তাঁ'র সৃষ্টিতে,
তুমি তাঁ'তেই সঞ্জীবিত,
তোমার পরিবেশে তুমিও তেমনি হও—
প্রতিপ্রত্যেকেরই নিয়ন্তা, পালয়িতা,
পোষয়িতা, পূরয়িতা হ'য়ে ;
প্রতিপ্রত্যেকটি হিসাবে
সব যা'-কিছু নিয়েই তিনি,
তুমিও
তোমার পরিবেশের সব যা'-কিছু নিয়ে
'তুমি' হও—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে তাঁ'তেই,
কারণ, তিনিই তোমার প্রভু—এক—অদ্বিতীয় ;
এমনি ক'রেই

যোগ ও যোগ্যতার আলোকে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে
ভূমা-ব্যক্তিত্ব নিয়ে
তাঁ'রই পূজারী হ'য়ে চল,
সার্থক হ'য়ে উঠবে তাঁ'তে
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে। ২৪০১।
৭।৯।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

বোধিতৎপর যোগ্যতার পূজায়
ক্ষান্ত থেকো না,
যাঁ'রা যেমন যোগ্যতর
সত্তাপোষণী সুকর্ম্মা
আচার, ব্যবহার ও দক্ষতায় বোধনদীপী—
তাঁ'রা তেমনই তোমার পূজার পাত্র,
অর্ঘ্য-অবদানে নন্দিত কর তাঁ'দিগকে,
আর, নাও যোগ্যতারঞ্জিত বিভূতি
তাঁ'দের প্রসাদস্বরূপ,
আর, ঐ প্রসাদী অবদানে
তোমরাও সুপুষ্ট হ'য়ে উঠবে—
আচারে, ব্যবহারে, যোগ্যতার কৃতিত্বে। ২৪০২।
৭।৯।১৯৫০, বেলা ১১-৫৫

যা' তোমার প্রিয়পরম হ'তে
তোমাকে দূরে রাখে
তফাৎ ক'রে রাখে—
তা' মুখ্যতঃই হো'ক

আর গৌণতঃই হো'ক,—
যা' তাঁ'র নীতিমর্য্যাদাকে
জখম ক'রে তোলে—
আত্মগৌরব-প্রলোভনেই হো'ক,—
আর যে-কারণেই হো'ক,—
অপহৃত ক'রে তোলে
তাঁ'র স্বার্থ ও সমর্থনকে যা'—
তা' লাখ আয়করই হো'ক,—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে বিষবৎ,
তুমি যখনই তা' অবলম্বন ক'রেছ—
প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক আর
পরোক্ষভাবেই হো'ক—
অন্তর্নিহিত আত্মস্বার্থের
প্ররোচিত প্রেরণাতেই
অবশ হ'য়ে তা' ক'রে ব'সেছ,
এখন হ'তে সাবধান হও,
ঐ আত্মম্ভরী অভিযান হ'তে স'রে দাঁড়াও,
নয়তো, তোমার অন্তর্দেবতা
নিখোঁজ হ'য়ে উঠবেন ক্রমশঃই
তোমা হ'তে ;
আর, যা'র অন্তর্দেবতা ব'লে কেউ নাই
অচ্যুত-অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে—
যে আপ্ত ক'রে তুলতে পারেনি তাঁ'কে অন্তরে
সেবা, সমর্থন ও উপচয়ী সানুচর্য্যায়—
পৃথিবীতে তা'র কেউ নাই,
সে ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমাণ, বিভ্রান্ত,
ভ্রান্তি-অনুচর্য্যার বিভ্রমী কুহকে

আবর্ত্তিত হ'য়ে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া
তা'র পথই থাকে না। ২৪০৩।
৭।৯।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬টা

ইষ্টকেন্দ্রিকতায় অন্তরাসী নয় যা'রা—
সক্রিয় উপচয়ী অনুসরণে
অচ্যুত চলনে,
যা'রা কাউকে সহ্য ক'রতে পারে না,
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে না,
নিজের অবাঞ্ছিত কিছু বরদাস্ত ক'রতে পারে না,
ধৈর্য্যের সহিত ধারণ ক'রতে পারে না
কাউকে বা কিছুকে,
বুঝে কুশলকৌশলে
আয়ত্ত ক'রতে পারে না তা'কে,
অধ্যবসায়ী যত্নে
যোগ্যতাকে অর্জ্জন ক'রতে পারে না,
অথচ প্রমত্ত আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্যেরই
পরিপুষ্টি-সন্ধানী,—
বাস্তব সমুন্নত স্বস্বার্থপরতা তা'দের
ব্যর্থ কল্পনা,
উন্নতি
বিকৃত ও সুদূরপরাহত তা'দের কাছে। ২৪০৪।
৭।৯।১৯৫০, রাত্র ৯-১৫

তুমি লাখ সেবাই কর না কেন—
লাখ লোকহিতী কর্ম্মে ব্যাপৃতই
থাক না কেন,—
ইষ্টকর্ম্মকে অবজ্ঞা ক'রে

ইষ্টানুগ চলনকে তাচ্ছিল্য ক'রে
যা'ই ক'রতে যাবে—
প্রতিষ্ঠা লাভ করা কিন্তু
দুষ্করই তা'তে
প্রত্যাশা থাক বা না-থাক,
তোমার সেবা, লোকহিতী কর্ম্ম
যতই উচ্ছল ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে চ'লবে—
প্রতিষ্ঠাও পাবে তেমনি,
আর, ঐ প্রতিষ্ঠা ইষ্টোচ্ছল হ'য়ে'
প্রত্যেকের অন্তরে
বর্দ্ধন-অন্তরাস সৃষ্টি ক'রে
পারস্পরিক ইষ্টানত
সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতার অবতারণায়
জীয়ন্ত সংহতিতে
শক্তি ও সম্বর্দ্ধনাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
চ'লতে থাকবে,
তুমিও সার্থক হবে—
তা'রাও সার্থকতা লাভ ক'রবে,
সহজ সঙ্গতির অভিবাদনে
আনন্দমুখর হ'য়ে উঠবে সবাই,
নয়তো, সবই ব্যর্থ,
নিরর্থক হবে সবই। ২৪০৫।
৮।৯।১৯৫০, বেলা ৮-৩০

বিরোধ ঝগড়াঝাটিতেও
তোমার ভৎ'সনাও যেন প্রশংসাসূচক হয়,
তোমার চাপান কথাও

বীর্য্যবান আবেদনী হয় যেন,
ভঙ্গীও যেন তুষ্টিপ্রদ বা স্নেহল হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, অনুতাপ ও আনতি
দুয়েরই উদ্ভব হ'য়ে ওঠে
প্রতিপক্ষের অন্তরে,
তোমার প্রতি শ্লেষবাক্য
শেলসন্তাপী হ'য়েও
তোমাতে অনুরাগ-উদ্দীপী হয় যেন,
যদি পার, এমনতর ঝগড়াঝাটিতেও
সুখী হবেও
এবং ক'রবেও অনেককে। ২৪০৬।
৮।৯।১৯৫০, সকাল ৮-৪৫

হীনম্মন্য উদ্ধত আত্মম্ভরী আবেগ
অন্তরে যেখানে যা'দের নিহিত থাকে—
তা'রাই শুভ-নিয়ন্ত্রণে
অন্যের প্রতি ছড়িদারী ক'রতে মজবুত
বা রসও পায় বেশী,
কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রতে হ'লেই—
বিক্ষোভ এমনতর বিকৃত আচারে
ভাবভঙ্গী কথায়-কাজে
বহির্গত হ'তে থাকে—
যা'র ফলে, হতভম্বই হ'তে হয়,
এই দেখলেই বুঝে নিও—
যে-কোন শুভ-নিয়ন্ত্রণেই হো'ক না কেন
তা'রা মনে করে—
সে-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যে-ব্যাপার

তা' তা'দের জন্য নয়,
অন্যের জন্য তা'রা তা' বেশী ইয়াদে রাখে,
যেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়—
সেখানে তা'রা মোটেই অন্তরাসী নয়কো,
কিন্তু অন্যের প্রতি নিয়ন্ত্রণী ছড়িদারীতে
তা'রা মুখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ;
আবার, ঐ উদ্ধত আত্মম্ভরী অহং
তা'র উদ্ধত প্রবৃত্তিকে বাহাবা দেওয়ার জন্য
আশু-শত্রুকে দমন ক'রতে
তা'র চিরশত্রুর নিকটেও
আত্মবিক্রয় ক'রতে কুণ্ঠা বোধ করে না,
ঐ আশু শত্রু
যদি তা'র চিরশত্রুর শত্রুও হয়
তবুও,
আর, কৃতঘ্নতাও সহজ সঙ্কুল সেখানে,
বিবেচনা ক'রে চ'লো—
সমীচীন যা' তা'ই ক'রো। ২৪০৭।
৮।৯।১৯৫০, সকাল ১০-৫৫

মানুষ যদি
আদর্শে কেন্দ্রায়িত না হয়—
তা'র অন্তরাসী আগ্রহ
স্রোতস্বতী আবেগে
যে-শক্তি নিয়ে চলে
তা' বহুধা এমনতরভাবে
বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে
প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে

তা'র বহুধা শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত হ'য়ে—
যা'তে সেই আগ্রহ-উদ্দীপ্ত শক্তি
মন্থরতা লাভ ক'রে
একদম শিথিল হ'য়ে যেতে থাকে ;
আবার, বাস্তব জীবনে
বিহিত অনুষ্ঠানের সহিত
সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে যদি
পরিপালন না করা যায়—
তা'র ফলে, জৈবী-সংস্থিতি
ক্রমশঃই হীনতাপ্রাপ্ত হ'তে থাকে—
একদম ভেঙ্গে না গেলেও,
ফলে, স্বভাব, প্রকৃতি ও যোগ্যতারও
অপলাপ হ'য়ে চ'লতে থাকে ক্রমশঃই,
তেমনি জননবিধির ব্যত্যয় ক'রে
তা'কে উল্লঙ্ঘন ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে অপহত ক'রে
যতই চ'লতে থাকা যায়—
মানুষের জৈবী-সংস্থিতিতেও ভাঙ্গন ধ'রে
নষ্টে
বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশঃ
হারিয়ে-হারিয়ে চলে ;
তাই, জাতিই বল, সমাজই বল,
সম্প্রদায়ই বল—
তা' যদি পূরয়মাণ আদর্শে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
পুষ্ট ক'রে না চলে—

তবে এমনতর অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে,
সংহতিহারা আত্মঘাতী ব্যতিক্রমে
নিঃশেষ হওয়া ছাড়া পথই থাকে না;
তাই জাগ,
একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে
কী ক'রতে হবে নজর ক'রে দেখ,
সময় থাকতেই সাবধান হও—
বাঁচতেই যদি চাও,
বাঁচাতেই যদি চাও সবাইকে। ২৪০৮।
৯।৯।১৯৫০, সকাল ৯টা

যে-জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায়
ইষ্ট, আদর্শ ও সংহতি-হারা
পারস্পরিক-অন্তরাসী-অনুচর্য্যা-বিহীন—
স্বার্থসন্ধিক্ষু অন্তর্ঘাতী বিশ্বাসঘাতক
সেখানে যত বেশী—
তা'দের শত্রু যা'রা
তা'দের দুশ্চিন্তার কারণ ততই কম—
একটু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ বোধিতৎপর
যদি থাকে তা'রা,
এই বিশ্বাসঘাতকদের স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
এমনই আত্মঘাতী যে,
স্বার্থলোলুপতায়
যেন-তেন-প্রকারেই হো'ক
ঐ শত্রু যা'রা তা'দিগকে পরিপুষ্ট রাখা ছাড়া
তা'দের বোধি-অন্তঃকরণে

অন্য কোনপ্রকার কুশলকৌশল
স্থান পাওয়াই দুরূহ,
শত্রু যদি তা'দের প্রবৃত্তিকে
পরিহারও ক'রতে চায়
বা নিজেরা ধ্বংস হ'তেও চায়—
যে কোন প্রকারেই হোক
তা'দের সংরক্ষণে, পুষ্টিসাধনে
এদের স্বীয় স্বভাব-সম্বেগই
তৎপর হ'য়ে উঠে থাকে—
স্বার্থপর বুদ্ধিমত্তার
আত্মম্ভরী বাহাদুরিকে
উপভোগ ক'রতে-ক'রতে ;
তাই, "মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ
যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকং যান্তি
যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" ॥ ২৪০৯ ।
৯।৯।১৯৫০, সকাল ৯-২০

একজন আর একজনকে
তখনই ভুল বুঝে থাকে—
যখনই পরস্পরের অন্তর্নিহিত অন্তরাস,
আশা বা প্রত্যাশা
পরস্পরের অপূরয়মাণ ও অসমঞ্জস,
একজন অন্যের কাছে
যা' প্রত্যাশা করে—
অন্যের প্রত্যাশা তা'র কাছে
যখন অন্যরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়—

তখনই বোধি, বাক্ ও ব্যবহারের স্ফুরণ
অসমঞ্জস, অপ্রত্যাশিত
ও আশাভঙ্গের হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, ভুল-বোঝা যেখানে—
তা'র অন্তরালে
এই অপূরয়মাণ অন্তরাসই হ'চ্ছে
ঐ বোধ, বাক্ ও ব্যবহারের অনুপ্রেরক,
এইটা যখনই পরস্পর পরস্পারের
পূরয়মাণ হ'য়ে পড়ে
সমঞ্জস হ'য়ে পড়ে—
ভুল-বুঝেরও অপনোদন
তখন থেকেই হ'য়ে থাকে ;
আত্মবিশ্লেষণ ক'রে দেখ—
যদি গলদকে এড়াতেই চাও
বা তাড়াতেই চাও। ২৪১০।
৯।৯।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬টা

যে-কাজের ধন্ধা যেমনতর পেয়ে বসে—
মানুষের ফন্দীও বেরোয় তেমনি,
আর, বোধি তা'তে যেমনতর স্পষ্ঠ—
ফিকিরও তেমনি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে মাথায়,
আর, কর্ম্মও হয় কৃতিত্বব্যঞ্জক তেমনি ;
গোলামী-মনোবৃত্তি যা'দের যত বেশী—
মানুষকে আয়ত্ত ক'রতে পারে তা'রা তত কম
আর মানুষের আয়ত্তে যায় তত বেশী,
অকৃতীও তা'রা তেমনি,
তা'দের কোন জলুস থাকে না,

অন্তর্নিহিত ঈশিত্বও ক'মে যায় তা'দের;
গোলামী-মনোবৃত্তি যা'দের আছে
সাম্য বা সাযুজ্য চলনের ধাঁজই
তা'দের অন্তরে ফুটে ওঠে না—
সৌজন্যের অভিব্যক্তিও তা'দের
অমনতরই হ'য়ে ওঠে। ২৪১১।
১০।৯।৫০, সকাল ৭-৩০

ধৃতিবৃত্তি যা'দের ভোঁতা—
কোন বিষয় ও ব্যাপারকে
গূঢ়ভাবে ধ'রতেও পারে না—
বোধও ক'রতে পারে না তা'রা,
আবার, বোধ যা'দের বিলম্বিত—
তা'রা কেন্দ্রায়িতও হ'তে পারে কম
অনুরাগ-আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে,
স্নায়ুগুচ্ছও তা'দের সাড়াপ্রবণ কম,
সম্বিৎসা-সলীল বিচক্ষণতাও
ভোঁতা হ'য়ে চ'লতে থাকে,
—ফলে, বোধিতাৎপর্য্যও খিন্ন তা'দের,
অল্প সময়েই
তলিয়ে সবটা ধারণা করবার নৈপুণ্যের
খাঁকতিই দেখা যায় প্রায়শঃ—
যেন অন্তর্নিহিত কোন গোপন অভিলাষ
তা'দের মনোনিবেশকে চুরি ক'রে রেখে দেয়,
তাই, ধারণাও জঞ্জালসঙ্কুল—
তা'ও উপর উপর,
প্রস্তুতিও আঁতহারা,

প্রয়োজনকে পরিপূরণ করে না ;
অনুরাগ-আতিশয্য তীক্ষ্ণ যা'দের যেমনতর—
তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ইত্যাদিও
তেমনি হ'য়ে ওঠে ব্যুৎপত্তি নিয়ে,
তা' আবার তীক্ষ্ণ সন্ধিক্ষু সহচর্য্যী আকূতিতে
কেন্দ্রায়িত ক'রে তোলে তা'দের,
ধৃতিও তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে ক্রমে-ক্রমে
যা'র যেমনটি আছে তা'তে দাঁড়িয়ে। ২৪১২ ।
১০।৯।৫০, সকাল ১০টা

সুকেন্দ্রিক অধ্যাত্মপ্রেরণা
সুনিষ্ঠ চলনে
যখনই বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে চ'লতে থাকে—
ঐশ্বর্য্য তখনই
অজচ্ছল হ'য়ে উথলে চলে। ২৪১৩ ।
১০।৯।৫০, সন্ধ্যা ৬টা

তোমার চাহিদা যেন
ফন্দীবাজী ভাঁওতায়
মানুষের সামর্থ্য বা সাধ্যের উপর
জবরদস্তি না করে,
তা'র বজায়ের বিবর্ত্তন-চলনকে
জখম না ক'রে তোলে—
এমন-কি, নিজের পুষ্টিপোষণেও নয় ;
তোমার অনুকম্পাবিহীন চাহিদা
বা চাহিদা-সংগর্ভ আবেদন যেন
ঐ সামর্থ্যকে শোষণ-উৎক্ষিপ্ত ক'রে

তোমাকে তা'র বিরাগভাজন না ক'রে তোলে,
—তা'তে ক্ষতি কিন্তু উভয়েরই ;
যদি পার, অমনস্থলে
তোমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যা' সম্ভব হয়—
কথায়, ব্যবহারে
বা তদ্বির-তাগিদের ভিতর-দিয়ে
যতখানি পার
ঐ দুর্ব্বল-সামর্থ্যদের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে
অর্জ্জনে উচ্ছল ক'রতে চেষ্টা কর,
এমনতর সেবার ভিতর-দিয়ে
তোমারও যোগ্যতা বাড়বে—
সে বা তা'রাও তোমাতে
সশ্রদ্ধই হ'য়ে উঠবে প্রায়শঃ,
এমনতর করা তোমার জীবনে
যত বেশী হবে—
সম্পদও বাড়বে তেমনি
শ্রদ্ধার উপঢৌকনে—
তোমাতে অনুরাগ-উচ্ছল অবদানে। ২৪১৪।
১০।৯।৫০, সন্ধ্যা ৬-৫৫

তোমার চিন্তা-চলন-কর্ম্ম যেমনতর
আহার্য্যও তদনুপাতিক হওয়া উচিত,
বেশী হ'লে প্রকৃতিই তা'কে
নানান কায়দায় বের ক'রে দিতে চাইবে—
ঐটেই রোগ— যা'র হেতু খাদ্য,
খাদ্য বেশী হবার থেকে
বরং একটু কম হ'লেও ক্ষতি নেই,

কথায় বলে, 'উনো ভাতে দুনো বল ;
আবার, বেশী কম হ'লেও
শরীর সহজ-পটু হ'তে পারবে না,
আর, এইটেই হ'চ্ছে খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য,
এই অপ্রাচুর্য্য হেতু
শরীর ক্রমশঃই দুর্ব্বল হবে,
নিরোধ ক্ষমতা হারাবে
ও রুগ্ন হ'তে থাকবে,
তাই, বিহিত খাদ্যের প্রয়োজন সবারই—
চিন্তা, চলন ও কর্ম্ম-অনুপাতিক,
"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। ২৪১৫।
১১।৯।৫০, সকাল ৮-৪০

রঙ্গরস-রহস্য

যা' তোমার
ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য মর্য্যাদা ও বিবর্দ্ধনকে
আহত করে না—
তা'তে যেই উৎক্ষিপ্ত হ'লে,—
দৈন্যের দীর্ণী-আঘাত
অমনিই তোমাকে স্পর্শ ক'রে ফেলল,
তুমি দ'মে গেলে,
আর, ঐগুলি বহুরূপী হ'য়ে
তোমার অন্তরে নানান ধাঁজে
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি ক'রতে লাগল,
ফলে, অসামাজিক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন
স্বকপোলকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
দুনিয়াকে সেই চক্ষুতে

দেখতে সুরু ক'রে দিলে,
প্রতিপদক্ষেপে
বেদনাই
তোমার সাথীয়া হ'য়ে উঠতে লাগল ;
যা'ই কর—
যে-অবস্থাতেই পড়—
নিজেকে অন্য কিছুতে প্রতারিত হ'তে দিও না,
প্রবঞ্চিতও হ'তে দিও না,
বজায়ী তাৎপর্য্যকে তীক্ষ্ণ ক'রে চ'লতে থাক,
এড়াবে অনেক,
রেহাই পাবেও অনেক। ২৪১৬।
১১।৯।৫০, দুপুর ১২-২০

ভগবান ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌরাঙ্গ,
রামকৃষ্ণদেবের দেশে জন্ম নিয়ে
আভিজাত্যের অভিমান বলি দিয়ে
বা অন্তরে বহন ক'রেও—
বোঝা যায় না যা'-কিছু
লেলাখ্যাপার মতন
সেখানে আজগবী ঋষিত্ব ও মহর্ষিত্ব
আরোপ ক'রে
নিজেকে ধন্য মনে করা
জাতির পক্ষে দুর্দ্দান্ত দুর্লক্ষণ,—
তা' কি আর কইতে ?
আর, এই হ'চ্ছে
সাংস্কৃতিক পরাভূতির ক্রূর নিদর্শন। ২৪১৭।
১১।৯।৫০, বিকাল ৫-১৫

সম্ভব হ'লে
প্রীতির আহ্বানকে অবজ্ঞা ক'রো না,
বিহিত প্রস্তুতিতে সব সময়ই
প্রস্তুত থেকো—
সন্ধিৎসু বোধিতৎপর সৌজন্য নিয়ে,
যা'তে শুভ-পন্থা তোমার
অবাধ ও উন্মুক্ত হ'য়ে থাকে,
প্রীতি-সংহতিই
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে
কেন্দ্রায়িত সার্থকতায়,
তৃপ্তি পাবেও তা'তে—
তৃপ্ত হবেও অনেকে। ২৪১৮।
১১।৯।১৯৫০, রাত্রি ৭-৪০

যখনই দেখছ
শরীর ও মনে
আয়েস-প্রচেষ্টা ক্রমশঃই প্রকট হ'য়ে উঠছে—
শ্লথ ও অবসন্ন হ'য়ে উঠছে
তোমার শরীর ও মন—
বুঝে নিও, তুমি দুর্ব্বল হ'য়ে উঠছ ক্রমশঃই,
অবসাদে অভিভূত হওয়া হ'চ্ছে
অসুস্থ হ'য়ে ওঠার আগমনী—
তা' শ্রমেই হো'ক বা বাধা-ব্যাহতিতেই হো'ক,
তখন থেকেই
সাবধান হ'য়ে উঠতে চেষ্টা কর—
প্রতিষেধী ব্যবস্থাকে অবলম্বন ক'রে;

প্রথমেই তোমার যা'-কিছু সব সহ—
তোমার শ্রেষ্ঠ, প্রিয় বা প্রিয়পরম
যদি কেউ থাকেন
তাঁ'তে
সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক হ'তে প্রয়াস পাও,
দ্বিতীয়তঃ, তোমার জীবনীয় কর্ম্মগুলি
যা' তোমার নিজের হাতে ক'রলে চলে—
ক্রমশঃ সেগুলি ক'রতে চেষ্টা কর
এবং আয়ত্তে আন,
এক-কথায়, নিজে যা' পার
তা' অন্যকে ক'রতে দিও না,
তারপরেই সঙ্গে-সঙ্গে
সত্তাবজায়ী পুষ্টিপ্রদ, সহজপাচ্য,
প্রাচুর্য্য না থাকে এমনতর খাদ্য
বিহিতমত নাও—
অগ্নি ও বলের বিবেচনা ক'রে,
আর, অনুকম্পী উৎসাহ-বর্দ্ধনী পরিবেশে
নিজেকে নিয়োগ কর যথাসম্ভব,
এইগুলির সঙ্গে-সঙ্গে যেন নিয়মিত
তোমার সহজ তপঃপ্রক্রিয়া
যদি পেয়ে থাক কিছু—
তা'র আচরণ ক'রতে থাক,
আর, না পেয়ে থাকলে
প্রীতিসহকারে কিছুক্ষণ ধ'রে
ইষ্ট বা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন ক'রে চল,
এমনি ক'রে
তাড়াতাড়ি শরীরকে শুধরে নাও ;

হয়তো ভবিষ্যতের
স্বাস্থ্যহীনতার আকর্ষণ থেকে
রেহাইও পেতে পার। ২৪১৯।
১১।৯।১৯৫০, রাত্রি ৮-৩০

প্রার্থনা বা প্রীতি-কামনায়
'যেন হয়'—
এমনতর ভাবের অবতারণার চাইতে
'হউক' কথা বা ভাবের অবতারণাই
শ্রেয় ব'লে মনে হয়,
এতে আত্মিক ভাবকে সক্রিয়তায়
প্রকট হ'তে সাহায্য করে,
আগ্রহ-অনুপ্রেরণায়
অন্তরস্থ ঈশ্বর-আশিসের
সক্রিয় উদ্বোধন ঘ'টে উঠে থাকে ;
এই আত্মিক অনুজ্ঞা যা'তে উচ্ছল হয় না
সক্রিয় অভিব্যক্তিতে—
সেই ব্যাপার বা বিষয়ে
মানুষ সুপ্ত বা অক্রিয়ই থেকে যায়,
ফলে, বিবর্দ্ধন
ঘুমন্ত নেশায়ই
চ'লতে থাকে সাধারণতঃ। ২৪২০।
১১।৯।১৯৫০, রাত্রি ৮-৪৫

সত্তায় সবাই সানুকম্পী সাম্যভাবাপন্ন,
কিন্তু ঐ সত্তা যখন প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে চলে—
তখনই বিষম হ'য়ে ওঠে সবাই,

প্রবৃত্তি তা'র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে
অহংকে আবদ্ধ ক'রে
ব্যত্যয়ের সৃষ্টি করে—
পরস্পর পরস্পরের সাত্ত্বিক চলনকে
ঔদ্ধত্য-অবজ্ঞায় প্রতিহত ক'রে,
তাই, সত্তায় লক্ষ্য রেখো ;
নিরোধপ্রস্তুতিতে
বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে প্রস্তুত থাকতে
প্রত্যেকেরই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠা ভাল—
সত্তার পরাক্রমী পৌরুষ নিয়ে
জীয়ন্ত জীবনীয় সৌজন্যে—
তা' নিজের বেলায়ও যেমন
অন্যের বেলায়ও তেমনি,
এতে অভ্যস্ত হ'য়ে না উঠলে—
বজায় থাকা
আত্মরক্ষার জীবন্ত চলনে চলা
বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
বিবর্ত্তনে প্রবৃদ্ধিকে প্রসারিত করা
—ইত্যাদি ব্যাপারে
ক্রমশঃই হীনবোধি, শ্লথবীর্য্য
হ'য়ে উঠতে হবে,
তাই, সেবা ও সৌজন্যের সাথে
ব্যত্যয়ের নিরোধপ্রস্তুতিতে অভ্যস্ত হ'তে
কখনই তাচ্ছিল্য ক'রো না,
বিরোধ এড়িয়ে
কিংবা বিরোধের বিহিত বিন্যাসে
পরাক্রমকে

সত্তাপোষণে প্রসারিত ক'রে তোল—
শৌর্য্য-বীর্য্য সাত্ত্বিক আশীর্ব্বাদে
তোমাকে নন্দিত তো ক'রবেই,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও
ঐ অভ্যাস
বীর্য্যনন্দনায় নন্দিত ক'রে তুলবে। ২৪২১।
১২।৯।১৯৫০, সকাল ৮-৪০

নিজের প্রীতিকেন্দ্রকে বা নিজস্বকে
বজায় রেখে
সাধ্য ও সম্ভবমত
অন্যের দুঃখ বা বেদনার কারণ হ'তে যেওই না,
বরং নিরাকরণ-প্রয়াস
তোমাতে যেন স্বতঃই জাগরূক থাকে,
আর, বজায়কে ব্যাহত করে—
তা' তোমারই হো'ক—বা অন্যেরই হো'ক—
এমনতর কিছুকে নিরোধ ক'রতে
স্বতঃ-প্রয়াসশীলই থেকো;
কোথাও যদি বেদনা পেয়ে থাক
সেই বেদনাই কি বলে দেয় না—
'নিরাকরণ-প্রয়াসী হও'?
—তাই, চেষ্টা ক'রো
সবার বেদনাকেই ব্যাহত করতে,
শান্তি দিতে,
তুষ্টি দিতে—
ইষ্টানুগ পথে

ধৈর্য্য, সঙ্গ ও অধ্যবসায়ের পরিচর্য্যায়—
তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক
অস্বস্তিজনক প্রবৃত্তিগুলিকে নিরসন ক'রে,
তুমিও শান্তি পাবে—
শান্তি দেবেও অনেককে,
অন্তর্নিহিত উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মলেখা যা'
তা'ও সুশৃঙ্খল, শান্ত হ'য়ে উঠে
তুষ্টিপ্রেরণায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
—তৃষ্ণার বেদনাসঙ্কুল জগতেও
গ্রীষ্মকালীন জলছত্রের মতন
হ'য়ে উঠবে তুমি। ২৪২২।
১২।৯।১৯৫০, সকাল ১০টা

তোমার তপঃপ্রভাব তোমাকে
যে-কোন স্তরেই
উন্নীত করুক না কেন—
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক যা'ই হো'ক—
সেই স্তরের চেতনা ও চিৎপ্রবৃত্তি
তোমাতে আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে,
এদের সঙ্গতিসূত্র
চেতন-ধারায়
যতক্ষণ তোমাতে নিবদ্ধ থাকবে—
ততক্ষণই ঐ পথেই আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন
সংঘটিত হ'য়ে চ'লবে তোমার,
আর, ঐ সঙ্গতিসূত্রই হ'ল
যোগমায়াপ্রসূত প্রাকৃত চেতনা,

এই প্রকৃতি যখনই
প্রজ্ঞা-পুরুষে আত্মবিলয় ক'রবে—
ভূমা-চৈতন্যই তোমার চেতন-সত্তা হ'য়ে থাকবে
প্রকৃতির অনন্তশয্যায় ;
তাই, তোমাতে সংন্যস্ত যা'রা যেমনতর—
তোমাতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তোমার গতিপথেই
অনুক্রমণায় চ'লতে থাকবে তা'রা—
বিক্ষেপী-বিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
সার্থক সংস্থ চলনে ;
ঈশ্বরকে যে চায় না—
ঐশ্বর্য্যও তা'তে ধায় না,
ঈশত্বও তাৎপর্য্য-সার্থকতায়
প্রাকৃতিক আবেষ্টনেই র'য়ে যায়,
তাই, প্রকৃতিও
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দেহকে অতিক্রম ক'রে
তাঁ'তে আরূঢ় হ'য়ে উঠতে পারে না ;
ইষ্টকে অনুসরণ কর—
ঈশত্বের উপাসনা-তৎপরতায়,
অচ্যুত অনুরাগ-উচ্ছল আতিশয্য নিয়ে,
—প্রাপ্তি পরাঙ্মুখ হবে না। ২৪২৩।
১২।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-১০

সাবধান থেকো
চকিত অন্তর-পরিবেক্ষণে—
কোনকালে কা'রও বিরাগ-ব্যবহার,
আক্রোশ, ঘৃণা, অমর্য্যাদাকর লাঞ্ছনা

তোমার মস্তিষ্কে যে-লেখার সৃষ্টি করে
বা সৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছে,
সুযোগ পেলেই
তা'র প্রতি সুব্যবহারে
বা শারীরিক ও মানসিক পরিচর্য্যায়
সেই মস্তিষ্কলেখার নিরয়ণ বা নিরাকরণ ক'রে
অন্তঃকরণে স্বস্ত্যয়নীর
অর্থাৎ ভাল থাকবার পন্থাকে
নিরাবিল ক'রে তুলো,
নয়তো, ঐ স্মৃতিলেখাই
কূটবিষাক্ততায়
বিষাক্ত প্রেরণা জুগিয়ে
তোমার বিবর্ত্তনকে এমন পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে দেবে—
যা'তে তোমার তপশ্চর্য্যা
যেমনই উন্নত ক'রে তুলুক না কেন—
ঐ বিষাক্ত প্রবৃদ্ধি
কুসুমে কীটের মতন
তোমার দৈবী-সম্পদের প্রত্যেকটি পয়ার
কীটদষ্ট ক'রে তুলবে,
অন্তঃকরণের তুষ্টিশোভা
পারিজাতপ্রভায় ফুটন্ত হ'য়ে
চলৎশীল হ'য়ে থাকতে পারবে না—
তোমার দেবত্বকেও দুষ্ট ক'রে ফেলবে ;
তাই, যেখানেই
অন্তরের যে-কোণেই হো'ক—
বিদগ্ধ ক্ষত যা'ই থাক না কেন—
পার তো নিরসন ক'রে তোল তা'র,

ভাগ্যবিধাতার আশিস্-উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠ
কেন্দ্রায়িত কুশল জীবন নিয়ে। ২৪২৪।
১২।৯।১৯৫০, রাত্র ৯টা-

যদি অসদ্‌ভাব হ'য়ে থাকে
পরিবেশের কা'রও সাথে—
মন্দিরে যাওয়ার পূর্ব্বেই
তা'র নিরসন ক'রে ফেল—
পূজাকে যদি পবিত্রই ক'রতে চাও। ২৪২৫।
১২।৯।১৯৫০, রাত্র ৯-২

আমি যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ি
অন্যের দুর্ব্যবহারে—
তা'তে তা'র তো দোষ আছেই
আমারও দোষ কম নয়,—
আমার ক্ষমতার অভাব,
সহ্য, ধৈর্য্য, অনুচর্য্যী অধ্যবসায়
এগুলি হ'ল
মানসিক ক্রিয়ার সহায়ক জারক রস,
আর, এগুলি না থাকলে
মানসিক অবস্থাসমূহকে নিয়ন্ত্রণও করা যায় না—
হজমও করা যায় না,
এগুলির যত অভাব আমাতে হো'ক—
তা' যে আমার ঔপাদানিক অবসাদ
তা' ঠিকই,
ও-সবের অনুচর্য্যায় ক্রমশঃই আমরা

আমাদের মনের হজম-ক্ষমতাকে
বাড়িয়ে তুলতে পারি,
এতে প্রাথমিক প্রয়োজনই হ'চ্ছে
অচ্যুত আবেগভরা সক্রিয় আদর্শকেন্দ্রিকতা
অবস্থামাফিক যেমন যা'র সম্ভব ;
লোককে সহ্য ক'রতে পারা যায় না,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায় তা'দিগকে
শরীর-মনে স্বস্থ ক'রে তুলতে পারা যায় না,
—এটা মানসিক দেহের দুর্ব্বলতারই লক্ষণ,
আমরা সব-কিছু এখনই ক'রতে না পারলেও—
পারার সম্ভাব্যতাকে সক্রিয় ক'রে
পারগতাতে যতই উপচয়ী হ'য়ে চ'লব
ততই লাভবান হব,
কখনও পারা যাবে না
এমনতর ভাবতেও নেই,
আর, সম্ভাব্যতার আশা পোষণ করা
আগ্রহ নিয়ে—সক্রিয়ভাবে,
তাই-ই শ্রেয়—
উপচয়ী হওয়ার আগম-আকূতি ;
সম্বর্দ্ধনী চলায় চ'লতে
ও নিজেকে বজায় রাখতে
যখনই যে-দুর্ব্বলতাই ধরা পড়ুক না কেন—
তা'র নিরসনে নেহাৎ মনোযোগী যদি না হই,—
ঐ দুর্ব্বলতা বিস্তার পেতে-পেতে
বহু-কিছুকে গ্রাস ক'রে ফেলবে,
তাই, আমাদের অবহিত থাকা উচিত তা'তে,
যত পারি, ঐ সমস্ত দুর্ব্বলতাকে

প্রশ্রয় না দিয়ে
বাক্যে-ব্যবহারে-চলনে—
প্রতিক্রিয়ায় সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে,
কা'রও প্রতি বিমুখ বা অসহযোগী না হ'য়ে,
কারণ, দুর্ব্বলতার ইন্ধন যতই জোগাতে থাকব—
বেড়েই চ'লবে ও ক্রমশঃই। ২৪২৬।
১৩।৯।১৯৫০, সকাল ৯-৪৫

যে-ব্যাপার বা বিষয়ই হো'ক না
যা'তে বিবাদ, বিসম্বাদ বা শত্রুবৃদ্ধি
হ'তে পারে
তেমনতর বাক্, ব্যবহার ও চলন হ'তে
নিরস্ত থেকো,
থেমে যেও,
আর, সেটা যদি লোকহিতের সঙ্গে
আত্মহিতেরও ব্যাপার হয়—
ঐ থেমে-যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
এমন প্রস্তুতিতে প্রস্তুত হ'তে থাক
যা'তে অনতিবিলম্বেই তুমি
তা'কে আয়ত্ত ক'রতে পার,
কিন্তু ঐ থেমে-যাওয়াটা
যেন এমনতর না হয়
যা' অযথা বিপদ-আমন্ত্রক হ'তে পারে;
এমনতর বোধিতৎপর দক্ষতা নিয়ে চ'লতে গেলে
চিন্তায় দীর্ঘদৃষ্টির সুপ্রসারে
প্রয়াসশীল হও,
প্রস্তুতিকেও সব সময়

তেমনি ক'রেই প্রস্তুত রেখো—
সঙ্কীর্ণ স্বার্থদুষ্ট না হ'য়ে,
ব্যাহত বা বিপন্ন হবে কম। ২৪২৭।
১৩।৯।১৯৫০, বিকাল ৬টা

মন্দির বা প্রার্থনাগৃহ যা'দের
অপরিশুদ্ধ, অব্যবস্থিত,
শ্রদ্ধা-উচ্ছল-তত্ত্বাবধানহীন,
প্রীতিপরিচর্য্যাহারা,—
মন্দির-অনুচর্য্যা যা'দের
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি আদর্শে—
পূরয়মাণ জীবন্ত ইষ্টে,
—তা'রা যে দিক্‌হারা অধঃপাতী পন্থায় চ'লেছে
ঐ তার নিশানা—
তা' পরিবারেই হো'ক
সমাজ, সম্প্রদায় বা দেশেই হো'ক ;
ও দেখলেই
তন্মুহূর্ত্ত থেকেই সাবধান হওয়া উচিত,
অনুরাগ-অধ্যুষিত ভাব ও চলনে
সেবাকে তেমনতরই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত—
পারস্পরিকভাবে সহযোগিতার সহিত
সমবেত সংহতি নিয়ে। ২৪২৮।
১৪।৯।১৯৫০, বেলা ৮-৪৫

মন্দির বা প্রার্থনাগৃহই হো'ক
বা পূজা-অর্চ্চনার ক্ষেত্রই হো'ক—
তা' যে-কোন পূরয়মাণ সত্তাহিতী দ্বিজাধিকরণের

অন্তর্গতই হো'ক না কেন—
ঈশ্বর বা তাঁ'র প্রেরিত
যিনিই আরাধিত হউন না কেন সেখানে—
তাঁ'কে যা'রা অবজ্ঞা করে,
অপবিত্র করে,
মন্দ-কথা বা ইঙ্গিত করে,
তা'রা ঈশ্বরের নামে
বা যে-কোন প্রেরিতের নামে
নিজদিগকে তদনুগ ব'লে মনে করুক না কেন—
বাস্তবে তা' কিন্তু মিথ্যা,
তা'রা' তাঁ'দেরই অনুস্থিতিকে
তাঁ'দেরই নামে অবজ্ঞা ক'রে থাকে,
ঈশ্বর বা ধর্ম্মের নামে
তা'রা ঈশ্বর ও ধর্ম্মেরই বিরুদ্ধতা ক'রে থাকে,
তা'রা নিজেদের শত্রুও যেমন
অন্যেরও তেমনতরই—
অধঃপাতের অশ্লীল যাত্রী তা'রা ;
বেষ্টনীতে রেখে
তা'দিগকে নিরাময় ক'রে তুলতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
নয়তো, শয়তান
উল্লাস-সংক্রমণে
সবাইকে দুষ্ট ক'রে তুলবে। ২৪২৯।
১৪।৯।১৯৫০, সকাল ৯টা

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
পূর্ব্বপূরয়মাণ প্রেরিত বা অবতার-পুরুষদের উদ্দেশ্যে

সন্তাহিতী কোন মন্দিরই বল
প্রার্থনাগৃহই বল
বা শুভচর্য্যার কোন ক্ষেত্রই বল—
তুমি যে-কোন দ্বিজাধিকরণের
অন্তর্গতই থাক না,
যে-কোন প্রেরিত বা অবতার-পুরুষ
তোমার প্রীতিকেন্দ্র হো'ন না কেন,
তোমার বা তোমাদের সামর্থ্যমত
যতদূর সম্ভব সেই অনুষ্ঠানের
সৌকর্য্য ও সুপরিচর্য্যায়
সানুকম্পী, সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতার সহিত
সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে
যেমনতর যা' সাহায্য ক'রতে পার
তা' ক'রতে একটুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
তা'তে সাহায্য করা,
সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করা—
সশ্রদ্ধ অন্তরাসপূর্ণ হ'য়ে,
—তা' তোমার অন্তঃকরণের
সুকেন্দ্রিকতাকেই উৎফুল্ল ক'রে তুলবে ;
মনে বুঝে রেখো,
যিনি তোমার সর্ব্বপূরয়মাণ প্রিয়পরম—
তাঁ'রই বিভিন্ন প্রকট
পূর্ব্বপূরয়মাণ অন্য যে-কেহই হউন না কেন—
প্রতিপ্রকটই
তোমার ঐ পূরয়মাণ প্রিয়পরমের
প্রকট উপাদান ;
কাউকে অবজ্ঞা করা

বা তা'র কর্ম্মে নিশ্চেষ্ট থাকার মানেই হ'চ্ছে
তোমার কেন্দ্রপুরুষ প্রিয়পরম যিনি
তাঁ'কে প্রত্যক্ষভাবে অবজ্ঞা করা,
তাই, তোমার সদিচ্ছা, সৌকর্য্য
ও শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সৌজন্যের সহিত
সক্রিয়ভাবে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠান
সত্তাহিতী যা'
তা'র সেবা
তা'কে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করা—
উদ্গতিকেই আবাহন করা ;
অবহিত অন্তঃকরণে
সেবা-উচ্ছল উৎসুকতায়
যথাসম্ভব আত্মনিয়োগে
তা'কে উৎসারণ-প্রবণ ক'রে তুলতে
ত্রুটি ক'রো না—
ঐ আশীর্ব্বাদ তোমাকেও
উৎসারিত ক'রে তুলবে। ২৪৩০।
১৪।৯।১৯৫০, সকাল ১০-১০

অন্তরাসী উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষায়
বিষয় ও ব্যাপারের বাস্তবতাকে
মানুষ সাধারণতঃ গুছিয়ে নিয়ে থাকে,
সত্তাপোষণী যা' যেমন—
মঙ্গলপ্রসূও তা' তেমন ;
বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে
সমাহারী সত্তাপোষণী ক'রে গুছিয়ে নেও

সার্থক্ সমন্বয়ে—
সত্য সেখানেই ;
ঐ অন্তরাস যা'তে যত আশান্বিত—
মানুষ তা'তে আগ্রহশীল, মনোযোগী,
প্রয়াস-পরিচর্য্যাতৎপর তেমনি ;
যে বা যা'
যত উৎসাহোদ্দীপক নয় তোমার কাছে,
আশান্বিত ক'রে তোলে না তোমাকে,
পূরণ ও পোষণ নয় তোমার,—
তা' ততই অবসাদক তোমার কাছে। ২৪৩১।
১৫।৯।১৯৫০, বিকাল ৪টা

যা'রা কপোলকল্পিত ধারণা-অভিভূত হ'য়ে
তদনুকূলেই চিন্তার সমর্থন করে—
ঐ অভিভূত পরিপ্রেক্ষা নিয়ে,
সন্দেহ ক'রে
অন্যকে নিজের বিরুদ্ধ বিবেচনা ক'রেই চলে,
ভাল দিকে চিন্তা ক'রতে পারে না,—
কোন একদিন কোন-বিষয়ে মতানৈক্য,
ন্যায়-সমর্থন
বা কা'রও নিজের সমর্থন
বা বিরুদ্ধ সমর্থন,
সঙ্গ বা সহানুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে
বার-বার তা'তেই জোড়াতাড়া দিয়ে
ঐ পূর্ব্বকল্পিত ধারণা-অভিভূতিকেই
প্রশ্রয় দিয়ে চ'লতে থাকে,—
তা'রা নিজে তো কষ্ট পায়ই—

আক্রোশবিদ্ধ আপসোসে
দিনগুজরানই কঠিন হ'য়ে পড়ে তা'দের,
বন্ধুকেও তা'রা অনাহূত শত্রু ভেবে চলে ;
যা'দের অহং যত আক্রুষ্ট-প্রবৃত্তি-অভিভূত—
ঐ অন্ধ-হাতড়ানি ন্যায়-যুক্তি তা'দের তত বেশী,
বৃশ্চিক-নিবাসই তা'দের আবাস হ'য়ে ওঠে,
অমনতর রকমে যা'রা পা দিয়েছ—
এখনও সাবধান হও। ২৪৩২।
১৫।৯।১৯৫০, সকাল ১০টা

যা' পেতে চাও—
তদনুগ অন্তঃক্রিয়াতেই পেতে হবে তা'। ২৪৩৩।
১৬।৯।১৯৫০, সকাল ৯টা

যা'-কিছুই হো'ক, তা' উপার্জ্জন ক'রতে
যে যোগ্যতা বা শক্তির দরকার—
প্রত্যেকেরই তা' তেমনি প্রয়োজন হয়,
যোগ্যতার অভিজ্ঞান যা'র যেমনতর—
সময়, অভ্যাস, সহনশীলতা, প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থিতিও
তা'র তেমনতর হ'য়ে ওঠে
তারতম্যানুসারে,
তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক
প্রয়োজনের জন্যে যা'ই অর্জ্জন ক'রতে হবে—
তা' ঐ শক্তিকেই খরচ ক'রেই,
তাই, চাইলে না দিতে পারলেও
মানুষের মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে ওঠে—

তা'রও কারণ ঐ;
যা' জীবনীয় তা' প্রত্যেকের কাছে সমানই,
তাই, দাও আর গ্রহণই কর—
মানুষের শক্তির অপচয় সংঘটিত ক'রে নয়
বরং উপচয়ী পোষণপুষ্টি দিয়ে বা নিয়ে,
নয়তো, বঞ্চিত হ'তে হবে উভয়কেই। ২৪৩৪।
১৬।৯।১৯৫০, সকাল ৯-৪৫

বর্ণমাফিক সহজাত সংস্কৃতির
গন্ধও যেখানে নাই
অথচ প্রবৃত্তি, ভাষা, আচার ও ব্যবহার
ক্রূর যেখানে—
সেখানে সন্দেহ করা যেতে পারে
বর্ণ
ব্যত্যয় বা ভাঙ্গনে পড়েছে। ২৪৩৫।
১৮।৯।১৯৫০, সকাল ৬-৪৫

ঈশ্বরের নামে যা'রা
ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধাচরণ করে,—
প্রেরিত বা অবতার-পুরুষদের দোহাই দিয়ে চ'লেও
কদর্থ-প্ররোচনায়
তাঁ'দেরই বিরুদ্ধাচরণ করে—
কর্ম্মে,
আত্মসমর্থনে,
কৃষ্টির তকমায় কৃষ্টিকেই অপঘাত ক'রে,
বান্ধবতায় সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
বিরুদ্ধাচরণ করে,—

আশ্বাসে অভিদীপ্ত ক'রেও
দ্রোহ সৃষ্টি করে,—
তা'রা শয়তানের সিদ্ধ দূত,
বিশ্বাসঘাতকের চেয়েও অন্ধ অপঘাতী কৃতঘ্ন—
দাগাবাজ,
এক-কথায়, মোনাফেক তা'রা,
ব্যভিচারী আত্মসমর্থনী ইন্দ্রজালী প্ররোচনাই
পাশ তা'দের ;
সাবধান থেকো তাদের হ'তে। ২৪৩৬।
১৮।৯।১৯৫০, সকাল ৭টা

এক উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হ'য়েও
যেখানে বহুদলের সৃষ্টি হয়—
সে-পরিস্থিতির জনগণে
আদর্শপ্রাণতা নেই,
আগ্রহান্বিত অনুসরণপ্রাণতাও নেই,
প্রবৃত্তিশাসিত তা'রা প্রত্যেকেই,
বিচ্ছিন্নতা-রোগগ্রস্ত,
দুর্দ্দমী দুর্দ্দশার সংক্রমণ-আশঙ্কাও
সেখানে ভয়াল ;
যেখানে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়—
সবাইকে আদর্শপ্রাণ ক'রে তুলতে হয়
পারস্পরিক
সক্রিয় সমর্থনী সহযোগী ক'রে তুলে
পরস্পরকে পরস্পরের,
আদর্শে এতটুকু গোঁড়া ক'রে তুলতে হয়
যা'তে আদর্শের জন্য শ্রম বা কষ্ট ক'রেও

তৃপ্তি অনুভব করে,
পরস্পর পরস্পরকে সহ্য ক'রতে পারে,
ধৈর্য্যের সহিত যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে পারে,
সেবা ও অধ্যবসায়ে
আধিপত্যের সৃষ্টি ক'রতে পারে,
যা'তে সংহতি
অচ্ছেদ্য ও প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে—
যদি দুর্দ্দশাকে এড়িয়েই চ'লতে চাও,
নিরোধ ক'রতে চাও। ২৪৩৭।

১৮।৯।১৯৫০, সকাল ৮-৩০

যা'র পরিতোষণ ও পরিপোষণের জন্য
শ্রম ক'রে বা কষ্ট ক'রেও
তৃপ্তি বা তুষ্টি অনুভব কর,
নিজেকে সার্থক মনে কর,
অথচ তা' হ'তে আত্মপোষণী তৃষ্ণা বা প্রত্যাশাও
তোমার নাই—
বরং তা'তে নিজে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠ—
প্রীতি তোমার সেখানেই অনুচর্য্যারত,
আর, প্রীতির লক্ষণও
ওখানেই স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে। ২৪৩৮।

১৮।৯।১৯৫০, সকাল ৮-৩৫

সমালোচনা কর
সঙ্গতি-সৌষ্ঠবে—
সংঘাতে নয়। ২৪৩৯।

১৮।৯।১৯৫০, সকাল ৯-২০

হিতী যা'-কিছুর প্রতি
যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিয়ে
নিজের কৃষ্টি-কুলমর্য্যাদা-আভিজাত্যে
গোঁড়া হ'য়ে
উৎপ্রগতিশীল হওয়াই ভাল—
তা'তে সত্তাধ্বংসী ঔদার্য্যের অবতারণা
সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ করে না;
চামড়ার আবরণ ছাড়া দেহবিধানের ক্রিয়া
সঙ্কুচিতই হ'য়ে ওঠে,
ফলে, নাশের আহুতি হ'তে হয়। ২৪৪০।
১৮।৯।১৯৫০, সকাল ১১-৪০

তুমি যদি বেত্তাপুরুষে অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে
তচ্চিন্তাপরায়ণতায়
তদনুগ চলনে
নিজের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিসঞ্জাত সংস্কারগুলির
সাক্ষাৎকার ও প্রত্যাহারে
প্রয়াসশীল না হ'য়ে
নিজেকে আশ্রয় ক'রেই
শুধুমাত্র আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্তিমুক্ত হ'তে চাও—
লয়ের তমোতরঙ্গে আত্মনিমজ্জন করা ছাড়া
পথই থাকবে না তোমার,
কারণ, তোমার এই অহংবোধ
যা' ব্যষ্টি ও সমষ্টির সাথে
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তোমার সত্তাকে ঘোষণা ক'রছে—
তা'ও কিন্তু

ঐ সংঘাত-উৎসৃষ্ট সত্তাসম্বন্ধী বোধ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
তাই, নিজেকে
নিজেতে কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলতে যেও না—
ভ্রান্তি তোমাকে পথহারা ক'রে তুলতে পারে,
আর, অনন্বিত ব্যক্তিত্ব তোমার
উৎচেতনী-সংঘাতহারা হ'য়ে
মাঝপথেই
ধ্বান্ত-নিমজ্জনে আত্মবিলয় ক'রতে পারে ;
বেত্তাপুরুষে কেন্দ্রায়িত হও,
তৎকর্ম্মকৃৎ হও,
আর, প্রবৃত্তির যা'-কিছু ধর্ম্মকে
সার্থক বিন্যাসে অন্বিত ক'রে
ঐ তাঁ'তেই সার্থক ক'রে তোল,
প্রবৃত্তির আত্মধর্ম্ম যা'-কিছু পরিত্যাগ ক'রে
সেই তাঁ'কেই সংরক্ষণ ক'রে
তোমাতে তাঁ'কে জীয়ন্ত ক'রে তোল,
সংরক্ষিত ক'রে রাখ,
পাপ যা'-কিছু হো'ক না কেন
রক্ষা পাবে সব হ'তে। ২৪৪১।
১৮।৯।১৯৫০, দুপুর ১টা

তুমি যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
কেন্দ্রায়িত আদর্শপ্রাণতা নিয়ে
উদ্দেশ্যে অটুট দার্ঢ্য-সমন্বিত
বিহিত অন্বয়ী-অনুচর্য্যা যদি না থাকে
সক্রিয় তৎপরতায়,—

কৃতকার্য্যতা সময়ের দীর্ঘশ্বাসে
মিইয়ে যেতে থাকবে,
বিয়োগবিক্ষেপী ব্যর্থ-গীতিকাই হবে
তোমার সাদর সম্ভাষণ। ২৪৪২।
১৮।৯।১৯৫০, রাত্রি ৭-১০

স্বতঃপ্রণোদনায়
কোন শ্রেয়কে যদি
বাগ্‌দান বা আত্মদান ক'রে থাক—
তবে যে-মুহূর্ত্তেই
ঐ বাগ্‌দান বা আত্মদানের সার্থকতার
আপূরণের দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত হ'লে—
তখন থেকেই দাগাবাজ হ'য়ে উঠলে তুমি,
মস্তিষ্কলেখায় তোমার
মজুতই রইল তা',
প্রতিপদক্ষেপে জাস্তব প্রেরণায়
আত্মপ্রতিষ্ঠার ডাইনী প্রতারণা
ব্যাহত, ব্যর্থ ও অপদস্থ ক'রে চালাতে থাকবে
তোমাকে,
অন্যের অহৈতুক সন্তাপ-সৃষ্টি
জীয়ন্ত জৃম্ভণে তোমাকে
সন্তাপিত না ক'রেই ছাড়বে না,
পাপ-প্ররোচনা শান্তির ভাঁওতায়
শাস্তির উপঢৌকনে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রতে
কসুর ক'রবে না। ২৪৪৩।
১৮।৯।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

তোষণ ও পোষণ-চর্য্যা যা' হ'তে উচ্ছল—
শান্তিও আনন্দের সেখানে। ২৪৪৪।
১৯।৯।১৯৫০, সকাল ৭-৩০

ঔৎসুক্যের সহিত
স্বতঃপ্রণোদনায়
কেউ যদি কিছু তোমাকে দিতে চায়—
আদর-আতিশয্যে বিনীত আগ্রহের সহিত
তা' গ্রহণ ক'রো,
—এ দান ও গ্রহণ পরস্পরের পক্ষেই
তুষ্টি-সন্দীপী ;
আবার, নজর- রেখো—
কুটিল আগ্রহ
বিপাকও সৃষ্টি ক'রতে পারে কিন্তু,
তাই, যা'ই কর না কেন—
তা'কে এড়িয়ে ! ২৪৪৫।
১৯।৯।১৯৫০, সকাল ৯-৩০

অন্বিত সার্থক সমঞ্জসা পরিবেষণ
সন্ধিৎসু তৎপরতাসম্পন্ন যা'র যেমন—
ধৃতি ও বুদ্ধিও তা'র তেমনতরই। ২৪৪৬।
১৯।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-৩০

গোপন কথা, দরদী সঙ্গ,
প্রীতি-আকাঙ্ক্ষা প্রায়শঃ সবারই প্রয়োজন—
ভারাক্রান্ত জীবনকে হাল্কা ক'রতে,

তাই, অবোধের মত
সেই প্রয়োজনকে ব্যাহত ক'রে
কা'রও অন্তঃকরণকে
চাপে তুবড়ে দিতে যেও না,
প্রিয়র সোয়াস্তির দিকে নজর রেখে
ঐ প্রয়োজন হ'তে কা'কেও
নিরস্ত ক'রে ফেলো না—
ঐ সঙ্গ ও সহচর্য্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে,
নইলে, অন্যের ভার
লাঘব তো ক'রতে পারবেই না—
নিজেও পাষাণের মত
ভার হ'য়ে উঠবে নিজের কাছেই ;
তোমারও যেমন বেদনা আছে—
অন্যেরও কিন্তু তেমনি,
বেদনায় তুমিও যা' চাও—
অন্যেও তা'ই চায়,—
নজর রেখো এদিকে। ২৪৪৭।
১৯।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-৩৫

যা'রা ইষ্ট বা শিক্ষক-নিদেশ
পরিপালন করে না লাগোয়াভাবে—
তা'দের বোধ ও যোগ্যতা
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তো হয়ই না,
লাভ হয় তা'দের বখাটে পাণ্ডিত্য শুধু,
আর, যা'রা পরিপালন তো করেই না—
অথচ পরিপালনের ভাঁওতা দেখিয়ে বেড়ায়

গা ঢাকা দিয়ে,—
তা'রা নিজেকে তো ঠকায়ই
লোককেও ঠকায়,
সোজা-কথায়, গা-ঢাকা দাগাবাজ হ'য়ে ওঠে ;
তাই, তোমাতে যতটুকু সম্ভব হয়—
বৃদ্ধিপরতা নিয়ে
ইষ্টনিদেশ অনুসরণ কর,
পরিপালন কর,
মানুষ হবে,
যোগ্যতায় বিজ্ঞ হবে,
আর, এই অন্বিত সমঞ্জসা বোধি তোমার
প্রাজ্ঞ প্রকৃতিতে উন্নীত ক'রে তুলবে তোমাকে। ২৪৪৮।
১৯|৯|১৯৫০, রাত্রি ৭-৫৫

বৃদ্ধোপসেবন
বোধি ও যোগ্যতা লাভের
একটা সুসংসদ
তোমার বেষ্টনীতে ইষ্টস্বনিষ্ঠ
যোগ্যতাপ্রবুদ্ধ, বিজ্ঞ, বৃদ্ধ বান্ধব যত থাকেন
ততই কিন্তু শ্রেয়,
তাঁ'রা বোঝাপড়া বা মন্ত্রণার
অভিজ্ঞ সাথীয়া—
বিদ্যালয়ী বিদ্যার তক্‌মাধারী
হউন বা না-হউন,
সশ্রদ্ধ আনতি-সৌজন্য নিয়ে

তাঁ'দের সঙ্গ কর—
অনেক লাভবান হবে। ২৪৪৯।
১৯।৯।১৯৫০, রাত্রি ৮টা

যোগ্যতা ও প্রতিষ্ঠাকে অপলাপ ক'রেও
যা'রা পয়সাপ্রলোভী—
দৈন্যই তা'দের দ্বারপাল। ২৪৫০।
২০।৯।১৯৫০, সকাল ১০টা

অদ্রোহী বাক্, ব্যবহার, সৌজন্য ও সেবার
ইষ্টানুগ পরিবেষণ—
সুনিষ্ঠ চর্য্যায়
সক্রিয় বোধিদক্ষ আপ্তীকরণ অভিব্যক্তির সহিত,
—এইতো মানুষের সম্পদ
যা' মানুষকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে
সর্ব্বতোভাবে,
নয়তো, ধনী হওয়ার তাঞ্জামী অভিযান
ধৃষ্টতামাত্র। ২৪৫১।
২০।৯।১৯৫০, সকাল ১০-১০

বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের
ভূয়োবীক্ষণে
আনাচ-কানাচ যা'-কিছুকে দেখে
তা'র বৈশিষ্ট্যকে
যে যত বিহিতভাবে নিরূপণ ক'রতে পারে,
কোথায় কখন কী কর্ম্মই বা
কী ফল সৃষ্টি করে

কেমনতর ক'রে
সেই বিশেষত্বের অনুধাবনে,—
বোধি-উদ্গমও তা'র তেমনতর
হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ—
সার্থক, সান্বয়ী, সমঞ্জসা দৃষ্টি নিয়ে
কেন্দ্রায়ণী অনুসরণে। ২৪৫২ ।
২০।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-১৫

উষ্ট্র, গো-মহিষ, ছাগ ইত্যাদি
গৃহপালিত পশুদের
সত্তাসংরক্ষী হ'য়ো,
বিহিত-পরিচর্য্যা-নিরত থেকো,
কারণ, সর্ব্বাবস্থায়, এমন-কি বিপর্য্যয়েও
দুর্দ্দিনের করাল আক্রমণ থেকে
এদের দুগ্ধ তোমাদের জীবনরক্ষা
ক'রতে তো পারেই—
তা' ছাড়া, যে-সমস্ত কর্ম্ম এদের সহায়তায়
নিষ্পন্ন হ'তে পারে সহজে
সেগুলিরও একটা সহজ উপচয়ী
সমাধান পেতে পার ;
সত্তানুকুল যা'-কিছু
তা'কে পরিপালন, পরিরক্ষণ করাই
ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা কিন্তু,
এদের নিধন
নিধনেরই আগমনী,
ক্রূর পঙ্কিল প্রবৃত্তি-শয্যা। ২৪৫৩ ।
২০।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-৩০

আমার মনে হয়,
মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে
সাড়াপ্রবণ ও ধারণক্ষম রাখতে হ'লে
তৎপর সক্রিয়তায় স্বস্থ রাখতে হ'লে
মাংসপেশীকে পাতলা পোষণপুষ্টি দিয়ে
স্বস্থ রাখতে হ'লে
চাউল, যব, ডাল, দুগ্ধ ও তজ্জাত সামগ্রী
বিশেষতঃ ঘি, তিল,
বিভিন্ন প্রকার খাদ্যপ্রাণ ও জৈবলবণ-সমন্বিত
ফল ও শাকসব্জী ইত্যাদি সুন্দর খাদ্য,
উপযুক্ত পরিশ্রম-সহ
সহজপাচ্য, পুষ্টিপ্রদ এই খাদ্যগুলির
সাত্ত্বিক সম্পদ ঢের ;

কতকগুলি পুষ্টির বহর
খাদ্যরূপে চালালেই যে
শরীর সব দিক দিয়ে
শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে
তা'র কোন মানে নাই,

তোমাদের খাদ্য সহজ পুষ্টিপ্রদ
স্বাভাবিক ও সুন্দর যেন হয় ;
মোটামুটি চাল, যব, ডাল, ঘি,
তা'র সাথে একটু দুধ হ'লে তো কথাই নেই,
—এই-ই যথেষ্ট,
অর্থাৎ আলোচাল, কাঁচকলা, সৈন্ধব লবণ,
ডাল-ভাতে, তিল-ভাতে, ঘি
এই হ'ল মোটামুটি,

এর সাথে যদি দুধ হয়
তাহ'লে তো খুবই ভাল। ২৪৫৪।
২০।৯।১৯৫০, রাত্র ৭টা

কেন্দ্রায়িত সক্রিয় অন্তরাস
যতই অবজ্ঞাত হ'য়ে উঠবে—
তোমার যোগ্যতাও অবসন্ন হ'য়ে উঠবে ততই,
সহযোগিতা দাগাবাজ হ'য়ে উঠবে যতই—
অসৎ-অর্জ্জন, শোষণ-প্রবৃত্তি
গর্জিয়ে উঠতে থাকবে ততই,
আর, ঐ শোষণ-প্রবৃত্তি
ঠগী-আক্রমণে, ঠগী-বাজীতে
প্রবৃত্তিপূরণ অভিযানে
যতই চ'লতে থাকবে—
বিক্ষুব্ধ জনপদ দিকহারা অবসন্ন চেতনায়
নিথর হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আর, ঐ সর্ব্বনাশ
ঘোরালো লেলিহান দৃষ্টিতে
অপ্রতিহত গতিতে
সবাইকে নিকেশ ক'রে চ'লতে থাকবে ;
বাঁচতে চাও তো
পরিবেশকে পারস্পরিকভাবে
সক্রিয় অন্তরাসী ক'রে তোল,
কেন্দ্রায়িত কর্ম্মতৎপর ক'রে তোল,
যোগ্য ক'রে তোল,
দক্ষ ক'রে তোল,

উপচয়ী অর্জ্জী ক'রে তোল,
আর, এইভাবে অবস্থাকে আয়ত্তে আন। ২৪৫৫।
২০।৯।১৯৫০, রাত্র ৮টা

তোমার জীবনের প্রীতিকেন্দ্র যিনি—
যাঁ'তে তোমার যা'-কিছুকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
অন্তরাসী হ'য়ে
জীবনের সব-কিছুর অন্বয়ী নিয়ন্ত্রণে
সমাবেশী সামঞ্জস্যে
সার্থক হ'য়ে উঠতে চাও—
যাঁ'কে কেন্দ্র ক'রে বিবর্দ্ধিত হ'তে চাও—
শাসিত, নিয়ন্ত্রিত ও বিবর্দ্ধিত হওয়ার স্বার্থ ছাড়া
আত্মস্বার্থপূরণ-প্রত্যাশার
একটুও স্থান দিও না তাঁ'র কাছে,
বরং সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তোল—
সাধ্যকে ক্রমান্বয়ী ক'রে আরোত্তরে;
যে-মুহূর্ত্তেই স্বার্থবুভুক্ষা নিয়ে
তাঁ'তে অনুরক্ত হ'য়ে উঠলে—
কিংবা ভাঁওতায় তাঁ'কে ভাঙ্গিয়ে
স্বার্থপুষ্টি ক'রতে চাইলে—
তাঁ'কে হারাবে সেই মুহূর্ত্তে,
প্রবৃত্তিপরিভূত একটা পর্দা টেনে দিলে
তাঁ'র আর তোমার মাঝখানে—
তুমি হারালে তাঁ'কে,
অবনতির অন্তঃস্রোত
প্রবঞ্চনার কুটিল টানে

শ্লথ ও সঙ্কুচিত ক'রে
আকাঙ্ক্ষায় অবসন্ন ক'রে
নিমজ্জনের আহুতি ক'রে তুলবে তোমাকে,
ডুববে তুমি,
অভাব, অনটন, দারিদ্র্য ও অযোগ্যতা
তোমাকে ছাড়বে না কিছুতেই,
ধাপ্পাবাজ বা দাগাবাজ না হ'য়ে
উপায়ই থাকবে না তোমার
জীবন বাঁচাতে;
তাই, উপচয়ী সন্দীপনায়
তোমাকে উৎসর্গ ক'রে দাও তাঁ'তে,
আত্মচাহিদাকে শূন্য ক'রে তোল,
আর, তাঁ'র চাহিদা-পরিপূরণ
তোমার যা'-কিছু আনাচে-কানাচে
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
খরসম্বেগে সক্রিয় অচ্যুত ক'রে তুলুক তোমাকে,
তাঁ'তে সার্থক হওয়াই
স্বার্থ হ'য়ে উঠুক
জীয়ন্ত জীবন নিয়ে,
তুমি পাবে,
পূর্ণ হবে—
কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সার্থক সঙ্গতি নিয়ে। ২৪৫৬।
২০।৯।১৯৫০, রাত্রি ৯-৩০

তোমার মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে
দর্শন ও আপ্তবাক্য সমর্থন করুক,
বিজ্ঞান সমর্থন করুক,

ইতিহাস সমর্থন করুক,
তা' ব্যষ্টিজীবনের আনাচ-কানাচ
যা'-কিছু সবগুলির
সমাধান নিয়ে আসুক,
পারস্পরিক ঔপাদানিক সামঞ্জস্যে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি ক'রে তুলুক,
বিষয় ও ব্যাপারের অভিব্যক্তি
সমাধান-সঙ্গতিতে
ঐ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করুক,
আর, তা' সত্তায় সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে
একসূত্রসঙ্গতি নিয়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক,
আরো হ'তে আরোতরে
হিতী উন্নত ক'রে তুলুক,
তবে ঐ সিদ্ধান্ত বা মতবাদই
জীবনপোষণী হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনে—
তোমার পরিবার-জীবনে—
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে—
আর, তাই-ই ধর্ম্ম,
আর, তা' সবারই। ২৪৫৭।
২১।৯।১৯৫০, বেলা ১১টা

অন্তরাসী কেন্দ্রায়িত আগ্রহকে
সন্ধিৎসার আসনে বসাও—
তৎপ্রসূত বোধিকে বৈশিষ্ট্যদর্শী ক'রে

সার্থক সান্বিত ক'রে তুলে,
আর, এই-ই হ'চ্ছে
তোমার প্রজ্ঞাভিযান। ২৪৫৮।
২১।৯।১৯৫০, বেলা ১১-২৪

মানুষ কখন কোন্ কথায়
কী বাঁক নেয়
কী ব্যাপারে—
তা' উদ্দেশ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল—
বিচক্ষণ বোধ নিয়ে
যা'রা তেমন ভঙ্গীতে বাক্যপ্রয়োগ করে
আদর্শানুগ উদ্দেশ্যের আনুকূল্যে—
বাক্‌বিচক্ষণ হয় তা'রা;
মূঢ় প্রবৃত্তিপ্রেরণাই
যা'দের বাক্যতরঙ্গে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়—
নিয়ন্ত্রণবোধহীন অশাসিত বাক্য
দুর্ভোগেরই স্রষ্টা হয় তা'দের কাছে,
তাই, আদর্শপ্রাণ উদ্দেশ্যে
কেন্দ্রায়িত অন্তরাস নিয়ে
সুষ্ঠু যুক্তিনিবন্ধে
বাক্য-বিন্যাস ও প্রয়োগ ক'রো—
সার্থকবাচী হ'য়ে। ২৪৫৯।
২১।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-৫০

বোধি, শ্রম, সামর্থ্য, অর্থ
যখন কেন্দ্রায়িত উপচয়ী চলনে
অভিপ্রায়কে মূর্ত্ত ক'রে তোলে—

তাই-ই যোগ্যতা,
আর, এইগুলি হ'চ্ছে ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত—
মানুষের জন্মগত মূলধন,
এরই সুকেন্দ্রিক সার্থক সাম্বয়ী সমঞ্জস
বাস্তব সম্প্রসারণই হ'চ্ছে
মানুষের সম্পদ,
আবার, এই সম্পদের পারস্পরিক সহযোগিতা
যে-সম্বর্দ্ধন নিয়ে আসে—
মানুষের বিবর্দ্ধনী-ক্রমও চলে সেই পথে ;
তাই, ইষ্ট বা আদর্শ-কেন্দ্রিক হও,
তোমার জন্মগত মূলধনকে
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত ক'রে
সাম্বয়ী সমঞ্জস সার্থকতায়
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনাতে,

প্রাপ্তি
সম্পদ-রূপায়ণে
বিবর্ত্তিত হ'য়েই চ'লতে থাকবে ;

মনে রেখো, যা'ই কর—
তা' যতই জলুসওয়ালা হো'ক না কেন—
কেন্দ্রায়িত অন্তরাসী হ'য়ে
তা'কে যতক্ষণ সার্থক ক'রে
না তুলতে পারছ,—
সেগুলি কর্ম্ম-আবর্জ্জনা ছাড়া
আর কিছুই হবে না। ২৪৬০।
২২।৯।১৯৫০, সকাল ৯-৩৫

অহংরাগ যেখানে উদ্ধত—
বিরোধও সেখানে প্রোচ্ছত। ২৪৬১।
২২।৯।১৯৫০, দুপুর ১২-৪৫

ত্রিষষ্টিতম জন্মতিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের-আশিস্‌বাণী

আমার একান্ত যিনি
পরমপিতা পরমেশ্বর যিনি
তাঁ'র চরণে একান্ত নিবেদন আমার—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
তোমাদের পরিবার-পরিবেশ সহ
সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—
বোধ, বিবেক, কর্ম্মতৎপরতার
বোধিকুশল প্রস্তুতি ও নিয়ন্ত্রণে,
বিপদ, আপদ, দুঃখ, কষ্ট তোমাদের
সহজেই সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরস্ত হ'য়ে উঠুক,
তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিকের
প্রতিপ্রত্যেকেরই আশ্রয় হ'য়ে ওঠ,
তোমাদের সান্নিধ্য ও সক্রিয় সেবায়
সকলেই যোগ্যতায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
শান্তি, স্বস্তি ও জীবনে উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
তোমরা ইষ্টানুগ চলনে
সুখী হও,
শান্তি পাও,
তৃপ্তি পাও—
এই আমার প্রার্থনা। ২৪৬২।
২০।৯।১৯৫০, সকাল ৮টা

যে-স্ত্রী
ইষ্টানুগভাবে
স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নয়কো—
স্বৈরিণী-আচারসম্পন্না—
সে
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারিণী গোষ্ঠীরই অন্তর্গত,
সংস্কৃতিতে অসমর্থনীয়া সে-ও। ২৪৬৩।
২২।৯।১৯৫০, সকাল ৯-৩০

স্ত্রীদের যৌন-সংশ্রব
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠে আনতিসম্পন্ন
শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত
সেবানুবর্ত্তী যদি না হয়—
সে কিন্তু ডাইনী-লিপ্সা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ২৪৬৪।
২২।৯।১৯৫০, সকাল ১০টা

যা'কে তুমি ভালবাস কিনা বুঝতে পার না—
যা'র অনুবর্ত্তন বা যা'কে দেওয়া
তোমার পক্ষে লোভনীয় ও আনন্দপ্রদ নয়—
যা'র স্বার্থে তুমি অন্তরাসী নও—
যা'র বিবর্দ্ধনে তোমার নিজ-স্বার্থত্যাগ
দুঃখ ও যন্ত্রণাপ্রদ হ'য়ে ওঠে—
তা'র প্রতিষ্ঠায় যতই আগ্রহ প্রকাশ কর না কেন
তুমি তা' পারবে না,
অপচয়ী বান্ধবতা ছাড়া
তোমার কাছে তা'র প্রাপ্য কমই,

তুমি তা'র ভাল করবার কেউ নও,
বরং কিল মারবার গোঁসাই—
তা' একটু স্বার্থসংঘাতেই। ২৪৬৫।
২২।৯।১৯৫০, বিকাল ৩টা

অযাচিত এবং দাতা-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ প্রাপ্তি—
সেই দানই যতিদের ন্যায্যতঃ গ্রহণীয় ;
সেইজন্য চাও—
তা'ও ন্যায্য বিবেচিত হ'লে,
নইলে, প্রত্যাশায় আত্মবিক্রয় ক'রতে হবে। ২৪৬৬।
২২।৯।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

যে বা যা'র জন্য
যা'র কাছ থেকে যা' নেবে—
মিতব্যয়িতার সহিত
তা'র জন্যই তা' খরচ ক'রো,
আত্মস্বার্থের জন্য কিছুই নিও না,
ঐ সাধু চলনই
তোমাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবে,
নয়তো, দ্বন্দ্বী-বৃত্তির কুট কবল হ'তে
রেহাই পাবে না কিছুতেই। ২৪৬৭।
২২।৯।১৯৫০, বিকাল ৩-৩২

বেত্তা-পূরয়মাণ ইষ্ট ব'লে
যদি তোমার কেউ থাকেন—
আর, তাঁ'তে যদি তুমি
শ্রদ্ধান্বিত থাক—নিষ্ঠা নিয়ে—

আর, তিনি যদি তোমাকে কোন নিদেশ দেন
বা কোন চাহিদার কথা জানান—
সেটা ন্যায্যই হো'ক
আর, খেয়ালপ্রসূতই হো'ক—
পরিপালনে আগ্রহের সহিত
সক্রিয় শ্রদ্ধায় যত্নবান থেকে
তোমার সাধ্য ও সম্ভবে যেমন জোগায়
সময়মাফিক তা' তামিল ক'রো,
ঐ পরিপালনী যত্ন বা সক্রিয় আকর্ষণ
গ্রহ-নিগ্রহ হ'তে রেহাই দেবে ;
বুঝে রেখো—
গ্রহ-আক্রমণ যত কঠিন
তামিলী-নিদেশও তেমনি ক্রূর হ'তে পারে,
আরো মনে রেখো—
ঐ নিদেশ সাধারণতঃ তোমারই প্রয়োজনে,
তাঁ'র নয়। ২৪৬৮।
২৩।৯।১৯৫০, রাত্রি ৭টা

তোমার যা'ই কিছু থাক না—
ইষ্টার্থ-অন্বয়ে তুমি
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ
সক্রিয় সেবাসন্দীপনায়—
অচ্যুতভাবে— তোমার ইষ্টে,
আর, ঐ কেন্দ্রায়িত তুমি
উপচয়ী উদ্গত আবেগে
বিকীর্ণ অভিস্যন্দনায়
উদ্ভাসিত ক'রে তোল সবাইকে,

তোমার যোগ্যতা জীবন্ত হ'য়ে
যোগ্য আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক সবাইকে
সক্রিয়ভাবে,
আর, মানুষের দীক্ষা-শিক্ষা-সমাবর্ত্তনের
সার্থকতা এই-ই
—প্রাপ্তি-উচ্ছলায়। ২৪৬৯।
২৪।৯।১৯৫০, সকাল ৮-৫০

যেমন অন্তরাসী হ'য়ে
মানুষ উপন্যাস পাঠ করে
বা অভিনয় দেখে—
তা'তে যেমনতর মনোযোগী অভিব্যক্তি হয়,
ঐ অমনতর মনোযোগই সামঞ্জস্য-শাসক
প্রায়শঃ;
তাই, মনে-রাখার অভিপ্রায়-আধিক্য নিয়ে
মনোযোগের চাপান যতই দেওয়া যায়—
বিস্মৃতি ততই এগিয়ে আসে। ২৪৭০।
২৪।৯।১৯৫০, সকাল ১০-১৫

উপযোগী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
কোন-কিছুতে ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
স্বতঃ-অনুজ্ঞায় অভিস্যন্দিত ক'রে তুললে
তা'রই চালনে দেখতে পাওয়া যায়—
সেই ব্যাপার বা বস্তুতে
তদনুরূপই ক্রিয়া প্রকাশ পায় প্রায়শঃ,
গেঁয়েলী ভাষায়, একে তুক করা ব'লে থাকে;
তাই, যা'ই কর না—

বিহিত অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
নিজের ইচ্ছাশক্তিকে অভিস্যন্দিত ক'রে তোল,
কর্ম্মে সক্রিয় ক'রে তোল—
বাঞ্ছিত ফলও তোমার দিকে এগুতে থাকবে। ২৪৭১।
২৪।৯।১৯৫০, বিকাল ৪টা

শ্রেয়চর্য্যী যোগাবেগ-আতিশয্যও
যেমনতর
জীবনের সহ্য, সঞ্চলন ও দৃঢ়ত্বও তেমনতর,
কিন্তু শ্রেয়-সংশ্রবান্বিত হ'য়েও
তৎপ্রতি যা'রা শ্রদ্ধাহারা ও অনুচর্য্যাবিহীন—
তা'রা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতায়
দিন-দিনই নিঃশেষপ্রাপ্ত হ'তে থাকে,
আর, তা' ব্যভিচারেরই ইঙ্গিত,
অশ্রেয়চর্য্যাই ব্যভিচার ;
আবার, ঐ যোগাবেগ-আতিশয্য
যেমনতর অশ্রেয়চর্য্যী হ'য়ে ওঠে—
ব্যভিচার ও বিকেন্দ্রিকতার ভিতর-দিয়ে
পরিধ্বংসের সৃষ্টিও হয় তেমনতর। ২৪৭২।
২৪।৯।১৯৫০, বিকাল ৪-৩০

সুদ নিতেও যেও না,
সুদের লোভে
কাউকে অর্থসাহায্যও ক'রতে যেও না,
যা'রা সুদের যে-কোন ব্যাপারেরই

সমর্থক হো'ক না কেন
বা সাহায্যকারী হোক না কেন—
সকলেই সমান পাতক ;

সুদ
মানুষের যোগ্যতাকে জীর্ণ ক'রে তোলে,
গণ-অর্থনীতিকে ব্যাহত ক'রে তোলে,
সত্তাকে সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,
ঈশ্বর বা ইষ্ট থেকে বিকেন্দ্রিক ক'রে
সঙ্কীর্ণ স্বার্থসন্ধিক্ষুতায়
অভিভূত ক'রে তোলে,

সুদ
সত্তাদ্বেষী, গণদ্বেষী, ঈশ্বরদ্বেষী,
অর্থনীতির অপধ্বংসী ;
যদি কাউকে সাহায্য ক'রতে হয়—
সামর্থ্যে যা' কুলায়
তা'তে ত্রুটি ক'রো না—
বজায়কে বিপন্ন না ক'রে,
ঐ সাহায্য যদি কাউকে উচ্ছল ক'রে তোলে—
তা'র স্বতঃস্বেচ্ছ কৃতজ্ঞ অভিনন্দন-অবদান
যা' তুমি গ্রহণ না ক'রলে সে দুঃখিত হয়
তাই-ই নিতে পার—
যদি উপযুক্ত বিবেচনা কর,
তা' ছাড়া, সুদের একটি দানাকেও
স্পর্শ ক'রো না,
পতিত হ'য়ে
পরিবেশকেও পাতকী ক'রে তুলো না,
লোকহিতী লক্ষ্মী

ঈশ্বরের অনুগ্রহ বহন ক'রে
সম্বর্দ্ধিত ক'রবে তোমাকে। ২৪৭৩।
২৭।৯।১৯৫০, রাত্র ৮-৩৫

যে-প্রীতি তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
অপমান ও অত্যাচারেও
প্রিয়তে অচ্যুত অন্তরাসী হ'য়ে চলে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়—
সে-প্রীতি সত্তানুগ, শুদ্ধ,
প্রেরণাসন্দীপী,
এমন প্রীতি অন্তরে যা'র—
সে ভাগ্যবান। ২৪৭৪।
২৭।৯।১৯৫০, রাত্র ৮-৪৫

গৃহপালিত পশুদিগকে হত্যা ক'রে
তা'দিগের মাংসে উদরপূর্ত্তি করে যা'রা—
প্রীতিঘাতী তা'রা,
আবার, ঈশ্বর বা দেবতা-উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ ক'রে
তা'দের হত্যায়
ভোজের আহার্য্য-উপকরণ
ক'রে থাকে যা'রা—
তা'রা প্রীতিঘাতী তো বটেই—
তা' ছাড়া, যা'-কিছুরই জীবন যিনি
তাঁ'রই নামে উৎসর্গ ক'রে
সেই উৎসর্গকে আহার্য্যের সামগ্রী ক'রে
লোভসিদ্ধ করে তা'রা,

তাই, তা'রা ঈশ্বরের প্রতি দাগাবাজী করে,
প্রীতিঘাতী, দাগাবাজী হত্যা
আন্তরিক উপাসনা তা'দের
এবং তা'রা পেয়েও থাকে তা'ই ;
ক্রূর জীবন-চিৎকার
শঙ্কানুকম্প, তৃষ্ণাতুর আর্ত্ত-ঈক্ষণ
বীভৎস বিক্রমে
সপরিবেশ
অভিঘাতে দীর্ণ ক'রে তোলে তা'দের—
ঐ শঙ্কাকুল আর্ত্ত চিৎকারেরই উপঢৌকনে ;
তাই, এই প্রবৃত্তি থেকে বিরত হও,
বিরত ক'রে তোল সবাইকে,
তোমার নিজের প্রাণেরই মমত্ব-অনুকম্পায়
তা'দিগের প্রাণকেও অনুভব কর,
ঈশ্বরের স্মিত 'আশীর্ব্বাদ
সত্তায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে তোমাদিগকে। ২৪৭৫ ।
২৭।৯।১৯৫০, রাত্র ৯টা

অন্তরাস যেখানে বিকেন্দ্রিক ও ব্যভিচারী—
কর্ম্মও সেখানে প্রবৃত্তিগৃধ্নু ও অপচয়ী। ২৪৭৬ ।
২৮।৯।১৯৫০, বিকাল ৩-৩৫

প্রীতি যেমন আগ্রহশীল, অমলিন, অন্তরাসী—
প্রিয়-উপস্থাপকও সে তেমনি। ২৪৭৭ ।
২৮।৯।১৯৫০, বিকাল ৪-৩০

প্রীতির ছলে প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিয়ে
স্বার্থগৃধ্নুতায়
পোষক না হ'য়ে
প্রিয়শোষণ যেই আরম্ভ ক'রে দিলে—
অমনি তখন থেকেই
যোগ্যতার উদ্‌গমী অঙ্কুরকে
নিষ্ঠুর পরিচর্য্যায় জীর্ণ ক'রতে লাগলে ;
নজর রেখো—
নিজের ঠগ নিজেই হ'য়ে ব'সো না। ২৪৭৮ ।
২৮।৯।১৯৫০, রাত্রি ৭-৩০

শব্দতাৎপর্য্যকে ম্লান হ'তে দিও না,
শ্রদ্ধানুগ বাক্যে-ব্যবহারে-আচারে
শব্দনির্দ্দেশিত বস্তুর প্রতি
শব্দ তাৎপর্য্য-অনুপাতিক
বিহিত ব্যবহার ক'রো
যথাযোগ্যভাবে,
নয়তো, বাক্য-নির্দ্দেশিত বস্তুর ধারণাও
ক্রমশঃই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
কৃষ্টিবোধনাও সাথে-সাথে অবসন্ন হ'য়ে চ'লবে,
ভেবে, তাৎপর্য্যে নজর রেখে
বিহিত যা' তা'ই ক'রো। ২৪৭৯ ।
২৯।৯।১৯৫০, বিকাল ৩-৫০

কাউকে যদি আপন ক'রতে না পার,
কাউকে তা'র স্বার্থে, সমর্থনে
ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

অন্তরাসী আগ্রহে তোমাতে নিবদ্ধ ক'রে
তুলতে না পার,
সম্বন্ধ সৃষ্টি না ক'রে তুলতে পার,—
শুধুমাত্র সম্বন্ধের দাবী নিয়ে
তা'কে শোষণ ক'রতে যেও না—
তা'র প্রতি পোষণ-তৎপর না হ'য়ে,
এই শোষণ-প্রীতি
বিষাক্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
তুমি ভীতি ও বিরক্তির কারণ হ'য়ে উঠবে,
তা'র স্বার্থ, সমর্থন, ব্যবহার
ও সেবানুচর্য্যী উপচয়ী পোষণ-অনুকম্পায়ই
তোমার সম্বন্ধ ঘোষণা ক'রো,
নয়তো, প্রতারণায় পর্য্যুদস্ত হবে। ২৪৮০।
২৯।৯।১৯৫০, বিকাল ৪-৩০

কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপঘাত ক'রে
যে-দেশের, যে-সমাজের
যে-সম্প্রদায়ের বা যে-পরিবারের
ভাব, ভাষা এবং স্ত্রীগণকে
ব্যতিক্রমে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলা যায়
বা বলপ্রয়োগে
পরচর্য্যানত ক'রে তোলা যায়,—
অতি সত্বরই সেই দেশ
সেই সমাজ
সেই সম্প্রদায় বা পরিবার

নির্ব্বংশের বংশ বৃদ্ধি ক'রতে থাকে—
অপহতের আমদানী-আতিশয্যে। ২৪৮১।
২৯।৯।১৯৫০, বিকাল ৫-৩০

কৃষ্টির বা কৃষ্টিপুরুষের
পবিত্র গুরুগৌরবী উপস্থাপক
যদি না হ'তে পার—
ব্যত্যয়ী অনুচর্য্যায়
তাঁকে জীর্ণ ক'রে তুলো না,
সর্ব্বনাশে সব সম্পদ হারাবে
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সহ—
বিধ্বস্ত বিধৃতির সর্ব্বনাশা তলছাটানে। ২৪৮২।
২৯।৯।১৯৫০, বিকাল ৫-৫০

স্বার্থগৃধ্নু প্রত্যাশাপ্ররোচিত হ'য়ে
কোন ধর্ম্ম বা জনহিতী সংস্থায়
আত্মনিয়োগ ক'রতে যেও না—
ঐ সংস্থাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার অন্তরাসী স্বার্থ না হ'য়ে উঠছে
সর্ব্বতোভাবে,
কারণ, তোমার ঐ স্বার্থগৃধ্নু প্রত্যাশাই
সংস্থাকে অপচয়ী ক'রে
সংহতি ও সম্বর্দ্ধনাকে
নির্ম্মমভাবে আহত ক'রে তুলবে—
ফলে গণসম্বর্দ্ধনা
অপঘাতে আহত হ'য়ে চ'লবে,
ঐ আত্মম্ভরী স্বার্থগৃধ্নুতায়
তুমিও সম্বর্দ্ধিত হ'তে পারবে না,

সংস্থাকে তো ঠকাবেই—
গণহিতও মর্ম্মাহত হ'য়ে উঠবে ;
তাই, যদি ঐ সংস্থায় প্রীতি থাকে
তা'কে উপচয়ী উপকরণে সমৃদ্ধ ক'রে তোল,
তা'তে তুমিও উপচয়ী হবে
বাঁচবেও অনেকে। ২৪৮৩।
২৯।৯।১৯৫০, রাত্রি ৭-৩০

মত বা বাদে থাকে তত্ত্ব বা বিবৃতি,
মানুষে থাকে চরিত্র ;
তত্ত্ব
যখন ব্যবহারে বিভূতি লাভ ক'রে
বিশেষ মানুষে মূর্ত্ত হ'য়ে
তা'র চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে
বোধিসমন্বয়ে—
তিনিই হ'লেন ঐ তত্ত্বের আদর্শ,
তাঁ'কে দেখে
অনুসরণ ক'রে
মানুষ ঐ তত্ত্বে উপনীত হ'তে পারে ;
শুধু বাদ বা তত্ত্ব বৃথা,
আর, তা' ব্যর্থতারই আসন লাভ করে,
তাই, ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা
ব্যর্থতারই বিভ্রান্ত পথ মাত্র। ২৪৮৪।
৩০।৯।১৯৫০, রাত্রি ৭-১০

অশ্রদ্ধ ব্যতিক্রমী বাক্ ও ব্যবহার
যা' অন্তঃকরণের অপঘাতনী—

তা'ই নিয়ে যদি কেউ
অনুশোচনাহীন নির্লজ্জভাবে
তোমার অনুচর্য্যাপ্রয়াসী হয়,—
বুঝে রেখো,
তা'র অন্তরীপ্সা স্বার্থপ্ররোচিত—
তোমাকে শোষণে শীর্ণ ক'রতেই প্রায়শঃ,
এড়িয়ে বা সাবধানে চ'লো। ২৪৮৫।
১।১০।১৯৫০, সকাল ১১টা

যা'কে নিজের স্বার্থ ক'রে তুলতে পারনি
উপচয়ী অন্তরাসী নও যা'র তুমি—
তা'কে ভাঙ্গিয়ে বা তা'র প্রতিষ্ঠায়
যা' ক'রতে যাবে—
স্বার্থগৃধ্নু বোধিবিক্ষেপে
অন্বয়হারা এমনতরই কিছু ক'রে ব'সবে
যা'তে তোমার বিফলতা ও অকৃতকার্য্যতাই
আপসোসের উপঢৌকন নিয়ে
পরিণামের জন্য অপেক্ষা ক'রবে ;
তাই, যা'কে নিয়ে যা'ই কর না কেন—
তা'কে স্বার্থ ক'রে নাও,
তা'তে উপচয়ী অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ
সর্ব্বতঃ সক্রিয়তায়,
তোমার বোধিতাৎপর্য্যও স্বতঃসন্দীপনায়
সার্থক, সচল বাক্ ও ভঙ্গীতে
তোমাকে
কৃতার্থতার দিকেই আগুয়ান ক'রে তুলবে,

কৃতকার্য্যতায় কৃতার্থই যদি হ'তে চাও—
বুঝে চ'লো। ২৪৮৬।
৩।১০।১৯৫০, সকাল ৯-২০

প্রকৃতি-অনুপাতিক

স্বীয় বংশবৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
তোমার তপঃপ্রসূ উদ্ভাবনী সম্ভাব্যতাকে
বাড়িয়ে তোল,
কারণ, তোমার জৈবী-সংস্থিতির উৎক্রমণ
ঐ পথেই,
অন্য-পথ অবলম্বনে
তোমার উন্নতি
বিভ্রান্ত ব্যত্যয়ে
দিশেহারা ঔদ্ধত্য-গুরুগৌরবে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে যাবে,
ব্রাহ্মী-সম্বর্দ্ধনা ভ্রান্তিতেই তলিয়ে যাবে,
তাই, তোমার সহজাত-সংস্কারানুপাতিক বৈশিষ্ট্যই
তোমার স্বধর্ম্ম,
তা'তেই এগিয়ে চল,
আর, অন্য বৈশিষ্ট্য তোমার কাছে অপধর্ম্ম—
অতএব তা' পরধর্ম্ম তোমার কাছে,
নিজের দাঁড়ায় চল,
এগিয়ে চল,
সার্থক হবে তুমি—
তোমার দীপ্তিতে
সার্থক হবে পরিবেশ। ২৪৮৭।
৪।১০।১৯৫০, রাত্রি ৭টা

যেখানেই বংশানুগ সহজাত-সংস্কার,
কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও প্রকৃতি
অন্বিত যেমন,
বর্ণ-তাৎপর্য্যও সেখানে সার্থক তেমন—
সমুন্নতির সমস্ত সম্ভাব্যতা নিয়ে ;
গুণ, কর্ম্ম ও প্রকৃতির এই সহজাত সমন্বয়ই
ব'লে দেয়—
বর্ণ ও বংশ-পরিশুদ্ধি কোথায় কেমন
সহজ হ'য়ে আছে,
আর, ঐ বৈশিষ্ট্য-দাঁড়ায়
তপঃপ্রসূ উদ্ভাবনী সম্ভাব্যতার পথে চ'লে
সর্ব্বতঃসম্বুদ্ধ উন্নতির অধিকারীই বা
কে কেমন ;
অন্বিত গুণ, কর্ম্ম ও প্রকৃতির
ন্যূনতা ও আধিক্য-অনুপাতিক
সমুন্নতির সম্ভাব্যতা,
আর, এদের বিরুদ্ধ সমাবেশ
যেখানে যেমন—
বিক্ষেপ ও বিপর্য্যয়ও সেখানে তেমন। ২৪৮৮ ।
৫।১০।১৯৫০, সকাল ৭-৩০

যদি তোমার ছেলেপুলের
অন্য কোন ছেলেদের সাথে
দ্রোহ বা বিরোধ উপস্থিত হয়
এবং তা'তে হস্তক্ষেপ করবার
যদি ফুরসুতই হ'য়ে ওঠে তোমার—
তুমি প্রথমে নিজের ছেলেদিগকেই

ভৎ´সনা ক'রো,
স্নেহল ভঙ্গিমায়
অন্য ছেলেদের যতটুকু সমর্থন করা উচিত
তা' ক'রো—
ক্ষতিপ্রদ ক'রে নয়,
দ্রোহবেদনা তা'তে একটু প্রশমিত হ'তে পারে,
সঙ্গে-সঙ্গে উভয়ে উভয়ের প্রতি
ঐ ব্যাপারে কেমনতর ব্যবহার ক'রলে
দ্রোহ উপস্থিত না হ'য়ে
ঐক্যশক্তির স্থষ্টি হ'ত—
উভয়কেই সেটুকু বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে
মিল ক'রে দিও,
এতে তোমার অভিভাবকত্বে
সকলেই তৃপ্তি পাবে—
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
তা'দিগের ভবিষ্যতের পক্ষে
তুমি অনেকটা মঙ্গলদায়ী হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ। ২৪৮৯।
৬।১০।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৪০

সময়ই সুপ্রশমক। ২৪৯০।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ৬-৪৫

সহানুভূতি অনুভবের উদাত্ত সুর। ২৪৯১।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ৬-৪৬

স্বভাবই সিদ্ধির প্রথম উপকরণ। ২৪৯২।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ৬-৪৭

অমিত স্বার্থগৃধ্নু তাই স্বার্থসম্পদের অন্তরায় । ২৪৯৩ ।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ৮-১০

আপ্তসুখী-ধান্ধা
তুষ্টিকেই প্রবঞ্চিত ক'রে থাকে
প্রায়শঃ । ২৪৯৪ ।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ৮-১২

পরশ্রীকাতরতা অন্তর্দাহের পরম ইন্ধন । ২৪৯৫ ।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ৯-৫

তোমার আচার্য্যকে
সমস্যা-মীমাংসার জন্য
বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে পার,
কিন্তু এমন প্রশ্ন ক'রো না—
যা'তে তাঁ'কে আত্মপ্রশংসা ক'রতে হয়
বা নিজেকে অমনতরভাবে সমর্থন ক'রতে হয় ;
হৃদয় যা'দের প্রশস্ত—
আত্মপ্রশংসায় তা'রা সঙ্কুচিত
ও অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে,
বিপাক-ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
তা'তে তোমার মীমাংসা তো হবেই না,
তিনিও অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠবেন । ২৪৯৬ ।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ৯-৩৫

ধনিকদিগকে অযথা শোষণ
বা তা'দের সহিত বিদ্রূপাত্মক বিরোধ

যেমন অযোগ্যতার উপঢৌকনে
দরিদ্রকে আশ্রয়বিহীন ক'রে
বোধি-বিজ্ঞতার অবমাননায়
দরিদ্রতার প্রতিকারের পরিবর্ত্তে
তা'কেই প্রসারিত ক'রে থাকে—
তেমনি ধনিকদের স্বার্থগৃধ্নুতা
এবং শ্রমিকের প্রতি পোষণবিমুখতাও
যোগ্যতা ও উপচয়ের অপলাপ ক'রে
সম্পদকে অভিশপ্ত অন্তর্দ্ধানে
আহুতি দিয়ে থাকে। ২৪৯৭।
৮।১০।১৯৫০, সকাল ১০টা

তোমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্ববৈশিষ্ট্যকে
অবজ্ঞা ক'রে
ঔদ্ধত্য-প্রলোভনে
যে-সম্ভাব্যতাকে উপাসনা কর না কেন—
তা' অঙ্গহীন ও বিকৃত-চরিত্র নিয়ে
তোমাতে আবির্ভূত হবে,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে না,
ফলে, তা' গণ-উৎকর্ষী না হ'য়ে
অপকর্ষের লোলুপ আহ্বানে
আত্মনিয়োগ ক'রে চ'লবে,
ব্যর্থ হবে তোমার উপাসনা,
ব্যর্থ হবে গণকল্যাণ তোমার,
কারণ, তোমার বৈশিষ্ট্য
তা'র ধারক ও পোষক হ'তে পারবে না। ২৪৯৮।
৮।১০।১৯৫০, বিকাল ৩-৪৫

তটস্থ হ'য়ে থেকো—
সেবাসৌকর্য্যে
বোধি-তৎপরতা নিয়ে,
কী ব্যাপারে কী ক'রতে হবে—
তোমার গতিবেগের সাথে-সাথেই
যেন সমাধানী সিদ্ধান্তে
উপনীত হয় তা'
ক্ষিপ্র-সম্বেগে,
এখনই এতে অভ্যস্ত হ'তে সুরু ক'রে দাও,
নয়তো, তোমার শ্লথকর্ম্মা শ্লথবোধি
তীক্ষ্ণ যতই হো'ক—
অকেজো হ'য়ে
অকৃতিরই সম্বর্দ্ধনা ক'রে চ'লবে ;
মনে যেন থাকে,
তোমার সমস্ত গতি, বোধি ও কর্ম্মনিপুণতা
সব সময়ই যেন
ইষ্টানুগ অভিগমনে চলে
ঐ অমনতর ক্ষিপ্র-সম্বেগে,
তাচ্ছিল্য ক'রো না—
তৎপর হও। ২৪৯৯।
৮।১০।১৯৫০, রাত্রি ৭-৪৫

পারগতা সত্ত্বেও ব'সে থাক, খাও,
ধর্ম্মচিন্তার বাহানা নিয়ে দিন কাটাও,
অথচ তটস্থ ক্ষিপ্রকর্ম্মী হ'য়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর না—
তা'র মানেই হচ্ছে—

ফাঁকিবাজীর হাতে তুমি ধরা প'ড়েছ,
নিজে তো গোল্লায়ের পথে চ'লছই,
আরো এমন আদর্শকেই খাড়া ক'র্‌ছ
যে, তোমাকে দেখে
শক্ত যা'রা
তা'রাও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে পরিপালন ক'রবে না,
কথায় ধর্ম্মের বাহানা গাইতে থাকবে,—
আর, এমনি ক'রে
তোমার পরিবেশও
গোল্লায়ের পথে চ'লতে রইবে ;
তাই বলি—সাধু !
তুমি ধর্ম্মপথিক হও
আর তপস্থবিরই রও—
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর,
প্রতিপালিত হবে তুমি,
তোমার পরিবেশও রক্ষা পাবে তা'তে। ২৫০০ ।
৮।১০।১৯৫০, রাত্র ৮-৫

ব্যভিচারী স্ত্রী যেমন
দেবোপম স্বামীকেও তাচ্ছিল্য ক'রে
অযথা নিন্দাবাদে দোষারোপ ক'রে
আত্মপক্ষ সমর্থন-করতঃ
ঈপ্সিত পুরুষের অনুগতি বাঞ্ছা করে—
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ স্বার্থগৃধ্নুরাও তেমনি
নিজের প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকে আড়ালে রেখে

উপরচটকা সাধু ভাঁওতায়
লোকের চিত্ত আকর্ষণ ক'রে
ঈপ্সিত প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার অভিগমনে
সৎ যা', আদর্শ যা',
ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী ইষ্ট যা'
তা'কে নিন্দায় কুৎসায় অবদলিত ক'রে থাকে ;
তা'রা অজ্ঞবুদ্ধি অপকৰ্ম্মে
আত্মবিসর্জ্জন তো করেই—
আর, ঐ সর্ব্বনাশের সহায়ক ক'রতে
পরিবেশকেও বিভ্রান্ত ক'রে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন ক'রে তোলে,
সাবধান থেকো। ২৫০১।
৮।১০।১৯৫০, রাত্র ৮-৩৫

তোমার ভাব যদি
ব্যবহারে ব্যক্ত হ'য়ে না উঠল—
কৰ্ম্মে মূর্ত্তি পরিগ্রহ না ক'রল—
তবে তা' জীবনহীন জল্পনা মাত্র। ২৫০২।
৯।১০।১৯৫০, রাত্র ৭টা

বিধিকে অবজ্ঞা ক'রতে পার,
নীতিকে তাচ্ছিল্য ক'রতে পার,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ ক'রতে পার,
কিন্তু বিহিত যা' তা' না ক'রলে—
প্রকৃতির শাসন যেখানে যেমন প্রয়োজন

তেমনতরভাবেই চ'লবে,
রেহাই দেবে না তোমাকে। ২৫০৩।
৯।১০।১৯৫০, রাত্রি ৭-১৫

ত্রস্ত সন্ধিৎসু চক্ষু,
ক্ষিপ্র ব্যুৎপত্তি,
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-যুক্ত শুশ্রূষা,
অবস্থা ও ব্যাপারের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনায়
সময়মত বিহিত করণীয় যা' তা' করা,
চিত্তবিনোদী বাক্ ও ব্যবহার,
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, বিহিত ব্যবস্থিতি
ও দক্ষ বিনিয়োগ,
নিরাকরণী ও প্রতিষেধী পরিচর্য্যা
ইত্যাদি—
সেবা-সৌকর্য্যে—
তা' যা'রই হোক বা যে-ব্যাপারেই হোক—
অন্বিত-সঙ্গতিসম্পন্ন পটুতায়
যা'র যেমন দক্ষ,—
সেবাও সন্দীপ্তির সহিত
সার্থকতায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে সেখানে। ২৫০৪।
৯।১০।১৯৫০, রাত্রি ৮-২০

গণ যেখানে এককেন্দ্রিক-অনুরাসসম্পন্ন নয়,
কৃষ্টি যেখানে অবদলিত,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
পারস্পরিকভাবে সংরক্ষী ও সম্পোষণী নয়কো,
দ্বন্দ্ব, মতানৈক্য ও প্রেরণা-পণ্ডকারী প্রবৃত্তি

যেখানে স্বতঃ ও সলীল,
প্রীতি যেখানে পরাক্রমী নয়কো,
যা'রা প্রাদেশিকতায় প্রমত্ত
ও পারস্পরিকভাবে ঈর্ষ্যান্বিত,
বিদ্যা যেখানে যোগ্যতাকে আহরণ করে না—
সত্তা-পূরয়মাণ নয়—স্বার্থবিজৃম্ভী
—প্রবঞ্চনাপরিভৃত,
স্ত্রীগণ যা'দের একনিষ্ঠ সেবাসন্দীপ্ত
ধর্ম্মাচরণবিমুখ
ও জীবনীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
বিলাসী বিলোল প্রয়োজনে আগ্রহশীল,
যে-দেশে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে জনগণ
এমনতরই মূঢ় ঔদ্ধত্য-গুরুগৌরবী উন্নতিপ্রয়াসী,—
অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়,
দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, অনটন
ডাইনী চক্ষু নিয়ে
সেখানে যে সবারই আনাচে-কানাচে
হানা দিয়ে বেড়িয়ে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে
জ্বালাময়ী জঞ্জালে বিধ্বস্তি বিকিয়ে চলে—
নিরাকরণ-সম্বোধি ও প্রস্তুতিকে
উপহাসে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে
—তা' কিন্তু নিঃসন্দেহের ;
রেহাই চাও তো এখনও সাবধান হও,
ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাক—
সর্ব্ববিষয়ে নিরাকরণে নজর রেখে। ২৫০৫।

১০।১০।১৯৫০, সকাল ৮-৫৫

যে স্ত্রীগণ প্রতিলোম-সম্মিলন-উপাসিকা
তা'রা স্বতঃই অশ্রেয়চর্য্যী,
আর, ঐ চর্য্যা
অশ্রেয়কে অবলম্বন ক'রে
যতই কেন্দ্রায়িত
ও সুন্দর-সম্বেগ-সম্পন্ন হো'ক না কেন
তা' ব্যভিচারসঙ্কুল,
তা' পরিধ্বংসেরই আমন্ত্রক—
গণসম্বর্দ্ধন-বিধ্বংসী। ২৫০৬।
১০।১০।১৯৫০, সকাল ১০টা

মানুষ ইষ্ট বা গুরুজনের কাছ থেকে
যা' পায়—
তা' সত্তাপোষণেই লাগাতে হয়,
তা' ছাড়া, দান-ধ্যান-যাগ-যজ্ঞ
যা'ই করুক না কেন
তা' নিজের উপায় থেকেই করা উচিত। ২৫০৭।
১০।১০।১৯৫০, রাত্র ৯টা

বিহিত পরিচর্য্যায়
ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্যপালী সৎনিয়ন্ত্রণে
জন্মকে জীবনীয় ক'রে তোল—
জৈবী-ভিত্তির অটুট গঠনে—
তুষ্টি-দীপনায়,—
শোক-সন্তাপ হ'তে রেহাই পাবে অনেক,
স্বাস্থ্যবিধির সহজ সুনিয়ন্ত্রণে

আড়ম্বর-আতিশয্যকে এড়িয়ে
সদাচারসম্পন্ন হ'য়ে
শরীর ও মনকে জীবন-পোষণী ক'রে রাখ—
রোগ-বালাই দূরে থাকবে অনেকই,
ইষ্টানুগ সেবাসৌকর্য্যে
পরিস্থিতিকে যথাসম্ভব সর্ব্বতোভাবে
সংহত ও উন্নত ক'রে তোল—
কেন্দ্রায়িত ক'রে ইষ্টায়নী এক-সার্থকতায়
অন্তরাসী ক'রে সবাইকে
বিক্ষেপ, বিদ্রোহ ও কুসংক্রমণকে এড়িয়ে,—
সহজ জীবনের অধিকারী হবে,
অভিদীপ্ত হবে তোমাতে সবাই,
আনন্দ-দীপনায় জীবনকে
উপভোগ ক'রবে তুমিও। ২৫০৮।
১২।১০।১৯৫০, সকাল ১১-৪৫

মতলব এঁটে নাও বেশ ক'রে
যেমন চাও সেইমতন—
যেন তা' সৎ হয় ও সুকেন্দ্রিক হয়,
তদ্ভাবান্বিত হ'য়ে
তোমার কথাবার্ত্তা, চালচলনকে
তদনুকুলে নিয়ন্ত্রণ কর
ও কুশলকর্ম্মা হও,
যদি সামলাতে না পার নিজেকে—
যা' ঐ মতলবকে বিপর্য্যস্ত করে—
এমনতর সঙ্গ, সহবাস ও প্ররোচনা হ'তে
নিজেকে সরিয়ে রাখ,

—এই হ'চ্ছে ছোট্ট তুক,
জীবনপ্রবর্ত্তনার টোটকা কেরামতি। ২৫০৯।
১২।১০।১৯৫০, সকাল ১১-৫৫

তোমার প্রথম কর্ম্মই হ'চ্ছে—
যা'তে তুমি বেঁচে থাকতে পার
তোমার পরিবার-পরিবেশ সহ
সুহালে—
সুকেন্দ্রিক সংহতি নিয়ে—
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
তা'তে প্রস্তুত থাকা,
দ্বিতীয় হ'চ্ছে, এৎফাঁক ক'রে
এমনতর পোষণ সংগ্রহ করা
যে-পোষণে পরিবার-পরিবেশ সহ
তোমার সত্তা সহজে পরিপোষিত হয়,
তৃতীয় হ'চ্ছে, অনুশীলনে
প্রতিপ্রত্যেকের যোগ্যতাকে
উপচয়ী ক'রে বাড়িয়ে তোলা—
আর, সেটা যেন সহজ হ'য়ে ওঠে
সবারই জীবনে,
সঙ্গে-সঙ্গে, যা' তোমার অস্তিত্বকে
ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে—
এমনতর যা'-কিছু নিরোধের
পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে
প্রস্তুত থাকা,
তারপরেই হ'চ্ছে, ভোগোপকরণ-সংগ্রহ—
সত্তাকে সহজ ও সলীল রেখে

ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্ট হয়
ও নন্দিত জীবন যাপন ক'রতে পার
এমনতর যা'-কিছুকে সংগ্রহ করা,
নজর রাখতে হবে—
তোমার পরিবার ও পরিবেশ
ভোগবিহ্বল না হ'য়ে ওঠে,
মোটামুটি এইতো করণীয়
—তা' ব্যষ্টিজীবনে, পরিবারজীবনে,
সাম্প্রদায়িক জীবনে,
সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে। ২৫১০।
১২।১০।১৯৫০, দুপুর ১২টা

জীবনের স্বতঃ-উৎসারিণী
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা
যতই ক'মে আসতে থাকে—
আনন্দকে অবসন্ন ক'রে
অবসাদও এগিয়ে আসতে থাকে ততই,
ক্রমপদক্ষেপে
বার্দ্ধক্যও আবির্ভূত হ'তে থাকে,
জীবনদীপও নিভু-নিভু হ'য়ে চলে ;
যেমন ক'রেই পার, সুকেন্দ্রিকতার সহিত
আনন্দ-উৎসারণাকে বৃদ্ধিপর ক'রে রেখো,
বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া
আয়ু কমই অবসন্ন হ'তে থাকবে—
তা' ব্যষ্টিজীবনেও যেমন
সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেও তেমনি। ২৫১১।
১৩।১০।১৯৫০, সকাল ৮-৪৫

তোমার আশা যেন
দিশেহারা ক'রে না তোলে,
তা'র আলোকে যেন কৃতকর্ম্মা হ'য়ে চ'লতে পার,
দিশেহারা আশা
বিয়োগবিধুরই ক'রে তোলে প্রায়শঃ। ২৫১২।
১৩।১০।১৯৫০, সকাল ৮-৫০

জীবনীয় সম্ভাব্যতা যেখানেই দেখবে—
আঁকড়ে ধ'রো তা'কে,
সহযোগী হ'য়ে সহায়ক ক'রে তুলো সবাইকে,
সাহায্য ক'রো প্রাণপণে—
সঙ্গতি ও সামর্থ্য-মতন
পোষণ ও পূরণ-প্রবর্ত্তনাকে সঙ্গে নিয়ে
সম্বর্দ্ধনার পথে,—
যা'তে তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পার,
নইলে, বজ্রায়ী পরাক্রম ব্যাহত হবে তোমার। ২৫১৩।
১৩।১০।১৯৫০, সকাল ৯-১০

এই দৃশ্যমান যা'
তা'র অন্তস্তলেই অমৃত লুকিয়ে আছে—
আরো তা'কে অতিক্রম ক'রেও,
তোমার বিজ্ঞদৃষ্টিকে
সম্বিৎসাপূর্ণ ক'রে খুঁজে দেখ,
পার তো, তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে
বিহিত নিয়োগে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে ফেল,
অবলুপ্ত ক'রে তোল—
তা' যেমন ক'রেই পার,

অন্তরীক্ষের জীবন-আশীর্ব্বাদ
অবিরল হ'য়ে উঠুক তোমাদিগেতে—
যা'তে গুরুগৌরবে ব'লতে পার—
'আমরা অমৃতের সন্তান
জীবন আমাদের অমৃতবাহী'। ২৫১৪।
১৩।১০।১৯৫০, সকাল ৯-৩০

দীক্ষা লও অর্থাৎ নিয়ম গ্রহণ কর,
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপনায়
তোমার যা'-কিছু
অন্বিত সামঞ্জস্যে আন—
পূরয়মাণ আচার্য্য বা ইষ্টে
কেন্দ্রায়িত ক'রে সক্রিয় অনুসরণে,
আর, ঐ কেন্দ্রায়িত প্রাজ্ঞ অভিনন্দন
বিবর্ত্তিত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে,—
এই-ই হ'চ্ছে দীক্ষার তাৎপর্য্য। ২৫১৫।
১৩।১০।১৯৫০, সকাল ১১-৩০

তোমার পক্ষে শ্রেয় বা প্রবীণ যিনি বা যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রণাম নিতে যেও না—
তা' বংশে, বর্ণে, বিদ্যায়, কুলমর্য্যাদায়
যে-দিক দিয়েই হোক না কেন,
তোমার আভিজাত্য যেন
কা'রও কোন বৈশিষ্ট্যকে
অবজ্ঞা না করে

উচ্ছল করা ছাড়া ;
ঐ জাতীয় প্রণাম-গ্রহণ
তোমার অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে তুলবে,
তুমি বিহিত ব্যবহারে
তা'দিগকে সংচেতন ক'রে তুলতে পারবে না—
এতে তোমার চেতনাও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
আর, শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত, আগ্রহমণ্ডিত,
সহৃদয়ী প্রীতি হ'তেও
ক্রমশঃই বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে ;
তোমার সহবাস ও সহচর্য্যা
মানুষের মর্য্যাদাকেই যেন
দীপ্ত ক'রে তোলে,
কর্ম্মঠ ক'রে তোলে—
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রে
জলুস বিকিরণ ক'রে,—
তোমার সার্থকতা কিন্তু সেইখানে ;
যে যে-বর্ণ, বংশ, বিদ্যা
বা কুলমর্য্যাদা-সম্পন্ন হোক না কেন—
তদনুপাতিক মর্য্যাদায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো তা'দিগকে,
সবারই সশ্রদ্ধ শ্রেয়-কেন্দ্র
হ'য়ে উঠবে তুমি। ২৫১৬।
১৪।১০।১৯৫০, বিকাল ৬-১০

প্রীতি তখনই পরিচিত হয়—
তোয়াজের ব্যত্যয় ঘটে যখন। ২৫১৭।
১৪।১০।১৯৫০, রাত্রি ৯টা

ভাবই বাক্য ও ভঙ্গীর নিয়ামক—
যদি তা'তে কাপট্য না থাকে। ২৫১৮।
১৭।১০।১৯৫০, রাত্রি ৮-৩০

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
কেন্দ্রায়িত অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
গুণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
যা'তে যেমন সমাবেশ লাভ করে—
তাঁ'র সান্নিধ্যও লাভ করে সে তেমনি। ২৫১৯।
১৮।১০।১৯৫০, সকাল ৭-৫

দেবার বেলায়, সহ্যে, ধৈর্য্যে,
অধ্যবসায়ে, সেবায়
যা'রা বলে—
'আমি এখনও অতখানি হ'তে পারিনি,'—
তা'রাই অন্যের কাছ থেকে
অতখানি দাবী করে প্রায়শঃ,
—ওটা হ'চ্ছে স্বার্থগৃধ্নুতার উদাত্ত সুর। ২৫২০।
১৯।১০।১৯৫০, সকাল ৮-১৫

স্বার্থভ্রংশ হ'লেই
অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক না হ'লেই
বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়ে ওঠে,
কর্ম্মেরও ব্যত্যয় ঘটে,
অভাব-অনটনও এগিয়ে আসে তেমনি। ২৫২১।
১৯।১০।১৯৫০, সকাল ১০টা

দুনিয়ায় যা'-কিছু ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
তত্ত্বেরই অভিব্যক্তি,
যেমন ক'রে যা' দিয়ে
যে-বৈশিষ্ট্য নিয়ে তা' হ'য়েছে
তা'ই তা'র তত্ত্ব বা তাহাত্ম,
সেই তত্ত্ব যা'তে জীবন্ত, প্রজ্ঞাচেতন—
তিনি হ'চ্ছেন তত্ত্বপুরুষ, বেত্তা বা আচার্য্য ;
যদি জানতেই চাও—
আয়ত্ত ক'রতেই চাও—
ঐ তত্ত্বজ্ঞ যিনি
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ—
সশ্রদ্ধ সানুকম্পী সক্রিয় সেবানুকম্পায়
অনুসরণ কর তাঁ'কে,
বিহিত পরিচর্য্যায়
তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
তোমাতেও ঐ তত্ত্ব
চেতন-অভিদীপ্তিতে
সমন্বয়ে সামঞ্জস্যে প্রকট হ'য়ে উঠবে—
পূরয়মাণ প্রবৃদ্ধি নিয়ে। ২৫২২।
১৯।১০।১৯৫০, রাত্রি ৭-৩০

বিকৃত তত্ত্ব
বিকৃতিকেই প্রকট ক'রে থাকে। ২৫২৩।
১৯।১০।১৯৫০, রাত্রি ৭-৩৫

জৈবী-সংস্থিতির সংহতি যত কম—
মরণাভিনিবেশও তত সহজ। ২৫২৪।
২০।১০।১৯৫০, সকাল ৬-৫০

যা' কোন-দিক দিয়েই
উপচয়ী হ'য়ে ফিরে আসে না—
বিহিত তৃপ্তি-পরিবেষণে,
—এমনতর খরচই বাজে-খরচ। ২৫২৫।
২১।১০।১৯৫০, বেলা ১২-১৫

শোষক স্বার্থগৃধ্নুতা
সুষ্ঠু-সম্বেগের সঙ্কোচনে
চাহিদার সাহসকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে,
আবার, ঐ সম্বেগ যা'দের অল্প—
হৃদয়ও তা'দের স্বল্প,
তা'দের নিষ্ঠাও কম, যোগ্যতাও জঘন্য। ২৫২৬।
২১।১০।১৯৫০, বিকাল ৫টা

যা'রা আপ্তসুখী—
নিজের বুঝ নিয়েই ব্যস্ত
অথচ পরার্থ-বুঝে অন্ধ—
অন্যের স্বার্থ হ'তে জানে না—
অন্যকে নিজের স্বার্থোপকরণ ক'রতে চায়—
দুঃখ ও লাঞ্ছনা বিক্ষেপ-ব্যভিচারে
তা'দের পিছু নিতে কসুর করে না,
জীবন তা'দের ক্লেদপঙ্কিল, ভারাক্রান্ত হ'য়ে
চ'লতে থাকে ;
স্বার্থই যদি চাও—
পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ
ইষ্টানুগ চর্য্যায়,—
বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে চ'লতে পারবে অনেক। ২৫২৭।
২২।১০।১৯৫০, সকাল ১১-৪৫

৺বিজয়ার আশীর্ব্বাণী

এই বারদশহরায়

আমার সারাজীবনের ঐকান্তিক প্রার্থনা

পরমপিতার চরণে—

তোমরা সুখে, সুযোগ্যতার সহিত

পরিবার-পরিবেশ নিয়ে সুদীর্ঘজীবন লাভ কর ;

জীবনের জেল্লাই হ'চ্ছে যোগ্যতা—

যা' মানুষকে বিবর্দ্ধনে বিস্তৃত ক'রে তোলে

তা'র সব ব্যক্তিত্বটাকে নিয়ে,

তাই, আমাদের প্রতিপ্রত্যেককে

সুযোগ্যতায় সুবিস্তার লাভ ক'রতে হবে,

আমাদের উদ্দেশ্যে, চাহিদায়

শীঘ্র পৌঁছিতে হবে—

প্রস্তুতির পরাক্রমী প্রদীপ্তি নিয়ে,

আমাদের প্রত্যেকের পরিবারকে

সংহত ক'রে তুলতে হবে—

এক-আদর্শে, একপ্রাণতায়,

পরিবেশকে সুসংহত ক'রে তুলতে হবে

সেই এক-আদর্শে—

একপ্রাণতার নিবিড় আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে

সানুকম্পী সহযোগিতায়,

পরস্পার পরস্পরকে

সমুন্নত ক'রে তুলতে হবে

জীবনে, যোগ্যতার জলুসে, অভ্যুদয়ী সম্বর্দ্ধনায়—

বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে

সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে ;

আমরা যেন প্রতিপ্রত্যেকে

প্রতিপ্রত্যেকের সর্ব্ববিধ উন্নতির দায়িত্ব নিয়ে
বাস্তব সক্রিয়তায় সবাইকে
উন্নতির মহান অভিযানে
উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলি—
সক্রিয় চলন-অভিদীপ্তিতে,
আমাদের সমস্ত হৃদয় যেন
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ তপস্যায়
অচ্যুত হ'য়ে
সব যা'-কিছুর সমন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
কেবল যিনি
তাঁ'র চরণে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে,
আমাদের সমুন্নত যোগ্যতার
সেবাসন্দীপ্ত কর্ম্ম-অনুচর্য্যী শৌর্য্য-সম্পদের অর্ঘ্য নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে যেন ব'লতে পারি—
'অমৃতনিষ্যন্দী আমরা,
অমৃতের পুত্র আমরা,
অমৃতের সহজ পরিবেষক আমরা';
আবার বলি—
তোমরা তাঁ'তেই কর্ম্মপ্রাণ সুকেন্দ্রিক হ'য়ে থাক,
সর্ব্ব কর্ম্মকে সার্থক ক'রে তোল তাঁ'তে,
সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
যোগ্যতার পূজা-অর্ঘ্য
পরিবার-পরিবেশ সহ বেঁচে থাক,
বৃদ্ধিতৎপর হ'য়ে চল—
এই আমার একান্ত প্রার্থনা
সেই একান্তেরই চরণপ্রান্তে। ২৫২৮।

২৩।১০।১৯৫০, সকাল ৭-৫০

যাতে বা যে-বিষয়ে
তুমি সশ্রদ্ধ সানুকম্পী সন্ধিৎসু নও—
সেই সম্বন্ধে তোমার সমালোচনা
সমন্বয়ী সর্ব্বদর্শী হ'য়ে উঠবে না,
কোন-কিছুকে বিশেষ ক'রে দেখতে গিয়ে
তা'র সহানুবর্ত্তী বৈশিষ্ট্য
যা' ঐ বিশেষত্বকে বিশেষ ক'রে তুলেছে
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে তা'কে সার্থক ক'রে তুলে
পরিস্ফুটই ক'রতে পারবে না—
কেন-না, তোমার দর্শন দিক্‌হারা,
ভুজহারা, প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী,
যা' হয়তো আত্ম ও গণ-কল্যাণে উপাদেয়
তোমার দর্শন তা'কে একদম
অকেজোই ক'রে তুলতে পারে—
ফলে, প্রবঞ্চনারই সৃষ্টি ক'রে থাকে
ঐ সমালোচনা প্রায়শঃ ;
তাই, সমালোচকই যদি হ'তে চাও—
সানুকম্পী সশ্রদ্ধ সন্ধিৎসা নিয়ে
তৎস্থ হ'য়ে
সমন্বয়ী তাৎপর্য্যে
সামঞ্জস্যে সার্থক ক'রে তুলো তা'কে,
নয়তো, ঐ সমালোচনা
বিভ্রান্তি ও ব্যতিক্রমেরই আমন্ত্রক হবে। ২৫২৯।
২৩।১০।১৯৫০, বেলা ১২টা

ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় বা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
অন্তরাসী হ'য়ে

বাস্তবে কে কত নিজের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
অবজ্ঞা ক'রে চ'লে
উপচয়ী উদ্বর্ত্তনে ইষ্টপরিপোষণী কর্ম্মে
আত্মনিয়োগ ক'রেছে,—
আবার, ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা বা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে
ক্রীড়নক ক'রে নিয়ে
কে কেমনতরভাবে কতখানি
আত্মস্বার্থের উপচয়-সন্ধিৎসু,—
এই হ'চ্ছে গোড়ার পরখ—
সে কতখানি ইষ্টার্থসেবী
বা আত্মস্বার্থসন্ধিৎসু,
আদর্শে কতখানি কেন্দ্রায়িত
বা স্বার্থপরিসেবায় আত্মকেন্দ্রিক ;
তাই, উদ্বর্দ্ধনী পদক্ষেপেই যদি চ'লতে চাও—
ইষ্টার্থপরিসেবী হ'য়ে
আত্মস্বার্থসন্ধিক্ষুতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে
নিরাশী ও নির্ম্মম হ'য়ে
গণহিতী কর্ম্ম-আহবে যোগদান কর,
স্বার্থপ্রত্যাশায় আত্মবিনাশ ঘটিয়ে
নিজের সার্থক সম্বর্দ্ধনাকে জলাঞ্জলি দিও না,
ইষ্টার্থকে ঠকাতে গিয়ে
নিজের কাছে নিজে ঠগী সেজো না,
নিজেকে ভাঙ্গিয়ে ইষ্টার্থ পরিপূরণ কর,
ইষ্টকে ভাঙ্গিয়ে
আত্মস্বার্থ-পরিপোষণ ক'রতে যেও না। ২৫৩০ ।

২৩।১০।১৯৫০, রাত্রি ৮-৩০

তোমাকে কেউ যদি কিছু দিতে চায়
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত শ্রদ্ধাবনত অন্তরে—
আর, যদি দেখ
তুমি গ্রহণ না ক'রলে
সে অন্তঃকরণে আঘাত পায়,—
তা'কে ব'লো—
'এই দেওয়ায় তোমার যদি কোন কষ্ট না হয়,
অসুবিধায় না পড়,
তোমার সহজ জীবন-যাপনকে বজায় রেখে
যদি দিতে পার
তবে দাও,'
স্নেহ-অনুকম্পার সহিত
এমনতর ব'লে তা' গ্রহণ ক'রো—
যদি তা' তোমার পক্ষে ইষ্টানুগ সত্তাসঙ্গত হয়,
আরো ব'লো, 'যদি দিতে ইচ্ছাই হয়
অমনি ক'রেই দিও';
প্রীতি-উপহার তোমাকেও
প্রীতি-সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
প্রিয়-সেবা তা'কেও উৎফুল্ল ক'রে তুলবে,
শ্রদ্ধানুশীলন
সম্বর্দ্ধনার দিকে নিয়ে যাবে। ২৫৩১।
২৪।১০।১৯৫০, সকাল ৯টা

যে বা যা'রা তোমার দরদী নয়কো,
তোমাতে অনুকম্পী নয়কো,
সক্রিয় শুভচর্য্যায়
তোমাকে স্বস্থ করার স্বার্থে আগ্রহ-অভিদীপ্ত নয়কো,—

তোমার দরদের কথা, আত্মীয়-আলিঙ্গন
লাঞ্ছনাই লাভ ক'রবে তা'দের কাছে,
বেদনা-বিদগ্ধ যে নয়—
বেদনার কথা তা'র কাছে
রূপকথাই হ'য়ে উঠে থাকে ;
তোমার দরদ, বেদনার আর্ত্তনিবেদন
প্রিয় ব'লে যদি কেউ থাকে
তা'কেই নিবেদন ক'রো,
উদগ্র আলিঙ্গনে তা'কেই জড়িয়ে ধ'রো,
তা'র তৃপ্তিদীপনা হয়তো
স্বস্থ ক'রে তুলতে পারে তোমাকে। ২৫৩২।
২৪।১০।১৯৫০, সকাল ১১-৩৫

কাউকে শাস্তি দিতে
বিবেচনা ক'রে দেখো—
তুমি যদি কোনপ্রকার অন্যায়
কখনও ক'রে থাক—
তা'র জন্যে তোমার কেমনতর কী শাস্তির
ব্যবস্থা করা উচিত ছিল,
আর, তা'তে তুমি প্রীতই বা হ'তে কেমনতর—
অন্যের বেলায়ও তদ্রূপই কিন্তু। ২৫৩৩।
২৪।১০।১৯৫০, দুপুর ১২-৩০

ধর্ম্মকেই হোক বা কোন সত্যকেই হোক
কোন আজগবী রূপ দিয়ে আঁকতে যেও না,
সম্ভাব্যতার সহজ কৈফিয়ত যেন থাকে
তা'র প্রত্যেকটি পদক্ষেপে,

তা' না হ'লে, লোক-অন্তর
তা'কে অনুসরণ ক'রে
সার্থক হ'তে পারবে না,
আর, দর্শনও অন্ধ হ'য়ে
কিম্ভূতকিমাকার ধাঁধা নিয়ে
হাতড়ানিকে অবলম্বন ক'রে
ব্যতিক্রমের পথেই চ'লতে থাকবে,
ফলে, বিবর্ত্তনের সম্ভাব্যতাও
দিশেহারা, উল্টো, বিক্ষিপ্ত পন্থাকেই অনুসরণ ক'রবে ;
যা'তে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়
তা'কে জঞ্জালাকীর্ণ ক'রো না। ২৫৩৪ ।
২৪।১০।১৯৫০, রাত্রি ১০টা

ঈশ্বর, সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের
সুসম্বর্দ্ধনী সঙ্গতির পরিপোষক ক'রে
তৎসূত্রসার্থকতায়
যে-নীতিরই প্রবর্ত্তনা কর না কেন—
তা' সাত্ত্বিকই হ'য়ে উঠবে। ২৫৩৫ ।
২৫।১০।১৯৫০, সকাল ১১-৫০

এমন কিছু ক'রো না
যা'তে কৈফিয়ত দিতে হয়,
আর, যদি দিতেই হয়
চাইবার আগেই দিও তা'—
তৃপ্তিপ্রদ, সুখসম্বর্দ্ধনী ক'রে
বা অনুগ্রহকে স্বতঃ-উৎসারণী ক'রে। ২৫৩৬ ।
২৫।১০।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

শিক্ষা মানেই শ্রদ্ধান্বিত নিষ্ঠায় শোনা
এবং কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
চরিত্র ও যোগ্যতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোলা ও জানা—
অন্বিত সমঞ্জসা সার্থকতায়। ২৫৩৭।
২৫।১০।১৯৫০, বিকাল ৩-৪৫

প্রত্যাশা রাখ যেখানে—
ভেবে দেখ
মুখ্যতঃ তা'তে তুমি কতখানি অন্তরাসী
ও পোষণপ্রদ অনুচর্য্যী—
তা'তে পাওয়া কতখানি
স্বতঃ হ'য়ে উঠতে পারে ;
পাওয়াটা যদি স্বতঃ-উৎসারী না হয়
প্রত্যাশায় তুমি মর্দ্দিত হ'য়েই চ'লবে। ২৫৩৮।
২৫।১০।১৯৫০, বিকাল ৫-২০

বিজ্ঞ যা'রা যেমন—
স্নায়ুও তা'দের তেমনি সাড়াপ্রবণ, সহজ-নমনীয়,
সেবানুচর্য্যায়ও তা'দের তেমনি
বোধিদীপ্ত দরদীর প্রয়োজন হয়,
নয়তো, বিক্ষোভ ও বিড়ম্বনারই
সৃষ্টি হয় তা'তে। ২৫৩৯।
২৫।১০।১৯৫০, বিকাল ৫-২৬

টোপ ফেললে যে-মাছের ক্ষুধা আছে
সেই মাছই টোপ গেলে,

ক্ষুধা না থাকলে
ঠোকায়ে-ঠোকায়ে চ'লে যায়,
বড়শী গিললে টেনে উপরে তোলা যায়,
না-গিললে তোলে কি-ক'রে ?
মানুষের তেমনি ড্যাঙ্গার ক্ষুধা
অর্থাৎ, মুক্তি বা ঈশ্বরের ক্ষুধা থাকলে
সদ্‌গুরু পেলেই তাঁ'কে গ্রহণ করে,
আবার, ঐ ক্ষুধা থাকলেই
আচার্য্য বা সদ্‌গুরুকে দেখেই চিনতে পারে—
মাতাল যেমন আবগারী চেনে। ২৫৪০।
২৫।১০।১৯৫০, রাত্র ৯·৩০

কোন কাজ নিষ্পন্ন ক'রতে গিয়ে
সমিতি-সংগঠনের ধান্ধাতেই
নিজেকে ব্যয়িত ক'রে ফেলো না,
বরং, চলার পথে সহযোগী বা সমতপা
সংগ্রহ ক'রে চল
সমান উদ্যমে—সক্রিয়তায়—
ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়
সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধ থেকে
উপচয়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে,
নিয়মকানুন, চলন-ফেরন
প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন নিষ্পাদনের
প্রতিটি অঙ্গকেই মূর্ত্ত ক'রে তোলে,—
বিহিত পরিচর্য্যায়, দীপন-আগ্রহে,
—এমন ক'রে কাজ হাসিল ক'রে ফেল ;

তা'কে সংরক্ষণ ক'রতে
দূরদৃষ্টির সহিত উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে
উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলতে
যেমন-ক'রে যা' ক'রতে হয় ক'রো,
ব্যয়ের বহরে মানুষকে বিহ্বল ক'রে তুলো না ;
প্রবৃত্তি-চাহিদার মনোরঞ্জন
কর্ম্ম-নষ্টেরই রাহাজানি উপায়,
প্রলোভনের খোরাক জুটিয়ে
উদ্দেশ্যকে মূর্ত্ত ক'রতে যাওয়া
মানুষের কর্ম্মতৎপরতাকেই
খঞ্জ ক'রে রাখা—
"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" ;
তোমাদের কৃতিত্বই যেন
প্রাপ্তিকে স্বতঃ ক'রে তোলে,
আর, সেই পাওয়াই হ'চ্ছে—
যোগ্যতার জীবন্ত অবদান ;
'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'র
বরাদ্দ যেখানে যত—
কর্ম্মনিকেশী আড়ম্বরও সেখানে তত,
বুঝে চল। ২৫৪১।
২৫।১০।১৯৫০, রাত্র ৯-৫

সম্ভাব্যতা সবারই আছে—
কিন্তু তা' বৈশিষ্ট্য ও সত্তাসংস্থিতি-মাফিক,
আর, অনুকূল পরিবেশেই তা'র উদ্‌গতি। ২৫৪২।
২৬।১০।১৯৫০, সকাল ১১-৩০

যে-পাওয়া তোমার যোগ্যতাকে
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে না—
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলে না,—
তা' যতই স্বার্থ-পরিপূরক হোক না তোমার—
তা' তোমার নিজস্বের কিছুই নয়,
দারিদ্র্যের অপনোদক নয়,
সত্তা ও ব্যক্তিত্ব-সম্বর্দ্ধক নয়কো,
বরং তা'র পরিপন্থী ;
যোগ্য হও—
যোগ্যতার অবদান উপভোগ কর,
মানুষকে যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোল,
যোগ্য-জীবনে যোগ্য-সম্বর্দ্ধনা
নন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ২৫৪৩।
২৬।১০।১৯৫০, রাত্রি ৮-৫০

যদি কেউ অজ্ঞতা-বশতঃ
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে,—
প্রতিকূল পথ অবলম্বন করে
তা'কে ত্যাগ ক'রো না—
ফিরিয়ে এনো,
মনে যেন থাকে, তা'র সত্তা
তোমারই কৃষ্টির উদ্‌ভূতি,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় সে যা'ই করুক না কেন—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনী শাসনে
তা'কে সম্বুদ্ধ ক'রে

পরিমার্জ্জিত ক'রে
বিহিত ব্যবস্থায় তা'র আসনে
সমাসীনই রেখো—
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির অভিদীপ্তিতে,
সে যেন ব্যতিক্রমের পথে চ'লতে না পারে,
বিপর্য্যয় তা'কে বিধ্বস্ত না করে,—
দৃঢ়-কঠোর অনুচর্য্যায়
প্রস্তুতির সহিত
দীর্ঘ নজরে নজর রেখে,
তা'র অধিকারে সে যেন বঞ্চিত না হয়,
তোমার সমাজ-অঙ্কে কা'রও অধিকার
অতিক্রান্ত না হয়,
আবার, অসৎনিরোধী শাসনও যেন
সঙ্কুচিত না থাকে। ২৫৪৪।
২৮।১০।১৯৫০, দুপুর ১২-৩৫

বিধিকে অবজ্ঞা ক'রতে পার—
কিন্তু ব্যতিক্রম যা' আহরণ ক'রবে
তা' বরদাস্ত করা
দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে। ২৫৪৫।
২৮।১০।১৯৫০, রাত্র ৮টা

পূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্যে সুনিবদ্ধ হ'য়ে থাক—
অচ্যুত উপচয়ী সেবা সক্রিয়তায়,
তপঃপ্রাণ হ'য়ে,

তোমার নিয়ন্তা বা নেতা যেন তিনিই হন
একমাত্র,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় সম্মোহিত হ'য়ে
ব্যতিক্রমী পথ অবলম্বন ক'রতে যেও না—
অনুরোধপ্রসূত অনিচ্ছ সম্মতিতেও,
তঁৎস্বার্থেই সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমার প্রত্যেকটি কর্ম্মফল,
আত্মস্বার্থের লেশও যেন না থাকে তা'তে,
তাঁ'তে অর্পিত হ'য়ে তা' যেন
তাঁ'কেই অভিনন্দিত ক'রে তোলে,
জীবনের এই চলনই তোমাকে কেন্দ্রায়িত ক'রে
বোধিদীপ্ত ক'রে তুলবে—
বাক্-এ, ব্যবহারে ও কর্ম্মে,
সম্বর্দ্ধনা তোমার গ্রন্থিমুক্ত হ'য়ে
ভূমায় উদ্গতি লাভ ক'রতে থাকবে,
তুমি দক্ষ হবে,
মুক্ত হবে,
বুদ্ধ হবে,
সম্পদ অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তোমাকে
বোধিচেতন প্রজ্ঞায়,
ধৃতি তোমাকে সমাধি-আরূঢ় ক'রে তুলবে,
তোমার চেতন-সমুত্থান
চেতন-আলোকে
জগৎকে চৈতন্য-অনুপ্রেরণায়
সব-কিছুর সার্থকতায়
সচ্চিদানন্দে সংস্থ ক'রে তুলবে। ২৫৪৬।

২৮।১০।১৯৫০, রাত্র ১০-২৫

স্বার্থই যদি চাও—
নিজের ক্ষুদ্র-স্বার্থকে জলাঞ্জলি দাও,
ইষ্টার্থ—লোকহিতী যা'
অন্তরাসী হ'য়ে চল তা'তেই—
শ্রদ্ধায় সম্বুদ্ধ ক'রে গণহৃদয়,
চল, চ'লতে-চ'লতে দেখবে—
না চাইতেই তোমার আত্মস্বার্থ
আপূরিত হ'য়ে চ'লেছে। ২৫৪৭।

৩০।১০।১৯৫০, বেলা ১২টা

মনে কর,
দুটো করবী গাছ
এক জায়গায়ই পাশাপাশি আছে,
একটার ফুল হয় সাদা,
অন্যটার ফুল হয় লাল,
সাদা ও লাল ফুল চিরদিনই হ'য়ে আসছে—
তা'র আর বদল নাইকো,
আবার, ওদের বীচি হ'তে যে গাছ হয়
তা'দের ফুলও সাদা ও লাল,
এই সাদা ও লাল ফুল হ'চ্ছে কেন?
—তা'দের অন্তর্নিহিত জৈব-সংস্থিতির
বিশেষ বিন্যাসই ঐরকম—
একরকম বিশেষত্বের ফুল সাদা
অন্যরকম বিশেষত্বের ফুল লাল—
যদিও ঐ গাছের যা'-কিছু
বাহ্যতঃ দেখতে একই রকম প্রায়;
ঐ সাদা ফুল হয় যা' থেকে

তা'র বৈশিষ্ট্যই ঐ-রকম,
আর, লালেরও তা'ই,
ওকে বলে বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য,
আর, ঐ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
সম্ভাব্যতাও তা'র অফুরন্ত হ'তে পারে;
আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে যদি দাও—
তা'রা ঐ সাদা ও লাল ফুল
বা সাদা বা লাল বৈশিষ্ট্য
উৎপাদন ক'রতে আর পারবে না;
তা'রা ক্রমশঃ হীনতর হ'তে-হ'তে
নিঃশেষও হ'য়ে যেতে পারে—
আবার, বেড়েও যদি ওঠে তা' বিপর্য্যয়েই—
ঐ-বৈশিষ্ট্য আর রইবে না;

ঐটেই তা'দের স্বধর্ম্ম,
এই স্বধর্ম্মে দাঁড়িয়ে
সম্ভাব্যতায় যত অগ্রসর হবে—
অর্জ্জনও ক'রতে পারবে তা',

তা' তা'দের সত্তাকেই
ক্রমবিবর্ত্তনে অধিরূঢ় ক'রে তুলবে—
নয়তো, নষ্ট হ'য়ে যাবে,
এই স্বধর্ম্মে বা স্ববৈশিষ্ট্যে
নিধন হওয়া ভাল,
তা'কে ত্যাগ ক'রে যা' আয়ত্ত ক'রতে যাবে
তা' ভয়ালই হ'য়ে উঠবে তা'দের কাছে,
যে-সম্মিলনে তা'দের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তাই-ই তা'দের সত্তাপোষণী, শ্রেয়,

আর, ন্যূনতা জন্মে বা হীনতা জন্মে যা'তে
তা'ই পাপ বা সন্তাপনোদক ;
সম্ভাব্যতার আরাধনা কর—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে,
তা'কে ত্যাগ ক'রে নয়কো,
সফলকাম হবে। ২৫৪৮।
৩০।১০।১৯৫০, রাত্রি ৭-৩৫

ইষ্টার্থ-কর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটায় যা'—
তা'ই কিন্তু পাতিত্যের। ২৫৪৯।
৩১।১০।১৯।৫০, বিকাল ৫-১৫

কোন লেনদেন, আদান-প্রদান
বা বাক্-ব্যবহারে
স্বতঃপ্রণোদিত বা অনুরুদ্ধ হ'য়েও-যে
প্রতিশ্রুতি দিয়ে
তা'র খেলাপ ক'রেছে বা ক'রে থাকে—
তা'র সাথে ঐ জাতীয় ব্যবহারে
সতর্ক হ'য়ো
ও গোড়াকে কায়েম ক'রে
যা' ক'রতে হয় ক'রো,
নয়তো, ঠ'কবার সম্ভাবনা অনেক ;
যে একবার প্রতিশ্রুতি খেলাপ করে
বিনা-বিপর্য্যয়ে—
বাস্তব ব্যতিক্রম ছাড়াও—
তা'র ধাঁজই ঐ—
ধ'রে নেওয়া যেতে পারে,

সে বারংবারই খেলাপ ক'রতে পারে,
আর, তা'তে তুমিও বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠতে পার ;
সদ্ব্যবহার নিয়ে
বিহিত কায়দায় কায়েমী রকমে
যা' ক'রবার হয় ক'রো—
যা'তে কোনরকম ব্যত্যয়ের ফুরসুতই না থাকে। ২৫৫০।
৩১।১০।১৯৫০, রাত্র ৯-৪৫

প্রকৃতির স্বকীয় প্রবৃত্তিই হ'চ্ছে
উৎকর্ষী যা'-কিছুকে
স্ববৈশিষ্ট্যে আত্মীকৃত ক'রে
নিজেকে পোষণ ও পুষ্টিতে
প্রবর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
অমর জীবন, অমর জলুস
বা ঋদ্ধি-জলুস সংগ্রহ ক'রে,
এরই ব্যত্যয় যেখানে—
বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তিত্বও সেখানে আত্মনিমজ্জিত ;
পরশ্রী-অভিভূত হ'য়ে
যদি কেউ
নিজের কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বকে
অবজ্ঞায় বিক্রয় করে—
নিজের দাঁড়ায় তা'কে গ্রহণ ক'রে
স্ববৈশিষ্ট্যকে উন্নীত ক'রে না-তুলে
অন্য-কিছুতে আত্মনিমজ্জন করে,
ব্যক্তিত্বহীন লুব্ধ তা'রা,
আত্মপ্রবঞ্চক তা'রা,
অস্বাভাবিক আভিজাত্য-উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিত্ব তা'দের ;

নিজেই নিজেকে যা'রা প্রতারিত করে—
তা'রা নিজেই নিজের বিশ্বাসঘাতক,
নিজের সর্ব্বনাশ তো তা'রা করেই—
অন্যেরও সর্ব্বনাশা বিষনিঃশ্বাস তা'রা ;
তাই, শ্রেয়তে শ্রদ্ধাবান হও—
নিজের কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উপযোগিতায়,
নিজেকে উন্নীত ক'রে তোল স্বীয় মর্য্যাদায়,
আত্মোন্নয়নের এই হ'চ্ছে সুষ্ঠু পন্থা,
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ২৫৫১।
১।১১।১৯৫০, সকাল ৯টা

পূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শে
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাক,
তোমাদের আদর্শ এক হোক
মন্ত্র এক হোক—
মনোবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত এক হ'য়ে
পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে
সক্রিয়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে ওঠ সবাই,
জীবনীয় যজ্ঞে যেখানে যা' করণীয়
দায়িত্ব নিয়ে
ইষ্টানুসরণী পদক্ষেপে
জড়তা ত্যাগ ক'রে
সক্রিয়ভাবে
বিহিত যা' তা'ই কর—
অন্যের মুখাপেক্ষী হ'য়ে
যত না থাকতে হয়
তেমনতরই ব্যবস্থিতি ও প্রস্তুতি নিয়ে,

সম্ভাব্যতা মাফিক,
তোমাদের শ্রম ও জীবন-চর্য্যা
পারস্পরিকতায়
সম্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
যেন উৎকর্ষ অভিমুখী হ'য়ে চলে—
পারতপক্ষে শাসন-সংস্থার
মুখাপেক্ষী হ'তে যেও না,
তোমাদের পরিবার, আবাসস্থল,
গ্রাম বা দেশ যেন
নির্ব্যাধি পরিচ্ছন্ন সৌষ্ঠব-সমৃদ্ধিতে চ'লতে থাকে—
একটা ঐক্যতানিক সদাচারী সংহতি নিয়ে,
পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির অনুক্রমিক পরিবেষণ
যেন তোমাদিগকে
জীবন ও সম্বর্দ্ধন-আতিশয্যে
মুখর ও সক্রিয় ক'রে রাখে—
প্রতিপ্রত্যেকের সত্তায় অনুস্যূত থেকে—
বাক্যে-ব্যবহারে-সেবায়,
শ্রমনিয়ন্ত্রণ. আত্মত্যাগ
স্বাস্থ্য ও সম্পদকে
সুপ্রতিষ্ঠায় সমুন্নত রেখেই যেন চ'লতে থাকে ;
নিজে হাস,
সবার মুখে হাসি ফোটাও,
দরদী অনুকম্পায়
দরদ-সংঘাতে আহত যে
তা'কে স্বস্থ ও সক্রিয় ক'রে তোল,
ভূমা
সুভঙ্গিম ঠামে

উৎকর্ষের সম্বেগ-দীপনায়
তোমাদিগকে পরিচালিত করুক,
স্বস্তি পাও,
শান্তি পাও,
স্বধা তোমাদিগকে বোধিদীপ্ত ক'রে
ফুল্ল ক'রে রাখুক,—
তোমাদের সানুকম্পী সত্তার কাছে
এই আমার আকুল আবেদন। ২৫৫২।
২।১১।১৯৫০, বেলা ১১-১৫

পূরয়মাণ, সত্তাপোষণী, বৈশিষ্ট্যপালী পুরাতন যা'
তা'র নবীন সংক্রমণ হোক
নবীন তাৎপর্য্যে—
বৈশিষ্ট্যের নব-অভিগমনে—
আরোতরে,
পুরাতনকে খতম ক'রতে যেও না,—
তোমার সংক্রমণও
খতমের ক্ষয়িষ্ণু আহ্বানে
প্ররোচিত হ'য়ে চ'লবে—
আত্মঘাতী ঔদার্য্যে
অনাস্থিতে বিহ্বল হ'য়ে। ২৫৫৩।
২।১১।১৯৫০, বিকাল ৪-৪০

তুমি তোমার শিক্ষককে
সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যায়
তোমার প্রতি মনোযোগী ক'রে তোল—
যেন তিনি তোমাকে বুঝতে পারেন—

কোথায় কোন্ ত্রুটি বা বিচ্যুতি
তোমাকে অগ্রসর হ'তে দিচ্ছে না
বা কী কায়দায়ই বা তুমি অগ্রসর হ'তে পার ;
আর, তুমি তাঁ'র অনুবর্ত্তী হও—
সৎ ও শুভ যা' তা'রই অনুবর্ত্তনে,
অন্তরাসী হ'য়ে মনোনিবেশ কর—
তাঁ'র ভাবা, ভাষা, ভঙ্গীগুলিকে
উপলব্ধি ক'রতে চেষ্টা কর—
যেন সে-উপলব্ধি
তোমার ভিতর এমনতর বুঝ এনে দেয়
যে-বুঝ সহজ ও পরিষ্কারভাবে
বোধিকে জাগ্রত ক'রে তোলে,
আর, অনুশীলনে অভ্যস্ত হও তা'তে
যেন তোমার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়েই
নিজের ভাব, ভাষা, কায়দায়
তা'কে পুনরায় অভিব্যক্ত ক'রতে পার ;
নিজে শেখ, অন্যকেও শেখাও—
এই শেখা ও শেখানর ভিতর-দিয়েই
ওগুলি তোমার অধিগত হ'য়ে উঠবে,
শিক্ষা লাভ করার এইটিই হ'চ্ছে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী সুষ্ঠু পন্থা,
চ'লে দেখ এমনতরভাবে—
তুমি ব্যর্থ হবে কমই। ২৫৫৪।
৬।১১।১৯৫০, রাত্রি ৯-১৫

ব্রাহ্মী-আত্মিকতা কোন্ অনুনয়নে
কেমন-ক'রে

কী বৈশিষ্ট্য-পরিগ্রহে
কেমন গুণ ও প্রকৃতিতে উপনীত হ'য়ে
রূপায়িত হ'য়েছে—
তা'কে উপলব্ধি না-ক'রে যে-ব্রহ্মজ্ঞান
তা'কে ব্রহ্মভ্রান্তি বলা যেতে পারে,
ব্রহ্মানুভূতি কিন্তু তা' নয়কো। ২৫৫৫।
৭।১১।১৯৫০, সকাল ৬-৫০

সত্যকে জয়যুক্ত কর,
হিংসাকে নিরোধ কর,
অহিংসাকে প্রতিষ্ঠা কর,
নির্ব্বৈরী হও। ২৫৫৬।
৭।১১।১৯৫০, রাত্র ৬-৫০

বিহিত পরিণয় মানুষের কামবিক্ষোভকে
সংযমের দিকে নিয়ে যায়—
পবিত্র সুকেন্দ্রিকতায় আকৃষ্ট ক'রে তুলতে থাকে,
শ্রদ্ধাদীপন সেবানুচর্য্যায়
উভয়েই উভয়কেই পোষণ-প্রবৃদ্ধ ক'রে তোলে;
তা' না হ'লে, কামবিক্ষোভ
কামপ্রবৃত্তিকে বিচ্ছিন্ন অনুচারী ক'রে
সার্থকতার ব্যভিচারে মানুষকে ছন্ন ক'রে তোলে,
ছন্ন কর্ম্ম বা দার্শনিকতার অভিযান নিয়ে
তা'রা কামুক সমস্যারই ইন্ধন সৃষ্টি ক'রে চলে,
ফলে, ঐ সংক্রমণে জন ও জাতির
ছন্নছাড়া বিক্ষুব্ধ বিকেন্দ্রিকতায়

আত্মঘাতী আত্মনিমজ্জনের
পথই প্রশস্ত হ'য়ে ওঠে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে চলাই
তা'দের পক্ষে বিপর্য্যয়ী অলীক স্বপ্ন ;
তাই, যা'রা সৎনিষ্ঠ, সক্ষম—
পরিণীত হওয়াই তা'দের পক্ষে শ্রেয় ও প্রেয়—
স্বাভাবিক আর্য্যনীতি,
সত্যতপা পরিণয়
মানুষকে
সৎসম্বৃদ্ধই ক'রে তোলে ;
যা'রা সক্ষম তা'দের পক্ষে বিবাহই শ্রেয়,
আর, অক্ষম যা'রা, অথচ প্রবৃত্তিবিক্ষোভী—
উপবাস ও সংযত আহারই
তা'দের পক্ষে সংযমক সত্তানুগ আচরণ ;
ইষ্টানুগ হ'য়ে ঈশ্বরে তৎপর হ'য়ে ওঠ—
কামসন্ধিৎসাকে অবনত কর,
বিহিতভাবে
তোমার পক্ষে যেমন শ্রেয় ও বৈশিষ্ট্যপোষণী
এমনতর স্ত্রী গ্রহণ কর,
সে তোমার সহধর্ম্মিণী হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী পাতিব্রত্যই
তা'র জীবনের সুষ্ঠু সঞ্চলন হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়ের আবির্ভাব হোক,
আর, সে ভরদুনিয়াকে
শ্রেয়তে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক। ২৫৫৭।
৭।১১।১৯৫০, রাত্র ৭-১৫

তোমার ইষ্ট যিনি—
যিনি তোমার-জীবন-নিয়ামক—
শ্রেয় যিনি তোমার—
তাঁ'র অনুসরণ, সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যা
ও তৎকর্ম্মপরায়ণতাকে
প্রবুদ্ধ অনুপ্রেরণার সহিত যদি
তোমার সারাটি জীবন দিয়ে
মুখ্য ক'রে না নাও,—
তা'কেই প্রথম ও প্রধান করণীয় ব'লে যদি
স্বতঃ-স্বীকার না আসে তোমার জীবনে,—
উৎকর্ষ-অভিগমন বা উন্নীত সম্পদ্
তোমার জীবনে কিছুতেই সহজ হ'য়ে আসবে না,
তুমি পাবে না,
বিভ্রান্ত ছন্নতায় নষ্ট ও কষ্টের
পথিক হওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না তোমার,
বিদ্রূপ ক'রবে প্রতিটি পদক্ষেপ,
আর, ঐ বিদ্রূপই তোমার জীবনকে বহন করবে,
আশার ধিক্কার তোমাকে
বিদ্রূপ ক'রেই চ'লতে থাকবে ;

তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
শ্রেয়ানুচর্য্যাকে জীবনে মুখ্য ক'রে তোল,
তাঁ'কে অনুসরণ কর,
তৎকর্ম্মপরায়ণ হও—
দায়িত্বে সক্রিয় হ'য়ে,
সিদ্ধি

বৃদ্ধির উপঢৌকনে
তোমাকে মহিমামণ্ডিত ক'রে তুলবে। ২৫৫৮ ।
৭।১১।১৯৫০, রাত্র ৯-১০

তোমার সত্তাপোষণে যা' লাগে—
বজায় থাকতে, জীবন-ধারণ ক'রতে যা' লাগে—
বাঁচতে-বাড়তে তোমার যা' প্রয়োজন—
তা'র অধিক যা'ই তুমি গ্রহণ কর না কেন—
তা'ই-ই তোমার পক্ষে সত্তাশোষক,
কারণ, তোমার বজায়ী-শক্তির
তা'কে ক্ষেপণ্ ক'রতে
যে অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়—
তা' ঐ শক্তিরই অপচয়ী ব্যয় ;
তাই, বাঁচতে, বাড়তে, বজায় থাকতে
বিহিতভাবে যা'-কিছুর প্রয়োজন
তা'ই-ই গ্রহণ ক'রো,
তা' না'-করলে
ব্যাধি ও বিড়ম্বনারই আবাহক হ'য়ে ওঠে তা' ;
অযথা জীবনী-শক্তিকে ক্ষয় ক'রতে যেও না—
দীর্ঘজীবী হবার এও একটা সুষ্ঠু পন্থা। ২৫৫৯ ।
৭।১১।১৯৫০, রাত্র ১০-২০

ষট্ নীতি

১। ইষ্টনিষ্ঠ থেকো—অচ্যুতভাবে
ইষ্টতপা হ'য়ে—
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতির সশ্রদ্ধ অনুষ্ঠানে ;

২। ইষ্টার্থী গণকল্যাণই যেন
তোমার জীবনের অভিযান হয়,
ইষ্টস্বার্থই যেন তোমার নিজের স্বার্থ হ'য়ে
অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত থাকে ;

৩। শ্রদ্ধার্হ চলনে চ'লো—
বাক্য, ব্যবহার ও চালচলনে
কুশলকৌশলী ধী নিয়ে—
সবারই অন্তঃকরণের অধিনায়ক
যা'তে হ'তে পার
এমনতরভাবে মানুষের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ ক'রে—
শ্রদ্ধান্বিত অন্তরাসী ক'রে সবাইকে ;

৪। ভয় ক'রো না, চঞ্চল-বিহ্বল হ'য়ো না,
তাই ব'লে, নির্ব্বোধের মতনও চ'লো না,
স্বাবলম্বী আত্মনির্ভরশীল হও,
চাতুর্য্য তোমার
সমস্ত বাধা, বিপত্তি ও বিপাককে
হেলায় নিরোধ ও অতিক্রম ক'রে চলে—
এমনতর সন্ধিক্ষু ব্যুৎপত্তি নিয়ে চ'লো—
কুশলকর্ম্মা হ'য়ে,
চতুর কর্ম্মকুশল
বোধিবিজ্ঞ প্রভাবস্তম্ভদিগকে
তোমাতে সংহত ক'রে তুলতে ভুলো না,

৫। মনে ক'রো, শাতন অদূর হ'তেই
তোমাকে লক্ষ্য ক'রছে,
তোমার চতুর চলন যেন
নিয়তই এগিয়ে যায়—
কুশলকৌশলে তা'কে প্রতিহত ক'রে,

যেখানে যে-অবস্থায় যা' করায়
সহজ ও শুভপ্রসূ হয়—
তা'ই ক'রো—
অশুভনিরোধী প্রস্তুতি নিয়ে,
প্রবৃত্তি বা রিপুতে ফেঁসে যেও না,
ওগুলিকে সত্তাপোষণী ক'রে ব্যবহার ক'রো ;
৬। দ্রোহ সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
তোমার সমস্ত কায়দাই যেন
দ্রোহকে হতভম্ব ক'রে তোলে—
নিঃশেষ ক'রে ;
এই ষট্ নীতিকে পরিহার ক'রো না কখনই—
তোমার সম্বৃদ্ধ জীবনে
সবাই জীয়ন্ত হ'য়ে
সম্বৃদ্ধির পথে চ'লবে। ২৫৬০।
৮।১১।১৯৫০, সকাল ১০-৪০

তোমার অনুরাগকে
এমনই আগ্রহশীল ক'রে তোল—
সক্রিয় দক্ষ দায়িত্বে—
সে যেন তোমাকে
ঈশ্বরের দিকে এগিয়েই নিয়ে চলে অচ্যুতভাবে—
অলস প্রার্থনাশীল না-ক'রে ;
চাহনদার না হ'য়ে তামিলদার হও-বরং। ২৫৬১।
৮।১১।১৯৫০, সন্ধ্যা-৬৩০

যে-সত্তা
নিজেতেই অনুস্যূত প্রকৃতি-সংশ্রবে

নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নানা-ছন্দে
গুচ্ছীকৃত বর্ণানুগ আভিজাত্য নিয়ে
উৎক্রমণী নিরন্তরতায় নিয়ত চলৎশীল—
নানা-রূপে রূপায়িত হ'য়ে—
বিবর্ত্তনী সক্রিয়তায়
চেতন-অভিদীপ্তিতে—
তিনিই ব্রহ্ম—;
সৎ-অসতের অতীত
অব্যয়ী-প্রজ্ঞা তিনিই ;
তদ্বেত্তা যিনি তাঁ'রই শরণ লও—
তৎস্থ হ'য়ে
বিশিষ্ট তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি ক'রে
বোধ-উদ্গতি-সম্বেগে
সেই সাত্ত্বিক উপাদান-সামান্যে অধিগমন ক'রে
মহাচেতন-উত্থানে
অমৃতত্ব উপভোগ কর। ২৫৬২।
৯।১১।১৯৫০, সকাল ৯-১৫

ব্যভিচারদুষ্টা রমণী যেমন
অলীক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি ক'রে
ভ্রামক চলন ও যুক্তি-জলুসের ইন্দ্রজাল রচনায়
স্বামী ও স্বামিকুলের নিন্দা-পরিবেষণে
নিজের স্বৈরিণী-বৃত্তির সমর্থন-লাভে তৎপর হয়—
মানুষের বিবেককে ব্যাহত ক'রে,

তেমনি মানুষ নিজের প্রবৃত্তি-পোষকতায়
ভ্রান্ত যুক্তিজালের কুহক সৃষ্টি ক'রে
আত্মসমর্থনে
প্রেরিত বা ঈশ্বরকে নিন্দা বা অপবাদ দিয়ে থাকে—
প্রকৃতির দোহাই দিয়ে,
আত্মসংশোধনে নিরত না-হ'য়ে
বিরতই থাকে তা'রা,
কিন্তু বিচক্ষণ বিধি যা' করবার তা'ই করেন। ২৫৬৩।
১০।১১।১৯৫০, বেলা ১১-১০

ভেদ বা বিভাগ
প্রকৃতির সর্ব্বত্রই
স্বতঃই বিরাজমান হ'য়েও
সত্তার সত্ত্ব যেমন একই—
তেমনি ব্যষ্টিতে-ব্যষ্টিতে ভেদ থাকলেও
পূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শে ভেদ রাখতে যেও না,
আবার, আদর্শকে ভাগ ক'রে
রাষ্ট্রকেও বিভক্ত ক'রে ফেলো না—
তা'তে দ্রোহ কিন্তু দুর্দ্দান্ত চলনেই চ'লতে থাকবে;
যেই হোক, যা'ই হোক, যেমনই হোক—
আদর্শ বা ইষ্টানতি
প্রতিটি ব্যষ্টিরই
তা'র আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়েও
যেন এককেন্দ্রিকতায় চলে,—
তা'তে পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতা
স্বতঃ হ'য়েই চ'লতে থাকবে—

বিভেদের বিক্রমকে বিদীর্ণ ক'রেও,
সংহতির এই হ'চ্ছে তাক ও তুক। ২৫৬৪।
১১।১১।১৯৫০, সকাল ১০টা

আভিজাত্য মানেই হচ্ছে—
নিজের পিতৃপুরুষের বৈশিষ্ট্য, গুণ ও গরিমাকে
সত্তাসঙ্গত অর্জ্জনে বৃদ্ধিপর ক'রে
উদ্‌গতির পরিক্রমায়
চলৎশীল ক'রে চলা—
বৈশিষ্ট্যপ্রবুদ্ধ সত্তার বিবর্ত্তন-পদবিক্ষেপে,
আর,জাত্যভিমান হ'চ্ছে—
সত্তাসঙ্গত বৈশিষ্ট্য ও গুণগরিমার অর্জ্জন-পটুত্বে
সুনিষ্ঠ না-হ'য়েও
বৈশিষ্ট্য, জাতি বা ব্যক্তিত্বের ওজনের চাপান গেয়ে
অন্যকে ছোট ক'রে দেখা;
তাই, জাত্যভিমানের দোহাই না-দিয়ে
আভিজাত্যের অর্জ্জনমুখর তপে
নিজেকে সম্বৃদ্ধ ক'রে চল—
তোমার সত্তাও
সম্বৃদ্ধি-সম্পদে আদৃত হ'য়ে চ'লবে,
অন্যেও তা'তে সম্বর্দ্ধনা লাভ ক'রবে,
স্বস্তি 'স্বাগতম্' ব'লে
অভ্যর্থনা জানাবে তোমাকে। ২৫৬৫।
১১।১১।১৯৫০, সকাল ১০-২৩

লাখ যোগবিভূতি দেখ না কেন—
অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপনায়

তোমার সত্তায় ঈশ্বর-জলুস উদ্ভিন্ন হ'য়ে
স্বভাবের স্বতঃ-উৎসারণে—
বাক্, চরিত্র ও চলনের ভিতর-দিয়ে
যতক্ষণ ফুটন্ত হ'য়ে না উঠছে—
ততক্ষণ তা' তোমার নিজস্বের কিছুই নয়কো—
উদ্ধৃতি হবে না তোমার। ২৫৬৬।
১১।১১।১৯৫০, সকাল ১০-৫০

আবেগময়ী ভাবাভিভূতি
অনেক বিভূতি দেখাতে পারে তোমাকে—
ওটা কিন্তু ভাবালুতা—
আলেয়ার আলো—
নিজস্বের কিছু নয়কো;
ঈশ্বরে যতই তুমি স্বতঃ হ'য়ে উঠবে—
তোমার অনুভূতি দর্শন-পরিক্রমায়
প্রজ্ঞা আহরণ ক'রেই চ'লবে—
বাস্তব বিভূতিতে,
তোমার সমস্ত বাক্য-চলন-চরিত্র নিয়ে
তখন তুমি হবে স্বাভাবিক মানুষ। ২৫৬৭।
১১।১১।১৯৫০, বেলা ১০-৫৫

প্রকৃতিতে ভর দিয়ে
বীজ তা'র তাৎপর্য্যানুপাতিক উদ্‌গত হ'য়ে
অধিগমনের পথে চলে—
নানা-ভঙ্গীতে উন্নীত হ'তে-হ'তে
ক্রমান্বয়িতায়,

আভিজাত্য নিহিত থাকে ওখানেই,
আর, ক্রমবিবর্ত্তনও তা'ই। ২৫৬৮।
১১।১১।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫

ইষ্টানুচর্য্যায়
স্থচকিত ক্ষিপ্রতা নিয়ে
ত্বরিত সিদ্ধান্তে
নিরাপত্তা, বিপত্তি-নিয়ন্ত্রণ ও নিরাকরণ,
সেবাসৌকর্য্য, স্থষ্ঠু-অনুবর্ত্তন
ও নিদেশ-পালনে নিরত থেকো,—
তবেই যোগ্যতা তোমার
বিহিত ব্যুৎপত্তি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ প্রজ্ঞায়
চলন্ত হ'য়ে থাকবে,
নয়তো, অন্তরাসশূন্য অলস ঈপ্সা
উন্নতির অবদান গ্রহণ ক'রতেই পারবে না। ২৫৬৯।
১১।১১।১৯৫০, রাত্র ৭-৩

মানুষের বৈশিষ্ট্যকে যদি
অবজ্ঞায় অপদস্থ ক'রে তোল—
বড়াইয়ের ঔদ্ধত্য-ব্যবহারে
নিজের আত্মগরিমার বেকুব প্রতিষ্ঠায়,—
তোমার বৈশিষ্ট্যকে তুমিই তখন পদাঘাত ক'রলে,
আভিজাত্যকে অপমান ক'রলে,
গৌরবের বিনিময়ে
আত্মমর্য্যাদার বিক্ষোভ ঘটালে,
অন্ধতমের সঙ্কীর্ণ গহ্বর

তুমিই নির্দ্ধারণ ক'রলে তোমার জন্য,
ইতর সম্বর্দ্ধনা মজুত রাখলে তখনই,
প্রতিক্রিয়া
অজ্ঞাতসারে তোমার জন্য
অমনতরই বিশেষত্বকে
নির্ব্বাচন ক'রে রাখল,
তাই, যদি সময় থাকে
এখনও সাবধান হও। ২৫৭০।
১১।১১।১৯৫০, রাত্র ৮-৪৫

যা' ক'রবে তা' ব'লতে যেও না
বিশেষতঃ সরাসরিভাবে,
বিশ্বস্ত সহযোগীদের কাছে ব'লতে হ'লে
ততটুকু ব'লবে—তেমনি ক'রেই—
তোমার নিরাপত্তা ও অগ্রগতির জন্য
যেমন যতটুকু প্রয়োজন,
তোমার কর্ম্ম কৃতিত্ব নিয়ে
জয় ঘোষণা করুক তোমার—
কৃতিত্বই সাদর সম্ভাষণ করুক তোমাকে,
লোক-অন্তর প্রশংসার অভিবাদনে
তোমার উদ্দেশ্যকে ভাষায় মুখর ক'রে তুলুক ;
যে-নীতিই হোক—
বিশেষতঃ কূটনীতির ক্ষেত্রে
এই অনুস্মৃতি নিয়েই চ'লবে—
যা'তে তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে
এমনতরই প্রগতির ভিতর-দিয়ে। ২৫৭১।
১২।১১।১৯৫০, সকাল ৯-৩৫

ব্যভিচারদুষ্ট হওয়া তো খারাপই—
প্রতিলোম-ব্যভিচার
আরও জঘন্য ও সর্ব্বনাশের,
কারণ, অনুলোম-ব্যভিচারে মোটামুটিভাবে
সুপ্রজননও হ'তে পারে—
কিন্তু প্রতিলোমে তা' সুদূরপরাহত,
বরং কুৎসিতেরই আগমনী তা'। ২৫৭২।
১২।১১।১৯৫০, বিকাল ৫-৪০

ম'রো না,
ধরাও প'ড়ো না,
বিপাক-বিধ্বস্ত হ'য়ো না,
ইষ্টভৃতি ভুলে যেও না,
—নিজের চলনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে
এমনতরই নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো। ২৫৭২ ক।
১২।১১।১৯৫০, সন্ধ্যা ৫-৫০

ব্যভিচারদুষ্টা, স্বামী ও শ্বশুরকুল-দ্বেষী—
বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে—
এমনতর স্ত্রীদিগকে
শিক্ষা ও সংগঠনমূলক কোন কর্ম্মে
নিয়োজিত ক'রতে যেও না—
যত বড় বিদুষীই হোক না তা'রা;
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারদুষ্ট আবহাওয়া তা'দের
সংহতিতে অপঘাত এনে
সংস্থা ও গণজীবনে

ব্যতিক্রম ও বিক্ষোভের আমন্ত্রক হ'য়ে উঠবে—
সর্ব্বনাশা 'স্বাগতম্'-সম্বর্দ্ধনায়। ২৫৭৩।
১২।১১।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬টা

সত্তা স্বাধীন—
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে
সে স্বাধীনই থাকতে চায়,
যে বা যা'-কিছু
এই থাকার পোষণীয় ও তৃপ্তিপ্রদ—
সেই তা'র প্রিয়,
আর, প্রিয় ব'লে
সেই যা'-কিছুকে সেও
জীইয়ে রেখে প্রীত, পুষ্ট ও তুষ্ট ক'রতে চায়,
আর, এর অন্তরায়গুলিকে
সে পছন্দ করে না—
এড়িয়ে চ'লতে চায় কিংবা নিরস্ত ক'রতে চায়,
যা'-কিছুকে আপ্তীকৃত ক'রে
নিজে সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায়,
এই সম্বর্দ্ধনার আকূতি থেকে
তা'র পরিবেশকেও বিহিত সম্বর্দ্ধনায়
জীয়ন্ত ও পরিপুষ্ট রেখেই চ'লতে চায়,
সত্তা তা'র সত্ত্বকে এমনি ক'রেই
সবার ভিতর বিস্তার ক'রে
বিস্তৃত হ'তে চায়,
এই বিস্তারের সহায়ক যা'-কিছু
তা'ই তা'র প্রীতি-সন্দীপী,
এমনি ক'রেই সমষ্টিসত্তায়

উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলাকেই
সে সার্থকতা মনে করে,
আর, এই সার্থকতাতেই
সব যা'-কিছুকে সার্থক ক'রে তুলতে চায়—
জীবনে—যশে—বৃদ্ধিতে—
অন্তরায়গুলিকে অপনোদন ক'রে;
সত্তার জীবন-অভিযান এমনতরই,
যেখানে তা' নাই—
তা' ব্যতিক্রমেরই ভৎর্সনা মাত্র। ২৫৭৪।
১৩।১১।১৯৫০, বেলা ১০-৫৮

যা' গোপন রাখতে হবে—
উপচয়কে ব্যাহত ক'রে
অনাবশ্যকভাবে তা'কে প্রকাশ ক'রতে যেও না—
সময় ও সুযোগ ছাড়া,
নয়তো, সব ভণ্ডুল হ'য়ে যেতে পারে—
অসময়ে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হ'য়ে
অসহায়ভাবে.
কিন্তু গোপন রেখো না তা'—
তোমার উদ্ধাতা ব'লে যদি কেউ থাকেন
তাঁ'র কাছ থেকে;
আবার, সময়মত যখন যেখানে
যা' প্রকাশ ক'রতে হবে—
তা'কে গোপন রেখো না,
বিহিত রকমে একটা উপচয়ী তাৎপর্য্য নিয়ে

তা' ক'রো—
যা'তে তোমার উদ্দেশ্যে অভিগম
সুগম হ'য়ে ওঠে,
নয়তো, অনেক জঞ্জাল পোহাতে হ'তে পারে ;
হিসাব ক'রে চ'লো—
উপস্থিতবুদ্ধি ও দীর্ঘদৃষ্টির পরিক্রমা নিয়ে
আদর্শ ও উদ্দেশ্যের উপচয়ী পদক্ষেপে। ২৫৭৫।
১৩।১১।১৯৫০, বেলা ১০-৪৫

মেয়েদের অবিহিত বাগ্‌দান বা বিবাহ
নিন্দনীয় ও অসিদ্ধ,
অশ্রেয় পরিণয়ে নিজে তো অপকৃষ্ট হয়ই—
তা'ছাড়া, ব্যতিক্রমী আচরণের ভিতর-দিয়ে
অপকৃষ্ট ও পরিধ্বংসকেই আবাহন করে,
তাই, তা' জাতিগত, সম্প্রদায়গত
সমাজ ও রাষ্ট্রগত পাপ,
ফলে, জাতি হীনত্ব-অভিযানে চ'লতে থাকে—
পাপ ও ব্যভিচারের প্রতিষ্ঠা ক'রতে-করতে ;
প্রীতি শ্রেয়কেই অর্ঘ্য দিয়ে থাকে—
অনুবর্ত্তন ও সেবা-সংরক্ষণে,
স্নেহ ছোটকেই পরিপালন করে—
লালনে-পালনে—
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সম্ভ্রম-উদ্দীপ্ত ক'রে ;
তাই, শ্রেয়তেই আনত হও,
ছোটদিগকে পরিপোষণে উন্নত ক'রে তোল,
আর, তা'ই তোমার বৈশিষ্ট্য। ২৫৭৬।
১৪।১১।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

প্রেম বা প্রীতি যেখানে—
সেখানে অশ্রেয়-অনুরতি নাই,
অসন্ধিৎসা নাই,
অননুবর্ত্তিতা নাই,
অবিহিত, অপচয়ী, অপকর্ষ-প্রবণতা নাই,
সঙ্কীর্ণ স্বার্থগৃধ্নুতা নাই,
যেখানে তা'—
সেখানে শাতনী প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী
সকাম লালসারই কপট অভিনয়। ২৫৭৭।
১৬।১১।১৯৫০, সকাল ৮-১৫

দুনিয়ার উপাদান-সামান্যে
যেই উপনীত হ'লে—
অমনি ব্রহ্মভূত হ'লে,
আর, সৃষ্টির অভিজ্ঞান এল তখনই—
মরকোচ বুঝতে পারলে তা'র। ২৫৭৮।
১৬।১১।১৯৫০, সকাল ৮-৪০

অনুরাগ না হ'লে অনুবর্ত্তন আসে না—
বাধ্যতামূলক অনুবর্ত্তন কষ্টকরই হ'য়ে থাকে
—স্বতঃ ও সুখকর হ'য়ে ওঠে না। ২৫৭৯।
১৬।১১।১৯৫০, বেলা ১১-১০

বিপাককে ব্যাহত ক'রবার প্রস্তুতি
ও প্রতিষেধী ব্যবস্থাকে
অবজ্ঞা ক'রে যতই চ'লবে—
শঙ্কা

সচেতন হ'য়ে
আশপাশেই ঘুরে বেড়াবে কিন্তু। ২৫৮০।
১৬।১১।১৯৫০, বিকাল ৫-১৫

অসৎনিরোধী ও যোগ্যতা-অর্জ্জনী পরাক্রমকে
কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না,
কর তো, জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে। ২৫৮১।
১৬।১১।১৯৫০, বিকাল ৫-১৮

প্রাচীনকে অবহেলা ক'রো না—
তা' বহুপরীক্ষিত,
সব তাৎপর্য্য নিয়ে তা'কে জান,
পার তো, তা'কে উৎকর্ষে উন্নীত ক'রে তোল—
যা'তে আপূরিত হয় তা' আরো,
ঠ'কবে না। ২৫৮২।
১৭।১১।১৯৫০, সন্ধ্যা ৫-৫০

ভাবালুতা বা ভাবকালীতে
ভাবানুপাতিক চরিত্র হয় না,
বাক্ ও ব্যবহারে ভাবানুক্রমিক নিয়ন্ত্রণ
দেখা যায় না—
অনুবর্ত্তন ও নিদেশপালন তো দূরের কথা,
থাকে
হামবড়ায়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য
যা' ক'রতে হয়
তা'রই ফিকিরফন্দী চালচলন,
তাই, তা' বাজে ও নিরর্থক,

অন্তর্নিহিত চিন্তা, কথা ও কর্ম্মে
একটা বেমিছিল প্রকাশ
জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে ;
আর, সত্যিকার ভাবভালবাসায় থাকে
উপচয়ী, দায়িত্বসম্পন্ন, সানুকম্পী সেবানুচর্য্যা
এবং তদনুপাতিক সন্ধিৎসা ও প্রচেষ্টা,
স্বতঃ-সুকেন্দ্রিক আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগ। ২৫৮৩।
১৮।১১।১৯৫০, বিকাল ৫-২০

তুমি যা'তে যেমন অনুরাগ নিয়ে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে—
বাক্যে-ব্যবহারে-কর্ম্মে—
স্বতঃ-উৎসারণায়—
তোমার পরিণতিও হবে তেমনতরই। ২৫৮৪।
১৮।১১।১৯৫০, বিকাল ৫-২৫

তোমার শ্রেয় যিনি
তাঁ'র স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ
সানুকম্পী সেবানুচর্য্যা নিয়ে,
তাঁ'র যা'-কিছু সম্পদ, যা'-কিছু ঐশ্বর্য্যের
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী সৌকর্য্য-সম্পাদনে
দায়িত্বশীল নিষ্পাদন নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি তাঁ'তে,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্য স্বার্থ হ'য়ে উঠুক
তোমার জীবনে—
তাঁ'রই স্বার্থে—
ঐ দায়িত্বপূর্ণ সানুকম্পী সেবানুচর্য্যী চলনে,

তোমার পরমার্থই হ'য়ে উঠুক
তাঁ'রই স্বার্থ—
যে-স্বার্থে স্বার্থান্বিত তিনি। ২৫৮৫।
১৮।১১।১৯৫০, রাত্রি ৭-৪০

শ্রেয় যিনি তোমার—
অন্ততঃ পরম-বান্ধব মনে কর আগে তাঁ'কে,
অনুবর্ত্তী হও তাঁ'র,
নিদেশপালন-তৎপর হও,
বৃত্তিগুলিকে সার্থক অন্বয়ে তদর্থী ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই প্রীতিপদক্ষেপে
তাঁ'কেই তোমার জীবনকেন্দ্র ক'রে তোল,
আর, ঐ কেন্দ্রে তুমি তোমার সারাটি জগৎ নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠ,
প্রতিটি যা'-কিছুতেই
সন্ধিৎসু অনুধাবনে
তাঁ'র স্বার্থ—যা' তাঁ'কে
পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণ ক'রে তোলে—
তা'র উপচয়ী বিজ্ঞ-নিয়ন্ত্রণে
সমঞ্জসা কৃতিত্বে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তেই,
প্রতিটি যা'-কিছুতেই
ফুটে উঠুন তোমার তিনি,
আর, তিনিই হ'য়ে উঠুন
তোমার সব যা'-কিছুরই
সার্থক উপাদানসামান্য,
ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞা বালার্ক-জলুসে

তোমার অন্তর-বাহির আলোকিত ক'রে তুলুক—
বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রে প্রদীপ্ত হ'য়ে। ২৫৮৬।
১৮।১১।১৯৫০, রাত্র ৮টা

যাঁ'র দ্বারা তুমি পরিপুরিত হ'চ্ছ
পরিপালিত হ'চ্ছ
তাঁ'কে বিহিত পরিচর্য্যায় প্রতিপালন কর,
সম্বর্দ্ধনী অনুবর্ত্তনায় চল—
দায়িত্ব নিয়ে
দক্ষতার সহিত
কুশল-কৌশলে,
বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্রে
অনুশীলন কর
যা'তে তোমার জীবনে তিনি সার্থক হ'য়ে ওঠেন—
সৎ-সন্দীপনায় ;
যা'ই কর, যেমনই হও—
যত বিজ্ঞতাই তোমাতে থাক না কেন—
তুমি কৃতার্থ হ'তে পারবে না কিছুতেই—
যদি ঐ মৌলিক নীতিকে অবহেলা কর
—বিপাক, বিধ্বস্তি, অভাব-অনটন
তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ ক'রবে না,
সম্পদের যত মহীরুহই সৃষ্টি কর না কেন—
ধ্ব'সে প'ড়বেই তা',
আর, তা'র চাপে তোমার জীবন
সংশয়াপন্ন হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তির খেল
দোল দিয়ে তোমায়

জাহান্নমেই সমাধিলাভ করাবে—
বুঝে চ'লো। ২৫৮৭।
১৮।১১।১৯৫০, রাত্র ৮-৪০

কোন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে গেলেই
বা অঙ্কিত ক'রতে গেলেই
প্রথমেই ফুটিয়ে তুলতে হবে—
কোন্ দীপন-প্রেরণাকে অবলম্বন ক'রে
ঐ পরিণয়নে তিনি উপস্থিত হ'লেন
বা হ'য়েছেন—
তাঁ'র জীবন-অভিযান কী— !
তা' তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
গণজীবনে কী আলোকপাত ক'রল—!
চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
কেমনতর কী ভঙ্গীতে
তাঁ'র প্রেরণা-প্রস্রবণ
রূপায়িত হ'য়ে
কী প্লাবনে দেশ-কাল-পাত্রকে
তদনুপাতিক বিহিত পরিবেষণে
পোষণপ্রবুদ্ধ ক'রে তুলল—!
ঐ দেশ-কাল-পাত্র তাঁ'র জীবনে জীবনলাভ ক'রল
কেমন ক'রে—!
কী বা কোন্ মহান বেষ্টনী
তা'দের ব্যষ্টিজীবন নিয়ে
পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণে
তাঁ'কে প্রতিফলিত ক'রে
দুনিয়ার ধ্বান্তরাশিকে, দুনিয়ার গ্লানিকে

আলোক-মার্জ্জনায় মার্জ্জিত ক'রে
মুক্তি, শান্তি ও প্রীতির পথ
প্রশস্ত ক'রে দিল!—
আর, যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁ'দের চলন-বলন যা'-কিছু
একসূত্রসঙ্গতির সঙ্গত অভিযানে
নিজেদের সার্থক ক'রে
দুনিয়াকেও সার্থক ক'রে তুলল!—
এই হ'চ্ছে মোক্তা কথা;
এমনতর না ক'রলে সে-জীবনী
জনগণের জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না,
ব্যর্থ হবে তা',
শুধুমাত্র ভাবালুতার রন্ধ্র সৃষ্টি ক'রেই চ'লবে;
তাই, শিল্পী!
সতর্ক চক্ষু নিয়ে
তোমার লিখা বা অঙ্কনকে
সার্থক ক'রে তুলো। ২৫৮৮।
২০।১১।১৯৫০, সকাল ৮-৪৫

শিক্ষার মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে—
শিক্ষকে সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা,
তদনুবর্ত্তন,
উৎকর্ষী অনুসন্ধিৎসু অন্তরাস,
সেবানুচর্য্যী অধ্যবসায়,
বোধোদ্দীপনা,
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রের সুষ্ঠু পরিক্রমা,

আর, বিষয়, ব্যাপার ও বোধের
সত্তানুগ একসূত্রসঙ্গত অনুধ্যায়িতা। ২৫৮৯।
২০।১১।১৯৫০, সকাল ১০-৫

পণপ্রথাকে নিরোধ কর—
উচ্ছল হ'তে দিও না,
নয়তো, মেয়েদের বিবাহ
মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তুলবে,
ব্যতিক্রম পন্থী ক'রে তুলবে,
বিপর্য্যয়ের হাত হ'তে এড়াতে পারবে না,
অল্পের পাপে বহুকেও জর্জ্জরিত হ'তে হবে—
ঐ সংক্রমণে;
অন্ততঃ অনুগ কুলসংস্কৃতি
ও পোষণী-চরিত্র
বিবাহের ঘটক হোক—
তা' সদৃশ সবর্ণের বেলায়ও যেমন,
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুলোমের বেলায়ও
তেমনি,
যা'র ফলে, সুপ্রজনন
দিন-দিনই মাথা তোলা দিতে থাকে;
যৌতুক
স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতিসন্দীপ্ত যা'
তা'ই তোমাদের কাছে গ্রহণীয় হ'য়ে উঠুক,
বাক্, ব্যবহার ও সৌজন্যের ভিতর-দিয়ে
কুটুম্বিতা তোমাদের ভিতরে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠুক,—
আর, সংহতি বেড়ে উঠুক ঐ পথে,
শ্রেয়-অনুরাগ ও প্রীতি-পরিবেষণ

স্বতঃ-সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠুক তোমাদিগেতে,
শ্রেয়তে সুনিষ্ঠ অনুধ্যায়ী চলনে
প্রাপ্তি
তোমাদিগকে সম্পদের অধিকারী ক'রে তুলুক,
শক্তি
পরাক্রমী অভিযানে
যোগ্যতায় জন্মগ্রহণ ক'রে
সার্থক ক'রে তুলুক জন্মভূমি তোমাদের। ২৫৯০।
২০।১১।১৯৫০, বিকাল ৫টা

নির্ব্বোধ, অসমঞ্জস
ও অব্যবস্থিত বাক্ ও চলন-যুক্ত,
বিকেন্দ্রিক, অলস বা বিশৃঙ্খলকর্ম্মা,
ভাবালু, সঙ্গতিহারা নানা-ভেকধারী—
এমনতর মানুষের মুখে
ঈশ্বরীয় কথা শুনে
বা তা'দিগকে প্রাজ্ঞ মনে ক'রে
মূঢ় অনেকে
তা'দিগকে মহান বিবেচনায়
অনুসরণ ক'রে থাকে,
ফলে, তা'রা
অলৌকিকতার মোহে নিরূপিত
ভাগ্যের দোহাই দিয়ে
অসমঞ্জস, বিচ্ছিন্ন ব্যুৎপত্তি নিয়ে
নষ্টপন্থী ভাবুকতায়
আত্মবিক্রয় ক'রে থাকে,
আবার, তা'দের ঐ অনুপ্রেরণা

পরিবেশের ভিতরও
অনাসৃষ্টির আমদানী ক'রে থাকে,
এমনি ক'রেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দর্শন
ব্যতিক্রমী বিজ্ঞতা
গ্লানিবিজড়িত জীবন
দুনিয়ায় সংক্রামিত হ'য়ে চ'লতে থাকে ;
এ-সব আবর্জ্জনার সৃষ্টিই হয়—
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি—
জীয়ন্ত পুরুষোত্তম যিনি—
তাঁ'কে স্বীকার না করায়,
তাঁ'তে অনুরাসী না হওয়ায়,
বিচ্ছিন্ন-ব্যাহৃতিসম্পন্ন
মূঢ় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে কেন্দ্র ক'রে
নানা গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে চলা,—
ব্যতিক্রমকে অনুক্রম ধ'রে
সেইগুলিকে কৃষ্টি মনে ক'রে
তেমনতর আচরণে চ'লতে থাকা, ইত্যাদিতে ;
তাই, সাবধান !
পূর্ব্বপূরয়মাণ যিনি—
যাঁ'র প্রজ্ঞা বৈশিষ্ট্যপালী একসূত্রসঙ্গত—
বাক্, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
আদর্শ যেখানে জীবন লাভ ক'রে স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে
এমনতর বেত্তা যিনি, প্রাজ্ঞ যিনি—
তাঁ'রই শরণ লও,
স্বীকার কর তাঁ'কে,
সংবুদ্ধ হও তাঁ'তে,
সহানুধ্যায়ী সহচর্য্যায় সংবদ্ধ হও,

শক্তি, দীপ্তি ও ঋদ্ধি
তোমাদিগকে অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে। ২৫৯১।
২০।১১।১৯৫০, রাত্র ৭-৫

তোমার লাখ পণ্ডামি থাক না কেন,
আর লাখ বিদ্বানই হও না কেন,
ছেলেমেয়েদের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি-মাফিক
মানসিক পরিচর্য্যায়
অন্তরাসী ক'রে যদি না তুলতে পার—
বান্ধব-নিয়ন্ত্রণে
শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে,—
বোধবৃত্তি তা'দের যতই থাক না কেন—
তা'দিগকে শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলতে
পারবে না কিছুতেই,
শিক্ষকতার মূল সংজ্ঞাই ওখানে ;
নিজের চলন-চরিত্র-কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে
ঐকান্তিক একানুরক্তির
ইষ্টানুগ, প্রাঞ্জল বিচ্ছুরণ-প্রদীপ্তিই হ'চ্ছে—
তা'দের জীবনকে
সুকেন্দ্রিকতায় জীয়ন্ত ক'রে
সত্তানুগ সম্বর্দ্ধনায় শিক্ষিত ক'রে তোলবার
সুপুষ্ট পন্থ,
নয়তো, শিব গড়াতে বাঁদর হ'য়ে উঠবে—
যত জলুসেরই অভিব্যক্তি থাক্ না কেন
তা'দের চরিত্রে,
জলুসওয়ালা বোধিবৃত্তিও

বিশৃঙ্খল, বিক্ষেপী, মূঢ় জলুস
বিকিরণ ক'রেই চ'লবে। ২৫৯২।
২০।১১।১৯৫০, রাত্র ৮-৩০

ইষ্ট, প্রেষ্ঠ, শ্রেয়, আদর্শ, প্রিয়পরম
ইত্যাদি শব্দ
যেখানেই ব্যবহার ক'রে থাকি না কেন,—
তা'র উদ্দেশ্য—
বেত্তাপুরুষ, মূর্ত্ত জীবন্ত মঙ্গল,
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ যিনি
এমনতর তাঁ'কেই অভিহিত করা,
তাই, ভ্রান্তি যেন তোমাদিগকে
বিপর্য্যয়ে পরিচালিত না করে। ২৫৯৩।
২০।১১।১৯৫০, রাত্র ৯-৫

বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম-পরিণয়েও
নারী ও পুরুষের কুলসংস্কৃতি
এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি
যেমনতর পরিপূরণী ও পরিপোষণী—
পারস্পরিকতায়,
—ঐ পূর্য্যমাণতা ও পরিপোষকতার
নৈকট্য ও দূরত্ব-হিসাবে
সন্তানের বোধিবৃত্তিরও বিকাশ হ'তে থাকে
ক্রম-তাৎপর্য্যে,
তাই, অনুলোম-বিবাহেও
দ্ব্যন্তর বর্ণ প্রশংসনীয় নয়কো ;
আর, এই কুলসংস্কৃতি,

বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির সঙ্গতি-ব্যাপারে
ব্যতিক্রম যেখানে যত—
সন্তানের বোধিবৃত্তিতেও
বিশৃঙ্খল ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়
তেমনতরই প্রায়শ ;
আবার, এমনি ক'রেই পারম্পর্য্যানুপাতিক
বীজকোষের অন্তর্নিহিত জনিগ্রথিত বৃত্তিগুলি
বয়সের এক-এক অনুচ্ছেদে
ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
বয়সের সেই-সেই অংশে
যে-সমস্ত সন্তান-সন্ততি জন্মে
তা'দেরও
সেই-সেই বৃত্তিগুলি প্রাধান্য লাভ ক'রে থাকে
ঐ তা'কেই মূল ভিত্তি ক'রে—
স্ত্রী-পুরুষের যোগসঙ্গতি-অনুপাতিক
রজোবীজে অনুস্যূত হ'য়ে ;
কিন্তু যা'রা সুনিষ্ঠ, কেন্দ্রায়িত—
তা'দের সমস্ত বৃত্তিগুলির সুসঙ্গত সংহতি নিয়ে
ভাব ও কর্ম্মে
জীবনের যে-অবস্থায়
যে-প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করুক না কেন,—
তা' ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায় বিন্যস্ত হ'য়ে চলে
ঐ স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
তা'দের সন্তান-সন্ততিও পারম্পর্য্যানুপাতিক
যে-কোন বৃত্তিকেই মূল ভিত্তি ক'রে
জন্মগ্রহণ করুক না কেন,—
ঐ সুকেন্দ্রিক প্রবণতা নিয়েই জ'ন্মে থাকে—

শ্রেয়কেন্দ্রিক এককসূত্রসঙ্গতির সার্থকতায় ;
যা'র যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী থাকুক না কেন—
তা' ঐ প্রবণতা-অনুপাতিকই
হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২৫৯৪।
২০।১১।১৯৫০, রাত্র ১১-১৫

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা
শ্রেয়তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
অচ্যুত আনতি ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
উদ্গতিতে বিস্তারে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে—
ঐ সার্থক সমঞ্জসা সমন্বয়ী পদবিক্ষেপে
বৈশিষ্ট্যানুগ বিচলনে,
নয়তো, তা' প্রবৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে
কামুক বিক্ষেপে
বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত বিক্ষোভে
সন্ধুক্ষী বিকিরণে
অসমঞ্জস সত্তাবিদারণী
অব্যবস্থ বিপর্য্যয়ে
আত্মনিমজ্জন ক'রে থাকে ;
তাই, প্রীতিকে শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল,
তা' ব্যাপ্তিতে বিস্তার লাভ করুক—
প্রেয়তে পরমার্থের অধিকারী হ'য়ে। ২৫৯৫।
২১।১১।১৯৫০, সকাল ৯-৫০

বজায়ী ব্যবস্থিতিকে বিপর্য্যস্ত না ক'রে
বিস্তারে হাত বাড়াও,
যোগ্যতার অধিগমনে

ব্যাপ্ত হও প্রতি ব্যষ্টিতে ;
মনে যেন থাকে—
তোমার বজায়ের কেন্দ্র যা' বা যিনি
তা'কে বজায়ে সংরূঢ় রাখাই
তোমার মুখ্য প্রয়োজন,
ওর ব্যতিক্রম বিপজ্জনকই কিন্তু তোমার কাছে ;
সন্ধিৎসু সেবাচর্য্যা নিয়ে
বিচক্ষণ নজরে চ'লো। ২৫৯৬।
২১।১১।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

ভাব ও বুঝের সঙ্গতি ও সহযোগিতা
থেকেই আসে ভাষার তাৎপর্য্য—
যুক্তিসম্বদ্ধ হ'য়ে
আনুপাতিক ভঙ্গী ও ব্যবহার নিয়ে—
তা' বাক্যবিদ্ হও আর নাই হও,
আর, এর দ্বন্দ্বেই আসে ব্যতিক্রম। ২৫৯৭।
২১।১১।১৯৫০, বেলা ১১-৩৫

ভাব অনুরাগকেই অনুসরণ করে,
যেমনতর অনুরাগ
ভাবের মেকদারও তেমনি,
আর, ভাব-অনুপাতিকই হয়
বাক্য. ব্যবহার, প্রচেষ্টা ও কর্ম্ম
—এক-কথায়, চরিত্র,
আর, ঐ ভাবের বিশুদ্ধতা যেমনতর—
প্রচেষ্টা-অনুগ কর্ম্মও তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,

সিদ্ধিও আসে তেমনতরই,
আর, ওকেই বলে প্রাপ্তি,
ঐ প্রাপ্তির বিশেষত্ব যেমন
যোগ্যতাও তদনুপাতিকই ফুটে ওঠে—
আপ্তীকৃত হ'য়ে
স্বতঃ সন্দীপনায়.
আর, মানুষ হয়ও তেমনতর.
ভাব বা ভাবনা তা'কে তদ্‌গুণান্বিত ক'রে তোলে ;
তাই, কথায় আছে—
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ২৫৯৮।
২১।১১।১৯৫০, রাত্র ৭-১৫

যা'দের হীনম্মন্যতা ক্রূর, কুটিল ও ইতর
তা'দের সামনে যদি কা'রও প্রশংসা করা যায়—
তা'রা তা'তে অপমান বোধ করে,
আর, তা'রা মহৎদের চরিত্রে
দোষ-অনুসন্ধানরূপ সত্যের আবিষ্কারে
নিরত থাকে—
বাহাদুরী আত্মপ্রসাদের লোভে। ২৫৯৯।
২২।১১।১৯৫০, রাত্র ৮টা

শ্রেয় কোন একে
যে বা যা'রা
পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে থাকতে পারে না—
তোষণ-পোষণে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে,—

অবহেলা বা অবজ্ঞায়
আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্যে
বিপর্য্যয়েরই সেবা ক'রে চলে,—
তা'দের বহুর কৃপাভিক্ষায়
দিনপাত ক'রতে হবেই কি হবে—
কাতর ক্রন্দনে
অশ্রদ্ধা, অবহেলা ও অবজ্ঞাকে
ধৈর্য্য-সহকারে সহ্য ক'রেও ;
বিকেন্দ্রিকতা বিপর্য্যয়েরই আগমনী। ২৬০০ ।
২৩।১১।১৯৫০, দুপুর ১২-৩২

ছোটদিগকে স্নেহল সম্বোধন ক'রো,
বড় যা'রা তা'দিগকে সম্ভ্রমাত্মক সম্বোধন ক'রো,
সমান যা'রা
সম্বন্ধানুপাতিক
আপ্যায়িত অভিনন্দিত ক'রো,
দর্পী জমকাল যা'রা
সম্মানাত্মক সৌজন্যে সম্বোধন ক'রো,
প্রতিটি সম্বোধনই যেন
সৌজন্য-উদ্দীপী হয়,
সবাই যেন তোমাকে
আপনার জন মনে ক'রতে পারে—
তেমনতর ব্যবহার, বাক্য ও অনুচর্য্যায়
নিরত হ'য়ে চ'লো,
অনেকেই তৃপ্ত হবে—
তুমিও তৃপ্তি পাবে ;

বিশেষ স্থল ছাড়া এই নীতি
শ্রেয়প্রসূই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২৬০১।
২৩।১১।১৯৫০, রাত্র ৭-১৫

যে নিশ্চিতকে ত্যাগ ক'রে
অনিশ্চিতের পিছনে যায়—
সে নিশ্চিতকে তো হারায়ই,
অনিশ্চিত হ'তেও বঞ্চিত হয়। ২৬০২।
২৪।১১।১৯৫০, সকাল ৯টা

মঠের অধ্যক্ষ যা'রা
তা'রা বিজ্ঞ বিদ্বান হবে,
কেন্দ্রায়িত ইষ্টার্থ-পরিপোষণী হবে—
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রে,
শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-অনুশীলন-তৎপর হবে,
গণস্বার্থী হবে,
বিবাহিত হবে—
বিশেষ উপযুক্ততা ছাড়া—তা' সব-দিক-দিয়ে;
এমনতর যদি হয়
তবে ব্যভিচার বা গ্লানি
প্রসার লাভ ক'রবে কমই সেখানে। ২৬০৩।
২৪।১১।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫০

যত পার দাও—
লোকহিতে,
কিন্তু বজায়কে ব্যাহত ক'রে নয়—
আর, কার'ও যোগ্যতাকেও জখম ক'রে নয়। ২৬০৪।
২৫।১১।১৯৫০, সকাল ৮-৫৫

নাও
প্রীতি-অবদান যা'—
কাউকে শোষণ ক'রে নয়—
বরং দক্ষ ক'রে,
আর, তাই-ই দক্ষিণা। ২৬০৫।
২৫।১১।১৯৫০, সকাল ৯টা

যে প্রেম-জীবন একদিন
অনাদরে, অবহেলায়, অত্যাচারে
নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল—
আবার সেদিন আজও ফিরে এসেছে
তাঁ'রই স্মৃতি নিয়ে,
সেই ক্রুশ তাঁ'কেই বুকে ক'রে
এখনও জীয়ন্ত হ'য়ে আছে,
প্রেম পুলক নিয়ে এল—
মানুষ তাঁ'কে বিদ্রূপে বিদ্ধ ক'রে ফেলল,
স্মরণ কর, প্রায়শ্চিত্ত কর,
তাঁ'রই প্রীতিপ্রতিষ্ঠার ক্রুশ বহন কর,
তোমার ভালবাসা এঁকে-বেঁকে
নানা-ভঙ্গীতে প্রবাহিত হ'য়ে
তাঁ'কেই স্পর্শ করুক—
তাঁ'র যা'-কিছু আছে
সব-কিছুকেই ভালবেসে—
যিনি মানুষের প্রিয়পরম;
আর, ঐ ভালবাসায় তুমি বাঁচ,
মানুষকে উপযুক্ত ক'রে তোল—
যা'তে বাঁচতে পারে তা'রা,

শান্তি তাঁ'র আশীর্ব্বাদ নিয়ে
ফুরফুরে হাওয়ায় প্রবাহিত হোক—
স্বর্গ-সুষমায়। ২৬০৬।
২৫।১১।১৯৫০, রাত্রি ৯-২০

তোমার জীবনে শ্রেয় ব'লে
যদি কেউ না থাকেন—
তিনি যদি তোমার জীবনে
মুখ্য হ'য়ে না থাকেন—
চিন্তা, বাক্য, ব্যবহার ও চলন-চরিত্রে
তাঁ'র সমর্থন ও সেবাই যদি
স্বার্থ হ'য়ে না ওঠে—
বুঝে রেখো অন্তরে—
কেউ নেই তোমার,—
তা' তুমি যত বড়ই হও না কেন
আর যত ছোটই হও,
তোমার জীবন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লবে—
এটা অনিবার্য্য,
সার্থক হ'য়ে উঠবে না তোমার জীবন কিছুতেই,
স্বস্তিও পাবে না তুমি। ২৬০৭।
২৬।১১।১৯৫০, দুপুর ১২-২০

তোমার প্রকৃতি যদি
বিচারপ্রবণই হ'য়ে থাকে—
জ্ঞানমার্গকেই যদি তুমি
প্রশস্ত বিবেচনা ক'রে থাক তোমার পক্ষে—
পূরয়মাণ বেত্তা আচার্য্য যিনি

তাঁ'রই কাছে দীক্ষিত হও,
সুনিষ্ঠ সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যার সহিত
সক্রিয় সম্বেগ নিয়ে তাঁ'কে অনুসরণ কর,
তুমি যদি 'সোঽহং'-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে থাক—
তা'ই জপ কর,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র অর্থ-ভাবনা নিয়ে
আর তোমার আচার্য্যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তোমার পরমপুরুষার্থ বিবেচনায়
তাঁ'তেই সশ্রদ্ধ ও সুনিষ্ঠ হ'য়ে চল—
তাঁ'র নিদেশ পরিপালন ক'রে,
মনে যেন থাকে—
"অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ" ;
তাই, তাঁ'কে পুরুষার্থ বিবেচনা ক'রে চ'লতে অভ্যস্ত হও,
তোমার সামনে যা' দেখ—
প্রথমে ব্যষ্টিগত হিসাবে তৎস্থ হও—
ইষ্টনিষ্ঠা বজায় রেখে,
নয়তো, লীনীভাব তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে
বিকৃতি-বিঘূর্ণিতে,
আর, প্রতিটি ব্যষ্টিরই তাৎপর্য্য অনুধাবন কর,
বোধে আনতে চেষ্টা কর—
তা'র আনাচে-কানাচে যা'-কিছু আছে
সবটুকু নিয়ে—
প্রত্যেকটি বিশেষ সমাবেশ-সহ,
আর, তোমাতে ও তা'তে
বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্যের
কতখানি ভেদ বা সামঞ্জস্য আছে
নিরূপিত ক'রতে থাক তা',

ব্যষ্টির বহু-প্রকটের ভিতর-দিয়ে
বিশেষত্বে সাম্য কোথায়
দেখতে চেষ্টা কর তা'—
আর, নিরূপণ কর,
তোমাতে ও প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে
'নেতি-নেতি' বিচার দ্বারা
তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
সাম্যসূত্রে উপস্থিত হ'তে চেষ্টা কর—
আর, অমনি ক'রেই চল,
এমনি ক'রেই সমষ্টিতেও সংস্থ হ'য়ে
ওর তাৎপর্য্য অনুধাবনে
বিভিন্নতে সাম্য কোথায়—
আর, কী হ'তে এত কত কী
এমনতর বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণ ঘটেছে
তা'কে নির্দ্ধারণ কর—
ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ায় সংসৃষ্ট
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত তাৎপর্য্য নিয়ে,
সূক্ষ্ম সংস্থিতির বিবর্ত্তন-সহ,
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে ;
এমনি ক'রেই সব যা'-কিছুর ভিতরের
এক উপাদান-সামান্যের অনুভূতি
তোমার ধৃতি ও প্রত্যয়ে প্রকট ক'রে তোল—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বের প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে,
ঐ বিশেষত্বগুলি যদি
কুয়াসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে তোমার কাছে—
ভ্রান্তি তোমাকে পথহারা ক'রে ফেলবে কিন্তু ;
মননে এই উপাদান-সামান্য

বোধি-তৎপরতা নিয়ে
যতই উপনীত হ'তে থাকবে—
তোমার অন্তরে
জ্যোতিঃ, আকাশ ও শব্দ-তরঙ্গের
লীলায়িত নানা ভঙ্গিমা
প্রকট হ'তে থাকবে অন্তর্দর্শনে ততই;
তারপর, ঐ উপাদান-সামান্যে দাঁড়িয়ে
তোমার পূরয়মাণ আচার্য্য যিনি—
তাঁ'র কোথায় কেমনতর স্ফুরণ হ'য়েছে
তুমি হ'তে সব যা-'কিছুর ভিতরে—
অনুধাবন ক'রে ঈক্ষণে নিয়ে এস তা';
তোমার ঐ সমস্ত ধৃতি, বোধ বা অনুভূতি যেন
তোমার ঐ আচার্য্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
অনুভবলব্ধ যুক্তি-যোগ-প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে
এমনি ক'রেই ঐ ব্যুৎপত্তি
উদ্গতি লাভ করুক তোমার;
সংস্থ হও তাঁ'তে,
ঐ সংস্থ প্রজ্ঞা
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকেই যেন
বিহিত তাৎপর্য্য নিয়ে
বিহিত ব্যাখ্যায় অন্বিত ক'রে
সমাধান-সামঞ্জস্যে
ঐ একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে ওঠে;
এই একসূত্রসঙ্গতি
যতই প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠতে থাকবে তোমার কাছে
—প্রাণায়ামও স্বাভাবিক
ও স্বতঃ হ'য়ে উঠতে থাকবে,

আর, যা'-কিছুর অন্তর-বাহির
তা'র পরিণতি-সহ
তোমার কাছে বাস্তব হ'য়ে ফুটে উঠবে,
'তত্ত্বমসি' 'ব্রহ্মাস্মি', 'হংসঃ'
'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—
ইত্যাদি যে-মন্ত্রেরই সাধন কর না কেন
—এই নিয়মেরই যেখানে যেমন বিহিত প্রয়োগ
তা'ই ক'রে চ'লতে হবে;
এমনি ক'রেই ব্রহ্মভূত হ'য়ে উঠবে তুমি,
ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠান লাভ ক'রবে
ঐ সমাধির ভিতর দিয়েই আসবে
তোমার চেতন-সমুত্থান,
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠবে তুমি,
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হ'য়েও
সহজ স্বভাবেই অবস্থান ক'রবে,
তোমার দেহ, মন ও সত্তা
কল্যাণমণ্ডিত হ'য়ে
ঐ প্রভায় প্রস্তুত হ'য়ে চ'লবে—
কল্যাণ কলনিনাদে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রবে। ২৬০৮।
২৭।১১।১৯৫০, রাত্র ৯-৪৫

ঈশ্বর! আমার উপাসনা
তোমাতে নিরন্তর হ'য়ে উঠুক,
তুমি আমার অন্তরে
নিরন্তরতায় সজাগ হ'য়ে থেকো,
প্রতিটি চিন্তা-চলন-বাক্-ব্যবহার

তোমাতেই সার্থকতা লাভ করুক—
অচ্যুত প্রীতি-সন্দীপনায়,
তোমাতে অনুরাগ-উন্মাদনা নিয়ে
বিশ্বের প্রতিটি ব্যষ্টির সেবা-সৌকর্য্যে
যাঁ'রা তোমাতেই সার্থক হ'য়ে উঠেছেন—
আমার জীয়ন্ত জীবন
সেই অমৃত-পথেই বিচরণ করুক—
ঐ সার্থক আত্মপ্রসাদী অভিদীপনায়,
যা' জীবনকে তোমার যোগ্য ক'রে তোলে
—এমনতর খাদ্য ও পানীয়
আমাকে পোষণপুষ্ট ও সুদীর্ঘজীবী ক'রে তুলুক—
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়,
আমার গৃহ, আমার সজ্জা,
আমার পরিবার-পরিজন, পরণ-পরিচ্ছদ,
প্রয়োজন সবই
তোমারই সার্থকতাকে আবাহন ক'রে
অমৃতবাহী হ'য়ে চলুক,
এই জীবনের সেবা-সৌকর্য্য
পরিবেশের প্রত্যেককে
তোমাতেই সংহত ক'রে তুলুক—
ঋদ্ধির বিবর্ত্তনী ছন্দে,
তোমার আশীর্ব্বাদ
আমার জীবনে প্রবাহিত হ'য়ে
আশিস্-মণ্ডিত ক'রে তুলুক
প্রতিটি যা'-কিছুকে,
শান্তি বর্ষিত হোক সবাতেই,
তৃপ্ত হোক সবাই তোষণ-তর্পণায় তোমাতেই,

স্বস্তি সানন্দ বর্ষণে
সুস্থ ক'রে তুলুক সবাইকে ;
তুমিই সত্য—তুমিই প্রেম—
তুমিই জ্ঞান—
তুমিই আনন্দ—তুমিই শান্তি,
তোমাতেই অন্তর আমার
একনিষ্ঠ অচ্যুত নিরন্তরতায়
অমর চেতনা লাভ করুক। ২৬০৯।
২৮।১১।১৯৫০, রাত্রি ৭টা

পূরয়মাণ প্রিয় যিনি
তাঁ'কে উপলক্ষ ক'রে
যা'রা তাঁ'র প্রেমিককে জীবনে মুখ্য ক'রে তোলে—
বঞ্চিত হয় তা'রা
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারে ;
কিন্তু প্রেমিক-সংশ্রয়ে
প্রিয়র প্রতি যা'রা
উচ্ছল সক্রিয় সম্বেগে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে—
তা'দের যা'-কিছু সব নিয়ে
অনুবর্ত্তী সেবা-সৌকর্য্যে—
পরমার্থের অধিকারী হয় তা'রাই! ২৬১০।
২৯।১১।১৯৫০, সকাল ১১-২০

প্রীতি যেখানে অনাবিল
সেবানুবর্ত্তিতা সেখানে স্বতঃ ও স্বাভাবিক—

আবেগোচ্ছল অনুচর্য্যার
সার্থক সমর্থন-সন্দীপনী সহৃদয়তা নিয়ে। ২৬১১ ।
২৯।১১।১৯৫০, বেলা ১১-২৫

বহুতে বিকীর্ণ হ'য়ে যেও না—
বিকেন্দ্রিক বিভ্রান্তিতে আত্মবিলয় ক'রো না,
শ্রেয়কেন্দ্রিক হও,
তদর্থী কোন উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে
তা'কেই রূপায়িত ক'রে
তা'রই ক্রম-বিকাশে
সেই সার্থকতাতেই বহুকে সংহত ক'রে তোল—
সক্রিয় সহযোগী ক'রে
সৌকর্য্য-সৌষ্ঠবে—
তৃপ্তির অভিনন্দনায় নন্দিত ক'রে সবাইকে,
আর, উন্নতির পন্থাই ঐ। ২৬১২ ।
২৯।১১।১৯৫০, রাত্র ৭-৩০

তোমার সেবা যদি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে না উঠল—
শ্রেয় বা ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায়
সংহতই হ'য়ে না উঠল—
মানুষকে সুনিষ্ঠ ক'রে ঐ সার্থকতায়
সক্রিয় সম্বেগ-দীপনায়,—
তা' কিন্তু একদিন
সর্পিল ভঙ্গীতে প্রবঞ্চিত ক'রবে তোমাকে,
ছোবলাবে তোমাকে,
হৃতভম্ব হ'য়ে কাউকে দোষারোপ করা ছাড়া
বা ব্যর্থতার দর্শন আওড়ানো ছাড়া

সম্বল তোমার কিছুই থাকবে না,
গঠনমূলক বিজ্ঞতা
আপ্‌সোসে খাবি খেয়ে প'ড়ে থাকবে,
তাই, বিবেচনা ক'রে চ'লো। ২৬১৩।
২৯।১১।১৯৫০, রাত্র ৭-৪০

যা'রা তোমা হ'তে নিয়ে, খেয়ে, প'রে
দিন-যাপন ক'রেও
তোমাতে সশ্রদ্ধ মহিমাদীপ্ত নয়—
মুখ্য ক'রে তোলেনি তোমাকে তা'দের জীবনে—
তোমার সেবা-সৌকর্য্য
বা উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী দায়িত্বের
ধাঁধার বালাইও যা'দের নাই,
অথচ নেওয়া, খাওয়া, পরা
ইত্যাদির কথা ব'ললে
দুঃখিত, বিরক্ত, ক্রোধদর্পী হ'য়ে ওঠে
উদ্ধত আত্মপ্রতিষ্ঠায়,—
ঠিক বুঝো—
অন্তরে অকৃতজ্ঞ তা'রা,
তোমা হ'তে নেওয়া, খাওয়া, পরা ইত্যাদিতে
সে বা তা'রা তো
ধন্য, গৌরবান্বিত ও অনুগ্রহদীপ্ত নয়ই—
বরং অপচয় ও অপ্রতিষ্ঠার আমন্ত্রক,
ঠিক জেনো—
এমনতর মানুষ তোমার বিপর্য্যয়ে
বিপাক-অভিঘাতে
বা যে-কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়ে

তোমাকে অপঘাত ক'রতে
দ্বিধাবোধ কমই ক'রবে;
যত আত্মীয়তাই থাক না কেন তা'দের সাথে—
আর, আপ্ত ব'লে যতই জান না কেন—
তা'রা কেউ নয় তোমার,
বরং আপদ-আমন্ত্রক,
বসন্তের পাখী মাত্র—
সুখের শোষক সাথীয়া;
বুঝে চ'লো। ২৬১৪।
২৯।১১।১৯৫০, রাত্র ১০-৩০

যা'রা নিজের বুঝকেই প্রবল মনে করে—
নির্ঘাত নির্ভুল বিবেচনা করে—
অন্যের বলা বা বুঝ-সুঝের তোয়াক্কাও রাখে না—
—তা'দের বুঝ ঔদ্ধত্যে সমাহিত,
শিক্ষাও সমাপ্তি-অভিসারী,
সম্বর্দ্ধনা তা'দের বেঘোর বিভ্রান্তিতে পরিচালিত,
বিবর্ত্তন ব্যাহত হ'য়েই চ'লবে তা'দের
ততদিন পর্য্যন্ত—
যতদিন না ঐ প্রবৃত্তি মুক্তিলাভ ক'রবে। ২৬১৫।
২৯।১১।১৯৫০, রাত্র ১০-৫০

সুকেন্দ্রিক সংহত হ'য়ে
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ-তাৎপর্য্যের অনুধাবনে
সঙ্গতি-সমন্বয় কিংবা অন্বয়ী সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরকে অনুসন্ধান কর—
বোধায়িত পরিক্রমার প্রজ্ঞালোকে

তাঁ'কে অনুভব ক'রবে ;
আর, ঐ অনুভূতি নিয়ে
সমষ্টির ভিতরেও
তা'রই সতাৎপর্য্য আবির্ভাব
তোমাতে প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে—
ভূমা-বৈভবে। ২৬১৬।
৩০।১১।১৯৫০, বেলা ১১-৪৫।

অশুদ্ধি মুখ্যতঃ দুই প্রকার—
প্রথম, সংস্পর্শ-দুষ্ট
দ্বিতীয়তঃ হ'চ্ছে সান্নিধ্য-দুষ্ট,
সংস্পর্শ-দুষ্ট যে বা যা'
তা'র পরিশুদ্ধি প্রধানতঃ প্রয়োজন বেশী,
দ্বিতীয় যা'—সংশোধনীয়—
যা'তে তা' সংক্রামিত না হ'তে পারে তেমন ক'রে,
—কেন-না, তা' সংশ্রবে এলেও
অশুদ্ধিদুষ্ট হয়নি। ২৬১৭।
৩০।১১।১৯৫০, দুপুর ১২-৩৫

প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি
সুসঙ্গতি নিয়ে
সমন্বয়ী সহযোগিতার সহিত
যেন এমনতরই বিন্যস্ত করা থাকে—
যা'তে যে-কোন প্রয়োজনেরই সম্মুখীন হও না কেন
তা' নিষ্পন্ন ক'রতে একটুও বিলম্ব না ঘটে,
এই প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতির সহযোগী সমন্বয়
সুদৃঢ় হ'য়ে

সন্ধিৎসু বিজ্ঞ পরিচালনায়
যতই নিষ্পাদন-দর্পী হ'য়ে চ'লবে—
নির্ব্বাহ মন্ত্রচকিত হ'য়ে উঠবে তোমাদের কাছে,
জয়ই জয়জয়কার ক'রবে তোমাদের। ২৬১৮।
১।১২।১৯৫০, বিকাল ৫টা

ক্লীব-কর্ম্মী যা'রা—
আপসোস-সূচক 'পারতামই' বা 'অসম্ভব'
তা'দের সহায় ও সম্বল,
অকৃতকার্য্যতাই প্রকৃতির উপঢৌকন তা'দের। ২৬১৯।
১।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬টা

রাজকর্ম্মচারী মনোনয়ন ক'রতে হ'লে
দেখতে হবে—
তা'রা সৎকুলসম্ভূত কিনা,
ইষ্টার্থী শ্রেয়কেন্দ্রিক কিনা,
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যপালী কিনা,
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠে সশ্রদ্ধ সেবা, বদান্যতা
ও দাক্ষিণ্যপ্রবণ কিনা,
তীক্ষ্ণধী, কূটকৌশলী ও সুব্যবস্থিত
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিনা,
চকিত সন্ধিৎসাপ্রবণ কিনা,
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্র
বোধিনিপুণ ও লোকরঞ্জনী কিনা,

বিজ্ঞ, দক্ষ, সহানুভূতিসম্পন্ন গণস্বার্থী হ'য়েও
উচ্চতর যাঁ'রা তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ নিষ্ঠায়
শাসন-সংস্থার রাষ্ট্রপালী নিদেশে
গণনিয়ন্ত্রণ-কুশল কিনা,
স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রলোভনে
অবিচলিত থাকে কিনা.
যে-অবস্থারই সম্মুখে আসুক না কেন—
ক্ষিপ্র প্রণিধান, দক্ষ উপস্থিতবুদ্ধি
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতির সমন্বয়ে
তা' সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বস্তি-স্থাপনে ত্বরিত-তৎপর কিনা,
অনলস ও তড়িৎকর্ম্মা কিনা,
সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
শাসন-সংস্থার উপচয়ী-বুদ্ধিসম্পন্ন কিনা—
লোকপীড়ক না হ'য়েও,
ব্যয়কে শাসন-সংস্থার উপচয়ী ক'রে
ব্যবহার করে কিনা;
প্রয়োজনমাফিক অল্পবিস্তর
যেমনই হোক না কেন—
এই গুণগুলিই হ'চ্ছে সাধারণ মোক্তা চরিত্র,
এইগুলিকে সম্যক দেখে
পরখ ক'রে
রাজকর্ম্মচারী যদি নিয়োজিত হয়—
তা' সর্ব্বতোমুখীন শুভপ্রসূ ও গণহিতী
হ'য়ে উঠবে;
ব্যত্যয় বিপর্য্যয়কেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ২৬২০।
১।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'রা অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ,
দায়িত্বশীল ইষ্টার্থপোষণী,—
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রে,
সুসংস্কৃতিসম্পন্ন সৎকুলোদ্ভূত,
কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-পালী উপচয়ী-প্রবোধনাসমন্বিত,
বিজ্ঞবোধিসম্পন্ন, ত্বরিত ধী, মেধা ও ধৃতি-কুশল,
কর্ম্মপটু, সেবাপ্রাণ,
যা'দের দর্শন ও বিজ্ঞান
শাস্ত্রে সার্থক হ'য়ে উঠেছে,
যা'রা কূটকৌশলী, দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন,
নিরলস, স্থিতধী, পূর্ত্তনীতিজ্ঞ,
বিনয়ী, লোকরঞ্জক,
মিষ্ট ও মিতভাষী,
বাগ্মী, উদ্দেশ্যসঙ্গত বাক্‌কুশল,
সার্থক বান্ধবপ্রীতিসম্পন্ন,
সুনিয়ন্ত্রক—সমন্বয়ী সামঞ্জস্য-সাধক,
স্বার্থত্যাগী, ইষ্টানুগ গণসেবা-সন্দীপী,
গণস্বার্থকেই যা'রা নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে—
প্রত্যক্ষ বোধিতাৎপর্য্যে,
অসৎনিরোধী লোকপালী অভিযানে
যা'রা তড়িৎসম্বেগী, বজ্রগম্ভীর,
বৈশিষ্ট্যপালী সাম্য ও সুধী-প্রাণতা
সহজ ও সলীল যা'দের,
সুনিষ্ঠ, সহযোগী মন্ত্রগুপ্তি
যা'দের স্বতঃ,—
রাজা বা পুরোধ্যাসী
এমনতর দক্ষ-অমাত্যবেষ্টিত হ'লে

সপরিষৎ কৃতকার্য্যতা
কিরিটীমণ্ডিত হ'য়ে
লোকরঞ্জনার অর্ঘ্যবিভূষিত হ'য়েই থাকে,
কৃতবিদ্যতা কৃতার্থতার মঙ্গল সঙ্গীতে
অভিবাদন করে তা'দিগকে,
অমাত্যের মোক্তা বা মোটামুটি বৈশিষ্ট্য
ওখানেই। ২৬২১।
২।১২।১৯৫০, সকাল ১০-৩০

অন্যায় যা'—বিপর্য্যয়ী যা'—
অমর্য্যাদার যা'—
তা' সংক্রমণে সুযোগ, সুবিধা ও সময় যত পাবে
ততই সে বিক্রম-বিপ্লবী হ'য়ে উঠবে—
সর্ব্বনাশা সঙ্গতি নিয়ে
প্রস্তুতি ও প্রহরণ-সমভিব্যাহারে ;
তা' নিরোধ ক'রতে দীর্ঘ ঈক্ষণ নিয়ে
বিবেচনায় সমীচীন মনে কর যা'
চার আল শক্ত ক'রে বেঁধে
পূর্ব্বাহ্ণেই তা' ক'রো,
নয়তো, আপসোসে খাবি খাওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না,
আত্মবিলয়ে বাধ্য হবে। ২৬২২।
২।১২।১৯৫০, বেলা ১১-৪৫।

প্রিয় যিনি তোমার—
তোমার জীবনে মুখ্য যিনি—
তোমার বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্ম

যতই তৎপ্রসাদনী, মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠবে—
সঙ্গতি ও সমর্থন বজায় রেখে
সুনিষ্ঠ অচ্যুত দায়িত্বে—
তা'তে তুমিও সুখী হবে,
তিনিও সুখী হবেন,
আর, তা' ইষ্টার্থদ্যোতক যতই হবে—
সবারই শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে উঠবে তুমি,
তৃপ্তিপ্রদ হবে সবারই,
ব্যবহার, অনুচর্য্যা ও সেবার ভিতর দিয়ে
কুশল-তাৎপর্য্য নিয়ে দাঁড়াবে সবারই অন্তরে,
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার প্রিয়,
তৃপ্তির নন্দনায় পরিবেশও
নন্দিত হ'য়ে উঠবে। ২৬২৩।
২।১২।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

মনোজ্ঞ বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্ম,
প্রীতিসঙ্গত সমর্থন—
যা' উপচয়ী ও উদ্বর্দ্ধনী,
এমন-কি, শাসন, ভৎ র্সনা, উপহাস,
ঘৃণা ও অবহেলার ভিতর-দিয়েও
যে অন্তরাসী প্রীতি-আলোক উৎকীর্ণ হয়—
এক-কথায়, যে-পাওয়াটা
নিজের স্বার্থের ব'লে বিবেচনা করা যায়—
মানুষের স্বার্থ
তা'তেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ। ২৬২৪।
২।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫৫

ম্লেচ্ছ যা'রা,
যা'রা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে,
ঈশ্বরীয় শাসন-বিধিকে অগ্রাহ্য করে,
পূর্ব্বতন পূরয়মাণ ঋষি, অবতারপুরুষ
ও বর্ত্তমান পূরয়মাণ যিনি বা যাঁ'রা
তাঁ'দিগকে গ্রহণ ও অনুবর্ত্তন করে না—
অবজ্ঞা করে,
একনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক শ্রেয়সংস্কৃতিহীন
এমনতর দুষ্টপ্রকৃতিসম্পন্ন যা'রা—
তৎকুলোদ্ভূত কন্যা
তা' যে-কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত বা বর্জ্জিতই
হোক না কেন—
যদি অনুলোমক্রমিক পরিণয় সম্ভব
এমনতর ঈশ্বরবিশ্বাসী,
পূরয়মাণ ঋষি ও পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান প্রেরিতে বিশ্বাসী,
সুসংস্কৃত-কুলসম্পন্ন পুরুষকে
বিবাহার্থ মনোনীত করে—
সশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তন-আগ্রহে—
এবং সে যদি তা'কে গ্রহণ ও পরিণয়ে
সংস্কৃত ও শুদ্ধ ক'রে
শ্রেয়কেন্দ্রিকতায় উচ্ছল ও উন্নত ক'রে তোলে—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের অধিকারী হয় সে,
আর, পরিবার ও সমাজস্থ যে নারীগণ
শ্রেয়কেন্দ্রিক পরিবেষণায়
ঐ নব-পরিণীতাকে আপ্তীকৃত ক'রে নিয়ে থাকে—
তাঁ'র করুণা বর্ষিত হয়
তা'দের উপরও,

সমাজ, সংস্কৃতি ও সংহতির
পুষ্টিসাধনই করে তা'রা সকলে,
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
শ্রেয়-প্রস্রবণে অন্তর অভিষিক্ত হয় তা'দের ;
তাই ভগবান মনু ব'লেছেন—
"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"। ২৬২৫।
৪।১২।১৯৫০, সকাল ৯-৪৫

কাউকে তোমার মনোমত ক'রে
পাওয়ার প্রত্যাশা ক'রো না,
যতটুকু পাও তা'তেই খুশি থাক,
নয়তো ব্যর্থ হবে—
দুঃখও পাবে তা'তে ;
ইষ্টকে আপ্রাণ ভালবাস,
সে-প্রীতি তোমাতে জীয়ন্ত হ'য়ে
বাক্, ব্যবহার, কর্ম্ম ও সেবানুচর্য্যায়
পরিস্ফুট হ'য়ে
তোমাকে সবারই শ্রদ্ধার্হ ক'রে তুলুক—
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক তা' এমনি ক'রেই ;
ভাণ্ডানুপাতিক যে যেমন নিতে পারে
তোমা হ'তে তা' পেয়ে
সবাই পরিতৃপ্ত হোক
সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠুক তোমাতে,
উচ্ছল ও উৎফুল্ল হৃদয় নিয়ে
বাধা, বিপত্তি ও ব্যতিক্রমকে অতিক্রম ক'রে
উন্নতিতে অবাধ হ'য়ে চলুক তা'রা—
যোগ্যতার অভিদীপনায় ;

আর, তাই-ই শ্রেয় তোমার পক্ষে
এবং সার্থকতাও তোমার সেখানে। ২৬২৬।
৪।১২।১৯৫০, বেলা ১১-৪৫

কুৎসিত কিছু মনে এলেই যে
ভাগবত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে
তা' কিন্তু নয়,
তা'কে যদি গ্রাহ্য কর
ও তদনুপাতিক কর্ম্ম কর—
তবেই তা' দোষের,
আর, ঈশ্বর তাই-ই গ্রহণ ক'রে থাকেন
মুখ্যতঃ—
প্রাপ্তিও আসে তেমনি। ২৬২৭।
৪।১২।১৯৫০, দুপুর ১২টা

তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা
যা'-কিছু
শ্রেয়তে অর্থান্বিত হ'য়ে
সত্তানুরঞ্জনায়
যদি ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে না উঠল—
তা' প্রজ্ঞাপুষ্ট হয়নি তখনও,
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠনি তুমি তখনও। ২৬২৮।
৪।১২।১৯৫০, বিকাল ৩-৪০

কেউ যদি তোমার আপনার জন হয়—
আত্মীয় হয়—
কিংবা বান্ধব সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে থাকে—

আপদে, বিপদে, দ্রোহে,
বিপাকে বা মনো-অভিঘাতে
তা'র অবস্থা পর্য্যালোচনা ক'রে
অনুধাবন ক'রে
সব-দিক-দিয়ে তা'র হ'য়ে
সঙ্গত সাহায্য ও সমর্থনে
এমনতরভাবে নিরাকরণ কর বা মিটিয়ে দাও
যা'তে সে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
আপদ বা দ্রোহ-মুক্ত হ'য়ে
তোমার পৃষ্ঠপোষকতায়
তোমাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে,
এই হ'ল আত্মীয়তার স্বাভাবিক পরিচর্য্যা ;
এর ব্যত্যয় যেখানে—
সম্বন্ধ কবন্ধরূপেই নিবদ্ধ হ'য়ে চলে,
স্বার্থগৃধ্নু ব্যতীপাতী আত্মীয়তাই—
তা'দিগকে উপহাস ক'রে থাকে। ২৬২৯।
৫।১২।১৯৫০, সকাল ৯-৪৫

সাজ্ঘাতিক যা',
বিপর্য্যয়ী যা',
তা'কে আগে নিরোধ কর সর্ব্বতোভাবে—
যেন একটুও এগুতে না পারে
ধ্বংসের দিকে,
সঙ্গে-সঙ্গে শান্তি ও সোয়াস্তি আসে যা'তে
তা'র সমীচীন ব্যবস্থা ক'রো,
এই-ই হ'চ্ছে দক্ষ, কুশল, কৃতী বিজ্ঞতার নিদর্শন ;

নতুবা, শান্তির কলতান
সংহারেই সমাধিস্থ হবে—
তা' কিন্তু বহুল ক্ষেত্রেই। ২৬৩০।
৮।১২।১৯৫০, সকাল ৮-৫০

প্রবৃত্তিধর্ষিত যা'রা
—বিশেষতঃ দম্ভ, আক্রোশ
ও দ্রোহ-অভিভূতিতে—
তা'রা দুরদৃষ্টেরই অধিকারী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী বাক্, ব্যবহার, চলন
ও অনুচর্য্যানিরত ইষ্টানুরাগ-অনুপ্রেরণাই হ'চ্ছে
তা'কে উপচয়ে অতিক্রম ক'রবার একমাত্র পথ—
যা' অহিংসা, মৈত্রী ও সাম্যের
সোহাগচর্য্যায় অভিদীপিত। ২৬৩১।
৮।১২।১৯৫০, সকাল ৮-৫২

ইষ্ট ও কৃষ্টিতে অর্থান্বিত হ'য়ে
দূরদৃষ্টির সহিত পর্য্যালোচনী পরিপ্রেক্ষায়
দেখতে চেষ্টা কর—
কখন, কতদিনে
কী কী বাধা, ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়ের সংঘাতে
কোন বিষয় বা ব্যাপারের পরিণতি
কী আকার ধারণ ক'রতে পারে—
তা' তোমার ইষ্ট ও কৃষ্টির
সত্তা-সংহতির পক্ষে
কতখানি শুভ বা অশুভ-প্রসূ ;
যা' অশুভপ্রসূ—

সব-কিছুকেই সামঞ্জস্যে এনে
তা'কে এখন থেকেই কী ক'রে
নিরোধ ক'রতে পারা যেতে পারে
তা'রই সিদ্ধান্তে উপনীত হও,
আর, শুভ যা'
তা'কে শক্তি ও সম্বৃদ্ধিশালী ক'রে তোল ;
ইষ্ট ও কৃষ্টিতে ঐরূপ অর্থান্বিত হ'য়ে যদি না চল—
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতায়
স্ফুলিঙ্গ-জলুসে
অন্ধতমেই বিলীন হ'য়ে যাবে ;
মনে রেখো,
ইষ্ট ও কৃষ্টির ভিতর-দিয়েই
তোমার জীবনের উদ্ভব—
যে-জীবন পরিবেশের কোণে
প্রকট হ'য়ে উঠেছে,
তুমি চিরদিন না থাকতে পার—
কিন্তু ঐ ইষ্ট ও কৃষ্টি যেন
স্বতঃ-সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চলে
প্রতিটি উদ্ভবকে সার্থক ক'রে—
পুরাতনকে নবীনে পরিণত ক'রে
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে
সনাতন সত্তায়,
আর, এমনতর অনুশীলন-প্রবৃত্তিকে
আবালবৃদ্ধের অনুশীলনীয় ক'রে তোল,
এই বহুদর্শিতায় ঋদ্ধিলাভ ক'রে
সিদ্ধিতে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠ। ২৬৩২ ।
১০।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা-সংরক্ষণী
জীবন-বৃদ্ধিদ পূরয়মাণ ইষ্টানুগ আকৃতি থেকে
বহুদর্শী পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
যে নীতি ও বিধির আবির্ভাব হ'য়েছে
বিবর্ত্তন-পরিক্রমায়
সন্ধিৎসু চক্ষুর সমক্ষে—
তা'ই ধর্ম্মনীতি,
আর, তা'র অনুশীলন-প্রক্রিয়াই হ'চ্ছে কৃষ্টি—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ গণসম্বর্দ্ধনায়
অনুশীলনী যা'। ২৬৩৩।
১০।১২।১৯৫০, রাত্র ৬-৪৫

শ্রেয় যাঁ'রা,
প্রাচীন যাঁ'রা তোমার কাছে,
প্রবুদ্ধ যাঁ'রা,
তাঁ'দের কাছে যদি যাও—
এমন ভঙ্গী ও অভিব্যক্তি নিয়ে
বিনীত বাক্-ব্যবহারে উপস্থিত হ'য়ো,—
যা'তে তাঁ'দের অন্তঃকরণ-নিঃসৃত স্নেহল অভিব্যক্তি
স্নেহল-চর্য্যায় অভিষিক্ত হ'য়ে
তোমাতে বর্ষিত হয়,
অমনতর স্থলে
ঐ হ'চ্ছে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্মান;
তাঁ'দের হ'তে সম্ভ্রমাত্মক অভ্যর্থনা
তোমাকে কিন্তু মলিনই ক'রে তুলবে,
সে অভ্যর্থনা নয়—
বরং অমর্য্যাদাই তোমার কাছে তা',

তাই, ঐ সম্ভ্রমাত্মক অভ্যর্থনার প্রত্যাশা
হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক কিন্তু,
আর, বৃদ্ধোপসেবন মর্য্যাদাপ্রসূই ;
উদ্ধত হীনম্মন্য সম্মান-প্রত্যাশা তাঁদের হ'তে
ভ্রান্ত প্রত্যাশা-মাত্র
যা' মহিমা হ'তে তোমাকে বিচ্যুত ক'রে তুলবেই ;
তুমি যোগীই হও, যতিই হও,
আর, যত পাণ্ডিত্যবিভূষিতই হও না কেন—
তাঁদের প্রতি
বিনীত অনুচর্য্যাপ্রবণ দাক্ষিণ্যমণ্ডিত শুশ্রূষাই
তোমার পক্ষে সম্ভ্রমাত্মক ও ফলপ্রসূ,
বিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা-আহরণী কীলক তাঁ'রা। ২৬৩৪।
১১।১২।১৯৫০, দুপুর ১-২০

যে-স্ত্রী স্বামীর অমর্য্যাদায়
স্ব-সাত্ত্বিক স্বার্থ-প্রণোদনায় বিক্রমবীর্য্যী হ'য়ে
তদপনোদনে দৃঢ়চিত্ত ও বদ্ধপরিকর না হ'য়ে ওঠে—
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সুরাহায়—স্মিত মন্ত্রে,—
তা'র অলস স্বামী-নিষ্ঠা
সন্তান-সন্ততিকে
সুনিষ্ঠ ওজঃপ্রকৃতিসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে না,
আর, এর শ্লথতা যেখানে যত—
ব্যতিক্রম, ব্যতীপাত ও
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারের সম্ভাবনাও
তেমনতরই সে-চরিত্রে। ২৬৩৫।
১১।১২।১৯৫০, রাত্রি ৭-২০

তুমি শ্রেয়সেবা ক'রছ—
কিন্তু দক্ষ, বিনীত, স্মিতবাচী,
শ্রেয়ার্থসন্দীপী, মনোজ্ঞ সদ্ব্যবহারসম্পন্ন নও,
ঠিক বুঝো—
তখনও তুমি আত্মম্ভরী বড়াইয়েরই পূজা ক'রছ,
শ্রেয়সেবা তখনও সুরুই হয়নি তোমার। ২৬৩৬।
১১।১২।১৯৫০, রাত্র ৭-৫৫

আদর্শে একত্বানুধ্যায়ী হও,
সঙ্ঘস্বার্থ বা সমষ্টিস্বার্থে সংহত হও,
পরাক্রমে সমর্থন কর তা'কে,
এক বাক্যে, একত্ব-পদবিক্ষেপে
বাস্তবায়িত ক'রে তোল তা'কে,
বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রশ্রয় দিও না—
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অব্যাহত রেখে,
ইষ্টার্থ-পরিণতির প্রকৃষ্ট পন্থানুসরণে
অনুকম্পী সহযোগিতায়
নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রেও,—
শক্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হবে। ২৬৩৭।
১২।১২।১৯৫০, বেলা ১১-২৫

আশীর্ব্বাদ মানেই বিধিবাদ—
অনুশাসন-বাক্য,
'তুমি দীর্ঘজীবী হও,
সুখে থাক,
স্বস্থ থাক'—
তা'র মানেই হ'চ্ছে তুমি তা'ই কর

যা'তে তুমি দীর্ঘজীবী হ'তে পার,
বেঁচে থাকতে পার বহুদিন ধ'রে,
তা'ই কর যা'তে সুখে থাকতে পার—
সুস্থ থাকতে পার,
তা' না ক'রে আশীর্ব্বাদ পেতে চাওয়া
নিরর্থক। ২৬৩৮।
১৩।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-১৫

যদি কাউকে ভালবাস
বা ভালবাসতে চাও,
অন্তরে অন্তরাসী থেকে
বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্ম
তদর্থ-পরিপোষক ক'রে তোল—
সর্ব্বান্তঃকরণে,
সব ব্যাপার ও কর্ম্ম
তা'র স্বার্থকেই সমর্থন করুক ;
প্রীতি বা ভালবাসা
ঐ পথেই জ্যোতিষ্মান হ'য়ে উঠবে
তোমার কাছে। ২৬৩৯।
১৩।১২।১৯৫০, রাত্রি ৭-৩০

পূরয়মাণ ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হও,
সহজনিষ্ঠ হও,
বৈশিষ্ট্যসংরক্ষী আচারসম্পন্ন হও—
বাক্যে, কর্ম্মে ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে
সবারই সাথে,
সানুকম্পী সহযোগপূর্ণ সেবানুচর্য্যায়

পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
এক কথায়, এক চলনে, এক আবেদনে,
এক সমর্থনে, এক জোটে,—
এমনি ক'রেই সংহতি লাভ কর সবাই ;
এই পারস্পরিক সেবানুচর্য্যা নিয়ে
ইষ্টার্থ-চলনায় যতই সংহতি লাভ ক'রবে,
শক্তিলাভ ক'রবে তত—
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে,
সম্মানিতও হবে তেমনি,
খতাবেও লোকে তেমনি তোমাদিগকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-ভাবে,
নয়তো, তোমাকে ও তোমার পরিবেশ নিয়ে সবাইকে
অবজ্ঞা ক'রবে বিদ্রূপ ক'রবে,
তাচ্ছিল্যে অবদলিত ক'রবে,
জীবন-যাপন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠবে
তা'দের ইতর বাক্যে, ইতর ব্যবহারে,
ব্যক্তিত্ব নিয়ে বৈশিষ্ট্য তোমার
অমর্য্যাদার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে ;
তাই বলি--এখন ওঠ, জাগ,
সাবধান হও,
বাক্য, ব্যবহার ও সেবানুকম্পী অনুচর্য্যায়
নন্দিত ক'রে তোল সবাইকে
ইষ্টার্থী পরিবেষণে,—
মহিমা গৌরব-মুকুটে
গরীয়ান অভ্যর্থনায়
পূরণ-প্রসাদী হ'য়ে চ'লবে। ২৬৪০ ।
১৪।১২।১৯৫০, সকাল ৮-৩৬

মিতব্যয়ী হও,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টার্থ-চলনে,
বজায় থাকতে, বৃদ্ধি পেতে
ও পরিবেশ-অনুচর্য্যায় বিহিত যা'—
কা'রও যোগ্যতার অপলাপ না ক'রে
উপচয়ী বর্দ্ধনায়
সামর্থ্যমাফিক যেখানে যা' লাগে—
তেমনি ক'রেই খরচ কর
যেখানে যেমন প্রয়োজন ;
কৃপণ হ'তে যেও না কিন্তু—
দৈন্যদষ্ট হবে না,
স্বচ্ছন্দতা তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রবে। ২৬৪১।
১৪।১২।১৯৫০, বেলা ১১-৪৫

তুমি যদি কা'রও কেউ না হ'য়ে থাক—
অন্তরাসী দায়িত্ব নিয়ে
পোষণ-অনুচর্য্যায়
মনোজ্ঞ বাক্-ব্যবহার ও শাসন-সংযমে
পালন-প্রবর্দ্ধনায়
স্বার্থসংরক্ষী উপচয়ী পূরণ-প্রদীপ্তি নিয়ে
নিরবচ্ছিন্নভাবে—
যে যতই থাক না তোমার
কাজের বেলায় কেউ নাই হ'য়ে যাবে ;
তোমার কেউ থাকে—যদি চাওই,—

দায়িত্বশীল অনুকম্পায়
তুমিও কা'রও কেউ হও। ২৬৪২।
১৪।১২।১৯৫০, বিকাল ৪-৪৫

দায়িত্বশীল দরদী অনুকম্পা তো নাই-ই
বরং স্বার্থলম্পট সমালোচনা যেখানে—
আত্মীয়তা ও স্বজন-সম্বন্ধ
লাঞ্ছিতই হ'য়ে চলে সেখানে। ২৬৪৩।
১৪।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬টা

ভাবের যেমন খাঁকতি
বোধেরও কমতি তেমনি—
ব্যবহারেও গলদ সেখানে। ২৬৪৪।
১৫।১২।১৯৫০, বিকাল ৩-৩০

ইষ্টার্থ-পরিবেষণে
গণকে একত্বানুধ্যায়ী ক'রে তোলা,
যৌন-প্রবৃত্তিকে
শ্রেয়কেন্দ্রিক সুসংস্থ ক'রে তোলা,
বৈশিষ্ট্য-প্রজননী শ্রেয়নির্দ্ধারিত বিবাহ
সহজ ও ত্বরান্বিত ক'রে তোলা,
স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসাদিকে
সহজ ও সুবিধাপ্রদ ক'রে তোলা—
সঙ্গে-সঙ্গে গণকে ঐ বিষয়ে প্রবুদ্ধ ক'রে
বর্ণানুগ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুসংস্থ ক'রে
পরস্পরকে পরস্পরের অন্তরাসী ক'রে তুলে

স্বতঃ-সহযোগী ক'রে তোলা—
তদনুপাতিক বৃত্তি ও জীবিকার
সাধু নিয়ন্ত্রণ ও নির্দ্ধারণে,
বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পকে
উপচয়ী উৎপাদনে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
মূল্যাদি যা'ই হোক—
মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টায় পেতে পারে
সহজে স্বাধীনভাবে—
এমনতর সরবরাহ ও নিয়মন করা,
নিরোধপ্রস্তুতিকে আধুনিক শ্রেষ্ঠতম সজ্জায়
সজ্জিত ক'রে রাখা
দূরদৃষ্টি নিয়ে—
আর, রাষ্ট্রসেবায় ঐগুলিকে
বিহিত পরিচর্য্যারত ক'রে
সুশৃঙ্খল সক্রিয়তায় পরিচালিত করা,
এই হ'ল মোটামুটি ;
এর ভিতর-দিয়েই সঙ্গে-সঙ্গে
শিক্ষা ও গবেষণাকে
উৎকর্ষে উৎসাহান্বিত ক'রে তুলতে হবে
সংহতিমূলক নিয়মনে,
রাষ্ট্রকে শান্তি, সুস্থি ও প্রবৃদ্ধিপরায়ণ
ক'রে তুলতে হ'লেই
মোটামুটি এইগুলিকে বিশেষভাবে
ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণে সহজ ও স্বতঃ ক'রে
সুসংহত ক'রে তুলতে হবে। ২৬৪৫ ।
১৫।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-১০

আস্থা রাখতে পার

পছন্দ কর যা'কে তা'তেই—

কিন্তু বল্গা হাতে রেখে। ২৬৪৬।

১৬।১২।১৯৫০, বেলা ১১-৪০

ইষ্টার্থ-চলনে

গণকে একত্বানুধ্যায়ী ক'রে তোল,

সুব্যবস্থ স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে দাও

গণসমূহকে—

নিয়ন্ত্রণী বল্গাকে কুশলকৌশলী আকর্ষণে ধ'রে,

বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত বিবাহ-সংস্কৃতিকে

উচ্ছল ক'রে তোল,

বৈশিষ্ট্যবিসৃজী বিহিত যৌন-সংশ্রবকে

স্বস্থ ও সুদৃঢ় ক'রে তোল—

বিবাহ-সংস্কৃতিকে সহজসাধ্য ও সুচারু ক'রে তুলে,

নারী-জীবনকে

সুনিষ্ঠ একসঙ্গতি-পরায়ণ ক'রে তোল,

জনগণকে

স্বাস্থ্য ও সদাচার পরিপালী ক'রে তোল—

চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা-সহ,

বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প

উৎপাদনমুখর উপচয়ী হয় যা'তে

তা'র বিহিত ব্যবস্থায় ত্বরিত ও সলীল হ'য়ে ওঠ,

বর্ণানুগ বৃত্তিস্থাপনে

বেকার-সমস্যার তিরোধান নিয়ে এস,

মানুষকে যোগ্যতায় যত্নশীল ক'রে

অর্জ্জন-ব্যাপৃত ক'রে তোল,

গণসমূহকে অসৎনিরোধ ও নিরাপত্তায়
পরাক্রমশীল ক'রে তোল—
প্রভূত ও প্রবল প্রস্তুতি-সহ,
শিক্ষা ও গবেষণায় বিদ্বৎপ্রকৃতিদিগকে
সুনিবিষ্ট নিয়োজনে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
এমনি ক'রে গণসমূহকে
স্বতঃ, সহজ, সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সহযোগিতায়
সুদৃঢ় সংহতিশীল ক'রে তুলতে হবে,
প্রতিপ্রত্যেকে যা'তে ব্যাপৃত থাকে
তৃপ্ত থাকে—
যা'র যা'র ক্ষেত্রে নিয়োজিত হ'য়ে—
অনতিবিলম্বে তেমন ব্যবস্থাকেই
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে হবে ;
তবেই তো সেই স্বাধীনতা
শান্তি, স্বস্তি ও ঋদ্ধি-পরিশোভিত হ'য়ে
শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে। ২৬৪৭।
১৬।১২।১৯৫০, দুপুর ১টা

যখনই দেখছ
ইষ্টার্থপোষণী সত্তাসংস্থিতিকে অবজ্ঞা ক'রে
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে অবলাঞ্ছিত ক'রে
তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণই হোক
আর কামক্রোধাদি প্রবৃত্তিই হোক—
ঔদার্য্যের মহড়ায় আত্মবিকাশ ক'রছে
ক্ষয়ক্ষু ক'রে সত্তা-সংহতিকে
অপলাপ ক'রে বিবর্ত্তনকে—

প্রবঞ্চনা-প্রলুব্ধ ঔদার্য্য তোমার
আত্মঘাতী পথ-অবলম্বনায়
সর্ব্বনাশকেই স্বাগত-সম্ভাষণ জানাচ্ছে—
এটা কিন্তু ঠিকই। ২৬৪৮।
১৬।১২।১৯৫০, বিকাল ৪-৩০

যে-উত্তেজনা ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যাকে
বিভ্রান্ত ও ব্যাহত ক'রে তোলে,
বিচ্ছেদকে আমন্ত্রণ করে,
গণবিদ্বেষ ও বিদ্রোহকে আবাহন ক'রে
সংহতির অপলাপ করে—
তা' কিন্তু শয়তানেরই আমন্ত্রণ-সঙ্গীত। ২৬৪৯।
১৬।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬টা

এই জীবনেই যদি সত্যকে উপলব্ধি ক'রতে পারলে—
তা'ই তোমার মহান লাভ,
নচেৎ মহাবিনাশ অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে;
প্রতি-ব্যষ্টিতে তৎস্থ হ'য়ে
তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানপ্রয়াসী যাঁ'রা—
তাঁ'রাই সত্যকে অধিগমন ক'রে থাকেন
অমর জীবনকে অধিগত ক'রে। ২৬৫০।
১৬।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-১৫

কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
জীবনের যা'-কিছু কর্ম্মকে
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে

ইষ্টার্থপোষণে বাস্তবায়িত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
কর্ম্মযোগীর বিশেষত্ব,
আর, কর্ম্মযোগই তা'ই । ২৬৫১ ।
১৭।১২।১৯৫০, সকাল ৯৫০

তোমার জীবনে শ্রেয় ব'লে যদি কেউ না থাকেন,
মুখ্য হ'য়ে যদি তিনি না ওঠেন তোমার কাছে,
স্বার্থ, প্রীতি ও প্রবৃত্তিগুলি
যদি সামঞ্জস্য নিয়ে
তদর্থপোষণী না হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
সমস্ত হৃদয় অন্তরাসী হ'য়ে
পোষণস্বার্থী সমর্থনে
ঐ স্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে না ওঠে—
যে-স্বার্থ সমবায়ী সামঞ্জস্যে
তোমার অন্তরাসী প্রীতিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে তোলে—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে
সব আচরণের ভিতর-দিয়ে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব অব্যবস্থ কিন্তু—
অব্যবস্থ মানব তুমি,
তোমার বিবর্ত্তন যা'-কিছু সব নিয়ে
সার্থক সমঞ্জসা হ'য়ে উঠবে না ;
কোন-দিক দিয়ে
জলুসপূর্ণ খ্যাতিমান বাক্তি হ'লেও
সে-জলুস তোমার স্বার্থ, প্রীতি ও প্রবৃত্তিকে
সব দিক দিয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে
দানা বেঁধে তুলতে পারবে না,
নিটোল মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে না তুমি ;

তাই, আসল কথাই হ'চ্ছে,
তুমি ও তোমার সন্তান-সন্ততি
যেই কেন থাক না তোমার—
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
সবারই শ্রদ্ধাকে উদ্দীপিত ক'রে
শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল,
ব্যক্তিত্ব সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার—
পরমেষ্টী-প্রবর্ত্তনায়। ২৬৫২।
১৮।১২।১৯৫০, সকাল ৯-১৫

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিও—
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিও—
তা'র বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদাকে পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে,
ঈশ্বরকে স্পর্শ ক'রবে তা'। ২৬৫৩।
১৮।১২।১৯৫০, বেলা ১১-৪৫

বিপন্নকে আশ্রয় দিও—
দায়িত্বশীল অনুকম্পায়,
ঈশ্বরে স্পর্শ লাভ ক'রবে তা'। ২৬৫৪।
১৮।১২।১৯৫০, দুপুর ১২-৩০

অসৎকে প্রশ্রয় দিও না,
দিলে শয়তানকে নন্দিত করা হবে। ২৬৫৫।
১৮।১২।১৯৫০, দুপুর ১২-৩১

তোমার প্রীতি অন্যে কৃতার্থতা লাভ করুক—
সার্থক হবে তা' সত্তাপ্রসাদে ;

তোমাকে ভালবেসে কৃতার্থ হোক কেউ—
তা' খতিয়ে চ'লতে যেও না,—
তা' কিন্তু শয়তানেরই প্ররোচনা ;
কিন্তু অপ্রত্যাশিত প্রীতি
তোমাকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলুক
ইষ্টার্থ-দীপনায়। ২৬৫৬।
১৮।১২।১৯৫০, দুপুর ১২-৩৫

প্রতিভাস্ফীত ব্যক্তি যাঁ'রা—
তাঁ'রা সহজ প্রাজ্ঞদিগেতে
অন্তরাসী হয়ে উঠতে চান না প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ স্ফীত-প্রতিভা
প্রবৃত্তির সংঘাত-স্ফীতি হ'তেই উৎপন্ন,
তাই, তা'র স্বতঃ-উদ্গতি হ'চ্ছে
হীনম্মন্যতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে,
তাই, তা'দের অহং স্বল্প-নমনীয়
ও ঔদ্ধত্যপ্রবণই সাধারণতঃ। ২৬৫৭।
১৮।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিশ্বগুরু বা বিশ্বশিক্ষক যাঁ'রা
তাঁ'দের আগমন
কোন বাঁধাধরা প্রত্যাশাকল্পিত বিজ্ঞতার
মর্ম্মরখচিত পথে
বা কোন নির্দ্ধারিত নীতির বেষ্টনীতেই যে হবে
তা'র মানে নেইকো—
বরং তা'র উল্টো,

মর্য্যাদাহীন আবেষ্টনীর ভিতর-দিয়ে
অচিন্তনীয় বিবর্ত্তনে
আগত হ'য়ে থাকেন তাঁ'রা প্রায়শঃই,
কিন্তু তাঁ'দের প্রজ্ঞা ও প্রকৃতি
স্বতঃ ও স্বাভাবিকভাবে
অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক ইষ্টার্থসন্দীপী,
পূরয়মাণ-প্রকৃতিসম্পন্ন,
প্রবর্দ্ধনায় প্রেরণাপটু,
বৈশিষ্ট্যপালী শিষ্ট-সংহতিপূর্ণ—
ঐটিই হ'চ্ছে একমাত্র নিশানা ;
চক্ষু যতই জ্যোতিষ্মান হোক না কেন—
অন্তরাসী আনতি ছাড়া
তাঁ'দিগকে চেনা একটা অচিন সমস্যা। ২৬৫৮।
১৮।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩৫

তোমার পক্ষে শ্রেয় যিনি—
মুখ্য যিনি তোমার জীবনে—
বা শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী যা'—
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে যা'ই কর না
তা'ই কিন্তু তোমার পক্ষে অপচয়ী ও অপকর্ষী,
কারণ, তাতে তোমার বোধ ও বৃত্তি
সংহতি-সার্থক হ'য়ে উঠবে না—
বিভ্রান্ত বিচ্ছিন্নতাতেই বিকীর্ণ হ'য়ে চ'লবে,
বোধি ও ব্যক্তিত্ব
দানা বেঁধে উঠবে না তোমাতে ;
তাই, শ্রেয়-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যেখানে যেমনতর যা' করণীয়—তা' কর,

ব্যক্তিত্ব
বিবৰ্দ্ধনে জলুসমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে। ২৬৫৯।
১৯।১২।১৯৫০, সকাল ৮-৩০

অসার্থক অসংবদ্ধ প্রবৃত্তি
সংঘাতে বিচ্ছিন্ন হ'লে
অনর্থক বিপর্য্যয়ী রূপ ধারণ করে,
ফলে, ব্যক্তিপ্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন ও বিরূপ আকারে
রূপায়িত ক'রে তোলে;
তাই, প্রবৃত্তি-সংহতিকে সার্থক সমঞ্জসা ক'রে
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী ক'রে তোল—সঙ্গত সমর্থনে,
নয়তো, অসতর্ক মুহূর্ত্ত
তোমাকে কোন্ জঞ্জালে নিক্ষেপ ক'রবে—
তা'র ইয়ত্তা নেইকো। ২৬৬০।
১৯।১২।১৯৫০, দুপুর ১২-৫০

বিষয়-বিবদ্ধ হ'য়ো না—
তাহ'লে, তা'কে সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে না,
অনাসক্ত সেবায় অমৃতপোষণী ক'রে তোল তা'কে,—
তোমার সত্তা পরিপোষিত হ'য়ে
অমৃত-অভিষিক্ত হ'য়ে উঠুক। ২৬৬১।
১৯।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

ত্বক্‌ও যেমন জীবনপোষণী যন্ত্র—
কৃষ্টিও তেমনি সত্তাপোষণী তন্ত্র,
সর্ব্বতোভাবে ত্বক্ ফেলে দিয়ে
বেঁচে থাকা কঠিন যেমন—

কুলসংস্কৃতি-উদ্ভূত, জৈবী-ধাতুসঙ্গত
কৃষ্টিগত শাখাপ্রশাখায় যে যেমনই থাক না কেন
মৌলিক কৃষ্টিকে ত্যাগ ক'রে
ঋদ্ধি লাভ করাও তেমনি ব্যত্যয়ী ও দুরূহ ;
তাই, যেখানে যা' সত্তাপোষণে তাৎপর্য্যশীল—
কৃষ্টি-অনুপ্রাণনায়
তোমার জৈবী-ধাতুগত সত্তায়
তা'কে তেমনি ক'রেই গ্রহণ ক'রো—
পরিপোষণী ক'রে তোমার সত্তাসংহতির,
নয়তো, বিকৃতির বিপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম
বেভুল পথে
বিনাশপন্থী ক'রে তুলবে তোমাকে,
তা' বংশানুক্রমিকতায়ও সংক্রামিত হ'তে পারে। ২৬৬২।
২০।১২।১৯৫০, সকাল ১০টা

আত্মঘাতী ওদার্য্য
প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী শাতনিক সংস্কার ছাড়া
আর কিছুই নয়—
যা' ইষ্টার্থী শ্রেয়কেন্দ্রিকতাকে বিকেন্দ্রিক ক'রে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতিকে
ছেদ-সন্তপ্ত ক'রে তুলে
মানুষকে নিকাশের অভিযাত্রী ক'রে তোলে। ২৬৬৩।
২১।১২।১৯৫০, দুপুর ১২-৪৫

ফাঁকা আত্মীয়তা স্থাপন ক'রতে যেও না
যা' শুধু বাক্যেই পর্য্যবসিত হয়,—
ব্যবহারে, কর্ম্মে ও সক্রিয়স্বার্থ-সমর্থনেও

যেন তা'র অভিব্যক্তি থাকে,
নয়তো, সব আত্মীয়তাই
মৌখিক হ'য়ে চ'লবে কিন্তু। ২৬৬৪।
২১।১২।১৯৫০, বিকাল ৩-২০

যা'তে তোমার অনুরতি যেমন অবিচ্ছিন্ন
নিয়ন্ত্রিত হবেও তুমি তেমনতরই
অন্তর-বাহির দু'দিক দিয়ে ;
তোমার অনুরতি শ্রেয়কেন্দ্রিক হোক,
অচ্যুত স্বার্থসন্দীপী হ'য়ে উঠুক শ্রেয়তে,
সুসঙ্গত সার্থক সমর্থন-সামঞ্জস্যে অন্বিত হ'য়ে
অন্তর-বাহিরে তা'র প্রকাশও হ'য়ে উঠুক তেমনি। ২৬৬৫।
২১।১২।১৯৫০, বিকাল ৩-২৩

সবার সহিতই প্রীতি সম্বন্ধ থাকা উচিত—
ইষ্টার্থপোষণী বাক্, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যা নিয়ে
—যা'তে তোমাদের সংহতি জমাট বেঁধে থাকে,
কিন্তু যা'র বা যা'দের সাথে
অপরিহার্য্যভাবে প্রীতিনিবদ্ধ থাকতে হয়—
যাওয়া-আসা, ভাবের আদান-প্রদান,
সত্তাপোষণী শ্রেয়ার্থসন্দীপী বাক্, ব্যবহার
ও সেবানুচর্য্যা নিয়ে
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
মেলা-মেশা, দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
উভয় পক্ষেই ঐ প্রীতিকে অপরিহার্য্য ক'রে তোলা
অতি সমীচীন,
নইলে, আপদ

বিঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি ক'রে
ছিন্নভিন্নতায়
সবাইকে বিপাকমর্দ্দিত ক'রে তুলতে পারে ;
কথায় বলে—'এলে-গেলে মানুষের কুটুম,
চাটলে-চুটলে গরুর কুটুম'। ২৬৬৬।
২১।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৫০

অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়কে পরিশুদ্ধ করা যায় না,
চাই, শ্রেয়ার্থসন্দীপী
বাক্য, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যাকে
দীপনপ্রভ ক'রে তোলা,
এমন-কি, যা'কে নিরোধ ক'রতে হবে
সে ক্ষেত্রেও
ঐ শ্রেয়ার্থসন্দীপী দীপনপ্রভ
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা নিয়েই চ'লতে হবে—
যা'তে সে আগ্রহাতিশয্য নিয়ে
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে ;
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত
যদি তা'কে ইষ্টানুচলনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সক্রিয় শুভসন্দীপী ক'রে তুলতে পার—
সে-ও মুক্তি পাবে,
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তৃপ্তিবাহী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদে তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে,
আর, তোমার ঐ অনুচর্য্যা
ঈশ্বরেই সার্থকতা লাভ ক'রবে। ২৬৬৭।
২২।১২।১৯৫০, সকাল ৮-১০

হীনম্মন্যতার সুহৃৎ-অনুচর—
পরশ্রীকাতরতা
আর আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুর্ব্বল সঙ্কোচ;
তাই, হীনম্মন্য ব্যক্তিরা সাধারণতঃ
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠদের সংসর্গ হ'তে দূরে থাকতে চায়,
আর, দম্ভী ঘৃণাব্যঞ্জক কৈফিয়তের
অবতারণা ক'রে
ঔদ্ধত্য-মদগর্ব্বী অবহেলার আবহাওয়া
সৃষ্টি ক'রে তুলতে চায়—
যা'তে বিনীত অভিনন্দনে
তাঁ'দিগকে অর্ঘ্যান্বিত ক'রতে না হয়,
তা'দের হ'তে হীন মনে করে যা'দিগকে
তা'দের সঙ্গ ও সাহচর্য্য মিষ্টি লাগে তা'দের,
কারণ, তা'দের কাছে ঐ হীনম্মন্য প্রবৃত্তি
অভিনন্দিত হয়—
আর, সংক্রামিতও হয় প্রায়শঃ। ২৬৬৮।
২২।১২।১৯৫০, সকাল ১০-১৫

অভিব্যক্তিই
অনুরক্তির অভিজ্ঞান বা নিশানা। ২৬৬৯।
২২।১২।১৯৫০, বেলা ১১-৩০

শ্রেয়সঙ্গ ও শ্রেয়চর্য্যায়
বিহিত অনুচলন যা'—
তা'কে ত্যাগ ক'রে
উদ্ধত ঔদার্য্যের শরণ নিয়ে থাকে যা'রা
—ভ্রান্ত তা'রা,

বীভৎস ব্যতিক্রম অদূরেই অপেক্ষা করে
তা'দের জন্য। ২৬৭০।
২২।১২।১৯৫০, বেলা ১২টা

ওগো কেবল! স্বয়স্তু! বশী!
অনুস্যূত প্রকৃতির অভিধ্যানী পরিক্রমায়
তমিস্রাকে বিদীর্ণ ক'রে
লীলায়িত ভঙ্গিমার আলিঙ্গন-গ্রহণে
বিসৃষ্ট উচ্ছলিত জলকুজ্ঝটিকার আবর্ত্তন-অভিদীপ্তিতে
বিস্ফারিত বিস্ফোটনে
উজ্জৃম্ভী আবেগে
লোকদীপ্তি প্রকট ব্রহ্মের পরিঘূর্ণনে
বিদ্যুল্লোলতার বিকাশ-ভঙ্গিমায়
ছন্দায়িত নর্ত্তন-অভিদীপ্তিতে
কল্লোদ্দীপী সৃজন-জৃম্ভনে
সূর্য্য-চন্দ্রের আবির্ভাবে
আবর্ত্তনী পরিক্রমায়
সপ্তলোকোৎসৃজনে
দিবারাত্রির উচ্ছল পরিক্রমা-পরিভূতিতে
উদ্ভাসিত সৃজনস্রোতে
বিসৃষ্ট অনুকল্পী ব্যষ্টির
প্রতিক্রিয়া সমষ্টির প্রত্যেকটিকে
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন ক'রে
সলীল সংক্রমণে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছ তুমি,
এই আমিও তোমারই সেই প্রবাহের
একটি বুদ্বুদ মাত্র—
বিবর্ত্তনী পরিক্রমার ভিতর-দিয়ে

এমনতরই ফুটে উঠেছি ;

সর্ব্বেশ্বর ! আমার যা'-কিছু সব
তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
নিরবচ্ছিন্ন জীবনের চলন্ত চেতনায়,
আমার পিপাসার জল, ক্ষুধার অন্ন,
জীবনের পোষণীয় উপাদান
তোমাতেই পরিশুদ্ধি লাভ ক'রে
আমাকে তোমারই প্রবর্ত্তনায়
অনুপ্রবৃত্ত ক'রে তুলুক,
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন সমষ্টির প্রত্যেকটি নিয়ে
ব্যষ্টিসঙ্গত সমষ্টিতে জীবন্ত হ'য়ে
শান্তি ও ঋদ্ধিতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক,
স্বস্তি, স্বধা, স্বাহা
অনন্ত জীবনের জাজ্বল্য স্মৃতিবাহী হ'য়ে
স্ফুটনদীপনায় সপরিবেশ আমাকে
জীবন্ত স্ফুরণে তোমারই অর্ঘ্য ক'রে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক ;
এ ক্ষুদ্র চেতনা তোমার প্রত্যেকটি পরশে
প্রাজ্ঞ তোমাকেই
সেবা-উপভোগে সার্থক ক'রে তুলুক ;
অদ্বিতীয় !
আমার জীবন তোমাতে তৃপ্ত হ'য়ে উঠুক,
প্রতিটি ব্যষ্টি তোমাতে তৃপ্ত হ'য়ে উঠুক—
সমন্বয়ী সংহতি নিয়ে—একপ্রাণতায়,
সমষ্টি,

বিশ্বের যা'-কিছু প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ
তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে উঠুক তোমাতে। ২৬৭১। *
২২।১২।১৯৫০, রাত্র ৭-৫০

বিশ্বস্ততাকে ফাঁকি দিয়ে
অন্যায্য-আহরণ-তৎপর যে যেমন যত—
চৌর্য্যবুদ্ধিও
প্রতিক্রিয়ায় তেমনি ক'রেই
তা'কেই মনোনীত ক'রে থাকে সাধারণতঃ,
এটা কিন্তু প্রায়শঃই। ২৬৭২।
২২।১২।১৯৫০, রাত্র ৯-৫০

তুমি যাঁকেই সমর্থন কর না কেন—
তা' যদি সঙ্গত-স্বার্থী না হয়,—
তা'ও কিন্তু বিপাক স্রষ্টা হ'য়ে উঠতে পারে;
তাই, বিষয় ও ব্যাপারকে অন্বিত ক'রে
শ্রেয়ানুপোষণে উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে যা'—
তেমনি ক'রেই তা' কর,
ঐ সমর্থনে তুমিও দীপ্ত হবে,
যাঁকে সমর্থন ক'রছ—সেও তৃপ্তি পাবে। ২৬৭৩।
২২।১২।১৯৫০, রাত্র ১০-২০

বিষয় ও ব্যাপারের বিচক্ষণ অনুধাবনা নিয়ে
শ্রেয়-তাৎপর্য্যে

---

* বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই প্রার্থনার মর্ম্ম বুঝতে গেলে চাই সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ সক্রিয় সম্বেগ—সেই সাথে চাই স্মরণ, চিন্তন, গভীরভাবে অর্থ-অনুধ্যান,—এইভাবে অগ্রসর হ'লে উপযুক্ত ফল পাওয়া যাবে।

তা'র বিন্যাস ও ব্যবস্থার ক'রো—
বিহিত মত—সঙ্গত সমীক্ষায়,—
দ্রোহবুদ্ধি জঞ্জালে ফেলবে কমই তোমাকে। ২৬৭৪।
২২।১২।১৯৫০, রাত্র ১০-২৫

অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি সুচর্চ্চিত হ'লে
সম্বেগকে বিক্রমেই পর্য্যবসিত ক'রে থাকে। ২৬৭৫।
২৩।১২।১৯৫০, বিকাল ৪টা

ইষ্টার্থপোষণী যজনানুগ যাজন
মানুষকে ঈশ্বরের দিকেই নিয়ে যায়। ২৬৭৬।
২৩।১২।১৯৫০, রাত্র ৮-৪৫

তুমি যেমনই হও,
তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি—
তাঁ'তে অন্তরাসী হ'য়ে
অচ্যুত অনুচর্য্যা-নিরততায়
তাঁ'র স্বার্থকে নিজ স্বার্থে পর্য্যবসিত ক'রে
তাঁ'রই সমর্থনে
তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায়
জীবনের যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তৎপোষণপ্রাণ যতই হ'য়ে উঠছ
শ্রদ্ধাবনত সন্ধিৎসুতা নিয়ে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে,
—ততই তোমার জীবন তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠছে,

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্" । ২৬৭৭ ।
২৩।১২।১৯৫০, রাত্র ৯-৪০

প্রাপ্তিপ্রত্যাশা যতক্ষণ তোমার আছে,
অনুরাগের উদ্বোধন ঘ'টেই উঠবে না তোমাতে—
যা' শ্রেয়কেন্দ্রিকতায় সংন্যস্ত হ'য়ে
নিজের সব যা'-কিছুকে
শ্রেয়ার্থপোষণী স্বার্থ ক'রে তুলে
জীবনকে সার্থক ক'রে তোলে ;
কিন্তু দেওয়ার প্রত্যাশা
সম্বেগোন্মাদনায় তোমাকে পেয়ে ব'সে
শ্রেয়কেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-পোষণী ক'রে তুলবে
তোমাকে যতই—
যোগ্যতা সমৃদ্ধ হ'য়ে তোমাতে
কর্ম্মোন্মাদনায় হওয়াকে আলিঙ্গন ক'রে
প্রাপ্তিতে সার্থক ক'রে তুলবে তোমাকে ততই ;
—এই হ'ল প্রীতির মোক্তা মরকোচ। ২৬৭৮ ।
২৩।১২।১৯৫০, রাত্র ১০-১৫

যখনই দেখছ—
পাওনাতেই অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ,
পাওনাকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়েছ,
অথচ তা'র উৎস—যা' হ'তে তুমি পাচ্ছ
তা'তে অন্তরাসী নও,
সে তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠেনি,
তা'র কাছ থেকে আত্মগোপন ক'রছ,

তা'কে যত্ন ক'রছ না,
রক্ষা ক'রছ না,
পালন-পোষণ ক'রছ না,
নির্ঘাত বুঝে নিও—
তোমার স্বার্থকে তুমি নিজেই পদদলিত ক'রছ,
তোমার স্বার্থ
তোমাকে অনতিবিলম্বেই উপহাস ক'রবে,
বিড়ম্বনা ও বিপাকই হবে তোমার
আড়ম্বরী অভিযান। ২৬৭৯।
২৪।১২।১৯৫০, সকাল ৭-২৫

যেখানেই যাও না কেন,
যে-ব্যাপৃতির ভিতরই পড় না কেন,
প্রথমেই মুখ্যতঃ ইষ্টার্থ-করণীয় যা'
তা'কে প্রথম ও প্রধান ক'রে নিয়ে
তৎ-উদ্দেশ্যে নিজেকে অন্তরাসী ও স্বার্থান্বিত ক'রে তুলে
তা'কেই মূর্ত্ত ক'রতে
অবিলম্বে বাস্তবে রূপায়িত ক'রতে
যা' যা' করণীয়—
তড়িৎ-সম্বেগ নিয়ে তা'র জন্য প্রস্তুত হবে
নিটোলভাবে—অদ্রোহী সংগঠনে,
দ্বিতীয়তঃ, তোমার ঐ করণীয়
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
যে যে উপকরণের দরকার
সেগুলি সংস্থান ক'রে
সমাবেশ ক'রে তুলবে,
আর, তা'র বাস্তব সংঘটনে

যাদুদণ্ডের মতন
বিহিত সৌকর্য্যে তা'কে ফুটিয়ে তুলবে—
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী গৌণ যা' তা'তেও মনোনিবেশ ক'রে,
তৃতীয়তঃ, সঙ্গে-সঙ্গেই দেখবে
দৃষ্টিকে একটু সুদূরপ্রসারী ক'রে—
যা' গ'ড়ে তুলছ
তা'র পোষণ, পুষ্টি, সুযোগ ও সুবিধার জন্য
কী কী প্রয়োজন,
কী সমাবেশ ও সংহতির সৌকর্য্য-পরিচর্য্যায়
সেটা স্বতঃ-জীয়ন্ত হ'য়ে থাকে,
তা' ক'রতে যা' যা' করণীয়
সেগুলির বিহিত ব্যবস্থা ও বিন্যাস ক'রে
সমাধানী কৃতিত্ব নিয়ে
ইষ্ট বা শ্রেয়কে অর্ঘ্য দিয়ে
আত্মপ্রসাদী অভিনন্দনায় সার্থক ক'রে তুলবে নিজেকে ;
—এ হ'চ্ছে সেই মরকোচ
যা' তুমি না চাইলেও
তোমার আত্মস্বার্থকে আপনা-আপনি
উচ্ছল চলনায় প্রবাহিত ক'রে তুলবে,
আর, এমনটি ক'রে না ক'রতে পারলেই
স্বার্থগৃধ্নু অকৃতকার্য্যতা
বিদ্রূপাত্মক বিড়ম্বনায়
তোমাকে বিপাকেই প্ররোচিত ক'রে নিয়ে যাবে। ২৬৮০।
২৪।১২।১৯৫০, সকাল ৯-২০

তোমার যা' ভাল লাগে তা'ই কর,
শুধু ক'রো না ইষ্ট বা শ্রেয়ার্থ-বিক্ষেপী যা'—

তা' তোমার বেলায় যেমন
অন্যের বেলায়ও তেমনি। ২৬৮১।
২৪।১২।১৯৫০, বেলা ১২টা

অন্যায় বা অত্যাচার
বিশেষতঃ অশুভসন্দীপী যা'—
তা' যা'র প্রতিই কর না কেন—
প্রতিক্রিয়ায় নানা আপদ্-মূর্ত্তিতে
তোমার কাছে হাজির হবেই কি হবে,
রেহাই পাবে না তা'র আক্রমণ থেকে তুমি,
তাই, হিসেব ক'রে চ'লো। ২৬৮২।
২৪।১২।১৯৫০ দুপুর ১২-২০

যা'রা অযথা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয়,
বা নির্য্যাতন করে—
তা' যদি সত্তাপোষণী না হয়—
তা'দের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরের জীবন্ত আশীর্ব্বাদকে
নিপীড়িত ক'রে তোলে,
সে-পীড়ন ঈশ্বরকেই স্পর্শ করে। ২৬৮৩।
২৪।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-১৫

সাংসারিক সব প্রীতিই খাদপূর্ণ প্রায়শঃ,
কিন্তু সুকেন্দ্রিক অচ্যুত আনতি
অভিব্যক্তি নিয়ে
প্রিয়কে পোষণপুষ্ট ক'রে তোলে যতই—
সেবাসম্বুদ্ধ যত্ন ও আদর-সম্বেগে—

খাদগুলি থিতিয়ে পরিশুদ্ধি লাভ ক'রতে থাকে
ততই। ২৬৮৪।
২৪।১২।১৯৫০, রাত্রি ৭-৪০

প্রত্যাশাপূর্ণ মুনাফাবাদী প্রীতি
যা' প্রিয়কে পোষণ-প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না—
বরং হৃদয়ে আঘাত ও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে,
তা'ই হ'চ্ছে প্রীতিতে প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ খাদ
যা' ভালবাসাকে ঘোলাটে ক'রে তোলে। ২৬৮৫।
২৪।১২।১৯৫০, রাত্রি ৭-২৫

তোমার প্রীতি যেমনই হোক না
খুঁতখুঁত ক'রো না,
প্রিয়কে ভালবাস—সুকেন্দ্রিক অচ্যুত আনতি নিয়ে,
আদর-যত্ন, সেবা-পরিচর্য্যায়
পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে তোল তাঁ'কে,
সহ্য ক'রো তাঁ'কে
ধৈর্য্য-অধ্যবসায়-সেবানুচর্য্যা নিয়ে,
আত্মপ্রসাদ লাভ কর—
এমনি ক'রেই প্রীতিতে স্বচ্ছ হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরের আশিস্‌ও বর্ষিত হবে তা'তে,
ওই সোমরস পান কর - যা' স্বর্গীয়,
আনন্দে উপভোগ কর। ২৬৮৬।
২৪।১২।১৯৫০ রাত্রি ৮-১০

প্রিয়পরমের স্বতঃ-উৎসারিত প্রীতি-অবদানকে
অবজ্ঞা ক'রো না,
গ্রহণ কর তা',

ঐ গ্রহণ যেন ফুল্ল করে তাঁ'কে,
কারণ, যে-জীবন তোমাতে অর্পিত হ'য়েছে
তা' সেই ভালবাসা-নিঃসৃত
যা' তোমাকে জীবনে জীয়ন্ত ক'রে তুলেছে,
আর, তা' তোমাতেই বসবাস ক'রছে—
বিকীর্ণ ক'রে জীবন ও প্রীতির দীপন ছটা,
প্রত্যাখ্যান ক'রো না তাঁ'র অবদান—
প্রতিহত ক'রো না তা'কে,
ভৎ'সিত ক'রো না তা'কে,
তা' কিন্তু ঐ জীবনস্তম্ভকেই
ম্রিয়মাণ ক'রে তুলবে। ২৬৮৭।
২৪।১২।১৯৫০, রাত্র ১০টা

প্রীতিই সেই মুগ্ধ আকর্ষণ
যা'তে জীবন উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
সত্তার সব উপকরণকে একীভূত ক'রে—বাস্তবে। ২৬৮৮।
২৬।১২।১৯৫০, দুপুর ১২-৫০

তোমার যা'-কিছু
অন্বিত সামঞ্জস্যে স্বর্থান্বিত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায় সার্থক হ'য়ে
পরমসার্থকতাকে যখনই স্পর্শ ক'রল—
পরমার্থ-প্রাপ্তি চেতন সমীক্ষায়
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলল তখনই;
আর, ঐই তোমার পরমার্থ। ২৬৮৯।
২৬।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৪৫

সুরাহায়, সহজভাবে সম্মুখীন হ'য়ে
শ্রেয়ার্থসন্দীপী গণকল্যাণী স্বার্থ
যদি সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে না-ই পার,
ধীর চক্ষুতে দেখে নিও—
বহিঃ-পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বতঃ সন্দীপনায়
সুযোগ ও সুবিধামতন তা'র সমাধান ক'রতে পার কিনা—
যা'তে, পরোক্ষতঃ শ্রেয়ার্থসন্দীপী গণকল্যাণী স্বার্থ
যাদু-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তোমার আয়ত্তে এসে পড়ে;
দূরদর্শী নিয়ন্ত্রণে
নিয়োগ-ব্যবস্থিতির সহিত
পরিস্থিতিকে যতই
তোমার অনুকূলে সংহত ক'রে তুলতে পারবে—
ঐ পরিস্থিতির সহযোগিতায়
কৃতকার্য্যও হবে তুমি ততই
—ত্বরিত দীপনে। ২৬৯০।
২৮।১২।১৯৫০, সকাল ৭-২০

মানুষ যা' বুঝতে পারে না
তা' তো বোঝেই না—
বরং তা' বোঝবার একটা আগ্রহ থাকতে পারে,
কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে
ভিত্তিহীন সৃষ্ট ধারণায় আগ্রহান্বিত হ'য়ে
যখন চ'লতে যায়,—
অভিব্যক্তি, ব্যবহার ও অনুপাতিক চালচলন নিয়ে
ব্যক্তি, বিষয় বা ব্যাপারের যে-চলনা

তা'র সাথে দ্বন্দ্বসঙ্কুল পর্য্যালোচনা
যখন চ'লতে থাকে,—
দ্বিধা বা সন্দেহই হ'য়ে ওঠে
তা'র মনের স্বভাবসম্বদ্ধ প্রকৃতি,
কেননা, ঐ ধারণার পড়তাতেই
সে বিবেচনা ক'রতে চায়,
অব্যবস্থ অমূলক অনুমানই
তা'র জীবনের মান হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন ঃ—
"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"
সেখানে একমাত্র উপায়ই হ'চ্ছে—
মনে যা'ই আসুক না
যে-অবস্থায়ই যে পড়ুক না—
ইষ্টার্থ-শ্রেয়সন্দীপনায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে
তৎকর্ম্মব্যাপৃতি নিয়ে চলা
বাস্তবের পথে
সক্রিয় সার্থকতায়। ২৬৯১।
২৮।১২।১৯৫০, সন্ধ্যা ৬-৩০

যে-বৃত্তি তোমাকে অভিভূত ক'রে চালাচ্ছে
তখন সেই বৃত্তিই কিন্তু
তোমার নায়ক-বৃত্তি বা নায়ক-প্রবৃত্তি,
তা'র অনুকূল যা' তা'ই তোমার ভাল লেগে থাকে
প্রায়শঃ—
করও তাই,

ঐগুলিই হ'চ্ছে ঐ নায়ক-বৃত্তির অনুকূল গ্রহ ;
ইষ্টার্থপোষণী শ্রেয়সন্দীপী কোন প্রবৃত্তি দ্বারা
অমনতর অভিভূত হ'য়ে যখন চল—
সেই গ্রহই হ'চ্ছে তোমার বৃহস্পতিগ্রহ,
তদনুকূল যা'-কিছু
তৎপন্থী যা'-কিছু
তা'ই তোমার তখন ভাল লাগবে—
আর ক'রবেও তুমি তা'ই,
তখন অন্য কোন প্রবৃত্তিই বল
আর গ্রহই বল—
কেউ কিছু ক'রতে পারবে না তোমাকে,
কারণ, তোমার কেন্দ্রে অধিপতি হ'য়ে
নায়ক-প্রবৃত্তি রূপে
ঐ গুরুগ্রহই তোমাকে চালাচ্ছেন
উচ্চ ইষ্টার্থপোষণী কৃতি-অভিলাষ নিয়ে,
আবার, ঐ প্রবৃত্তি যখন
নিজের স্বার্থসেবায়
ইষ্টার্থকে ভাঙ্গিয়ে
তা'র পূরণপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে চ'লছে—
তখন ঐ বৃহস্পতি বা গুরু
তোমার কাছে নীচস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন,
তখন কৃতির জলুস হয়তো
বেকুব প্রাপ্তিতেই পরিসমাপ্তি লাভ ক'রবে ;
তাই, গ্রহ-বিপর্য্যয়ের স্বস্ত্যয়নীই হ'চ্ছে
ইষ্টার্থপোষণী শ্রেয়সন্দীপী হ'য়ে
সক্রিয় কৃতকার্য্যতায়
ইষ্টার্থকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলা,

তাই আছে—"কিংকুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে
যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ ?" ২৬৯২ ।
২৮।১২।১৯৫০, রাত্রি ৭টা

বিদ্যার্থীর রীতি এমনই—
গুরুর চরণ-যুগলে ভক্তিবদ্ধ হও,
তৎ-চলন-অনুসারী হ'য়ে চল,
সেবার আলো হাতে ক'রে
সমীচীন প্রশ্নে গুরুকে প্রসন্ন ক'রে
তৎ-প্রদত্ত বুঝ অন্তরে ধারণ কর,
গুরু যা' বলেন
নিখুঁতভাবে
তা'র ত্বরিত সমাধানে
ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির সুরতরঙ্গে
বোধিকে প্রকট ক'রে তোল। ২৬৯৩ ।
২৯।১২।১৯৫০, বেলা ১২টা

মানুষের ভিতর যখন
জ্ঞানের বীজ গজায়—
সে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে জ্ঞানী,
কিন্তু তা'র রকম-সকম চলন-চরিত্র যা'-কিছু
ঐ অন্তর্নিহিত বীজেরই অধিনায়কত্বে চ'লে থাকে,
আর, সেই জ্ঞানই সত্তা-অনুস্যূত—
তাই, সে সহজ মানুষ ;
কিন্তু যে ভাবে যে সে জ্ঞানী—
বুঝতে হবে,

তা'র মধ্যে সত্তাসঙ্গত জ্ঞানবীজের
অঙ্কুরণ হয়নি তখনও। ২৬৯৪।
২৯।১২।১৯৫০, রাত্র ৮-৩০

আর্য্যদিগের, বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদিগের
কা'রো সহিত
বিহিত বৈশিষ্ট্যানুক্রমিকতার অনুসরণে
কোন নারী যদি বিবাহনিবদ্ধ হয়—
আর, তা' যদি ঐ কৃষ্টি-অনুগ সুসঙ্গত
প্রাকৃতিক বিধানেই সম্পন্ন হ'য়ে থাকে—
তবে তা' অচ্ছেদ্য, অপরিহারযোগ্য,
বিশেষ অপরিহার্য্য ব্যত্যয়ী কারণ ব্যতীত
তা'র বিচ্ছেদ ঘটালে
মানুষের কেন্দ্রায়নী প্রকৃতি পর্য্যুদস্ত হ'য়েই চলে;
কিন্তু যেখানে কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে
ঐ বিবাহ তথাকথিতভাবে নিষ্পন্ন হয়—
সেটাকে প্রাকৃতিক বিধি-উল্লঙ্ঘী ব্যভিচার ব'লেই
গণ্য ক'রে নিতে হবে;
বৈশিষ্ট্যানুগ সুসঙ্গতির সহিত
প্রাকৃতিক বিধি-অনুসৃত অনুলোমক্রমিক বিবাহ—
সবর্ণ, অসবর্ণ বা বাহ্যসমাজ-সংশ্লিষ্ট—
যা'ই হোক না কেন—
তা' অচ্ছেদ্য ও অকাট্যই সাধারণতঃ,
সমাজও তা' গ্রহণ ক'রে নিতে বিধানতঃ বাধ্য,
যে-সমাজ তা'কে উল্লঙ্ঘন করে—
তা'ও কিন্তু পাপ-প্রবর্ত্তক। ২৬৯৫।
২৯।১২।১৯৫০, রাত্র ৯-৩০

একপঞ্চাশত্তম ঋত্বিক্-অধিবেশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

ইষ্টার্থে আপ্রাণ হ'য়ে চল,
উত্তাল হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টার্থী বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্মচর্য্যা নিয়ে
খর-প্রস্রবণে,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
তোমাদের পাথেয় হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে নাও,
তা' ছাড়া, যে-কোন প্রত্যাশাই আসুক না কেন—
ইষ্টার্থী নিয়ন্ত্রণে তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলে
বাস্তবতায় ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে তোল ;
ঐ-ই তোমাদের ধর্ম্ম হোক,
ঐ-ই তোমাদের তপস্যা হোক,
ঐ-ই তোমাদের জীবনীয় কর্ম্ম হ'য়ে উঠুক,
সংহত ক'রে তোল সবাইকে ইষ্টার্থী-সন্ধিৎসায়,
অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক সবাই তাঁ'তেই,
—এই সংহতিই আনবে শক্তি,
এই সংহতিই আনবে কৃতি-অভিদীপনা,
এই সংহতিই তোমাদের কৃতিত্বের অমৃত-সিংহাসনে
অধিরূঢ় ক'রে রাখবে—
যোগ্যতার জাগ্রত উপঢৌকনে,
ঐই তোমাদের জীবন,
ঐই তোমাদের অমৃত-অভিযান ;
অবশ হ'য়ে থেকো না,
নিথর হ'য়ে থেকো না,
স্বার্থগৃধ্নু প্রত্যাশাবিবদ্ধ হ'য়ে থেকো না,
ছিঁড়ে ফেল পিছনের যা'-কিছু,

উতরোলে এগিয়ে চল,
ছিঁড়ে-ফেলা যা'-কিছু সব
ঐ যোগসূত্রে সংহত হ'য়ে
অমৃত-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
ওঠ, দাঁড়াও,
সাবুদ হ'য়ে চল.
বরেণ্যকে বোধে এনে ফেল,
বরণীয় হও,
এই বরেণ্য অভিযান তোমাদিগকে
সক্রিয় ক'রে তুলুক,
সুখী ক'রে তুলুক,
সুদীর্ঘজীবী ক'রে তুলুক—
পরিবারের যা'-কিছু সব নিয়ে,
পরিবেশের যা'-কিছু সব নিয়ে,
পরিস্থিতির যা'-কিছু সব নিয়ে—
ইষ্টার্থী অনুপ্রেরণী অমর-অভিনন্দনায়। ২৬৯৬।
৩১।১২।১৯৫০, দুপুর ১টা

প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ স্বার্থসন্ধিক্ষুতার তল্‌ছা টান
অনেক সময়
এমনই অন্তরের গভীরতম প্রদেশে
বসবাস করে—
সত্তার বহুরূপী সজ্জার ভিতর-দিয়ে
এমনতরভাবেই আত্মপ্রকাশ করে যে,—
মানুষ বুঝতে পারে না
এর অন্তরালে কী অন্তর্নিহিত প্রলোভন
কেমন ক'রে কী কাজ ক'রছে,

চালাচ্ছে সে কী ক'রে তা'কে,
এমন তো করেই, তা'ছাড়া আরও
বিবেচনার অন্তর-চক্ষুকে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে দেয় না,
বিবেচনাগুলি প্রায়শঃই
একপেশে স্বার্থসন্ধিৎসু অনুকল্পনা নিয়েই চলে,
সর্ব্বতোভাবে একসূত্রসঙ্গত হয় না ;
নিস্তারের পন্থাই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায় সক্রিয় সম্বেগ নিয়ে
ইষ্টার্থ-বাস্তবীকরণে
নিজের সমস্ত প্রত্যাশাকে আহুতি দেওয়া,
ইষ্টার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে তোলা,
তড়িৎ-সম্বেগে বাস্তবায়িত ক'রে চলা,
নয়তো, বিক্ষেপের বিক্ষুব্ধ বিক্রম
অটু-আলিঙ্গনে
অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ;
ত্বরিত চল, সাবধান হও। ২৬৯৭ ।
৩১।১২।১৯৫০, রাত্র ৯-৩০

যদি প্রত্যাশাবিলোল থাক,
তোষামোদ-সংক্ষুধ হও,
ইষ্টার্থই যদি তোমার স্বার্থ হ'য়ে না ওঠে
সর্ব্বতোভাবে—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে,—
আশীর্ব্বাদ উচ্ছল বর্ষণে বর্ষিত হ'লেও
প্রাপ্তি অজচ্ছল হ'য়ে এলেও

তুমি পাবে না তা'—
সে-পাওয়া তোমার হ'য়ে উঠবে না,
কারণ, ঐ প্রত্যাশা বা তোষামোদ-সংক্ষুধা
তোমার আচার, ব্যবহার, চাল-চলনকে
এমনতর ক'রে তুলবে—
তোমার অজ্ঞাতসারে
যে-দানই আসুক না কেন তোমার কাছে
তা' সংঘাতপ্রাপ্ত হবে,
প্রত্যাখ্যাত হবে তা';
নিজেকে উজাড় ক'রে
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থী হ'য়ে ওঠ,
না-চাওয়ার শূন্য পাত্র
অনুগ্রহের অনুদীপ্তিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। ২৬৯৮।

১।১।১৯৫১, সকাল ৮-১৫

ম্লেচ্ছই হোক, পতিতই হোক,
অসংস্কৃতই হোক
আর যে-কোন দুষ্কৃতই হোক না কেন,
তা'রা মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক,—
সাংস্কৃতিক প্রবোধনায়
সমাজের উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ ক'রে
বিহিত সাংস্কৃতিক পরিপোষণে
যা'রা ও যে-সমাজ তা'দিগকে
শ্রেয়শ্রদ্ধী উন্নত প্রগতিশীল ক'রে তোলে
বিবর্ত্তন-অভিদীপ্তিতে—
তা'রা দেবমানব,
সে-সমাজও দেবসমাজ;

ধাতার অজচ্ছল আশীর্ব্বাদ
বিপর্য্যয়ের বিঘূর্ণি ভেদ ক'রেও
তা'দিগকে অভিনন্দিত ক'রে থাকে,
আর, দায়িত্বশীল, সক্রিয়, সমর্থনী, সহযোগপূর্ণ
যা'রা তা'তে—
তাঁ'র আশিস্ বর্ষিত হয় তা'দের উপরও। ২৬৯৯।
১।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৩০

নিজের সব রকম স্বার্থপ্রত্যাশাকে অবজ্ঞা ক'রে
ইষ্টার্থী-স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
চ'লতে হবে—
অচ্যুত আনতি নিয়ে,
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে, উপচয়ী বাস্তবিকতায়,
দ্রোহমোচক হ'তে হবে—
দ্রোহকারক না হ'য়ে যথাসম্ভব,
প্রত্যেকের শ্রেয়-বৈশিষ্ট্যকে উল্লসিত ক'রে
অসৎ যা'-কিছু নিরোধ ক'রতে হবে
কূট-চাতুর্য্যে, কুশলকৌশলে—
তা' যেখানে যেমন প্রয়োজন,
ইষ্টার্থপোষণী সংহতিকে
সুদৃঢ়ভাবে সংহত ক'রতে হবে—
বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ ও বিপর্য্যয়ের অবসান ঘটিয়ে,
বিশ্বের সাংস্কৃতিক যা'-কিছু
তাৎপর্য্যানুপাতিক বিন্যাসে গুচ্ছীকৃত ক'রে
সম্যকভাবে একসূত্রসঙ্গত ক'রে তুলতে হবে
ইষ্টার্থী-সংগঠনে,
বাক্যকে সুকর্ষণে তড়িৎশক্তিসম্পন্ন

চৌম্বক-আকর্ষী ক'রে তুলতে হবে
উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলে,
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম ও চলন-চরিত্র—
সব যা'-কিছুই যেন পরস্পর-সঙ্গতিসম্পন্ন,
ইষ্টার্থপোষণী হ'য়ে ওঠে,
বিশেষ লক্ষ্য ক'রে বিবেচনার সহিত
অমনতর বিন্যাসে পা ফেলেই চ'লতে হবে। ২৭০০।
২।১।১৯৫১, দুপুর ১-৩০

তুমি যা'ই কর না কেন—
তা' যখন সংশ্লিষ্ট সব-কিছু নিয়ে
অর্জ্জন-বর্জ্জনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-অন্বয়ে
সার্থক সামঞ্জস্যে
সক্রিয় বাস্তবতায়
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপোষণী হ'য়ে উঠবে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়,
সুষ্ঠু ফলপ্রসূ হ'য়ে
অভিনন্দিত ক'রে তুলবে তাঁ'কে,
—ঐ যুক্তকর্ম্মই আমন্ত্রণ ক'রবে কর্ম্মসন্ন্যাস;
ঐ-প্রবৃত্তি-সংস্রষ্ট ইষ্টার্থপোষণী কর্ম্মপ্রকৃতিকেই
কর্ম্মসন্ন্যাস ব'লে অভিহিত করা যায়। ২৭০১।
৩।১।১৯৫১, সকাল ৯টা

ইষ্টার্থ-অভিদীপনায়
যা'দের ধী স্থিতি লাভ ক'রেছে—
তা'রাই মুনি। ২৭০২।
৩।১।১৯৫১, সকাল ৯-৪৫

অভ্যাসে সত্তা-অনুস্যূত হ'য়ে
যোগ্যতায় যা' প্রতিভাত হ'ল—স্বভাবে
—তা'ই কিন্তু পেলে,
প্রাপ্তিও তা'ই। ২৭০৩।
৪।১।১৯৫১, দুপুর ১টা

যা'রা ধর্ম্মের পূরয়মাণতাকে ব্যাহত ক'রে
তা'র ভাগবত-সঙ্গতিকে অবদলিত ক'রে
পূরয়মাণ পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান তথাগতকে
অবলাঞ্ছিত ক'রে
কৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও ব্যত্যয়ী ক'রে
সংহতিতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
ব্যষ্টিকে সংমূঢ়, স্বার্থলোলুপ ও বিকেন্দ্রিক ক'রে
সংহত সহযোগিতাতে বিক্ষেপ এনে
সমষ্টিকে পরাভূতির পদদলনে আয়ত্তে নিয়ে এসে
সত্তাকে শোষণ ক'রে
আত্মপুষ্টির হিংস্র চলনে চলে—
তা'রা যে বা যা'ই হোক না কেন—
স্বার্থপর শোষকবৃত্তিসম্পন্ন, অসৎদম্ভী,
প্ররোচকও তা'রা, প্রবঞ্চকও তা'রা;
এদের হ'তে সাবধান থেকো,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতিতে
ভাঙ্গন যা'তে কিছুতেই না ধরে—
দায়িত্বশীল, সহযোগী, সানুকম্পী হ'য়ে
সমাবেশকে প্রবল প্রস্তুতির সহিত
তেমনতর সুদৃঢ় ক'রে তোল,
অসৎকে হেলায় নিরোধ ক'রে

সত্তাকে যা'তে দীপ্ত স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে পার—
যোগ্যতার তড়িৎ-বিক্রমে
প্রবল পরাক্রম নিয়ে তা'ই কর ;
নয়তো, ঝঞ্ঝাগর্জ্জনে বিপর্য্যয় এসে
ধ্বংসের দিগ্‌দারী রৌরুদ সঙ্গীতের অবতারণা ক'রে
সর্ব্বনাশেই নিয়ে যাবে তোমাদিগকে—
নিঃশেষে নিকেশ ক'রবে। ২৭০৪।
৪।১।১৯৫১, রাত্রি ৭-১৫

তোমার নিজের করণীয় যা'
তা' যদি সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা ও শুদ্ধসম্বেগের সহিত
বিহিতভাবে পরিপালন না কর—
প্রবৃত্তির অপধ্বংসী অপচারে
নিজের শক্তির অপলাপ তো হবেই,
তা' ছাড়া, পরিবেশকে উৎচেতিত করার সম্বেগও
তোমাতে স্তিমিত হ'য়ে উঠবে ;
যেমনতর ভালই ক'রতে যাও না কেন
সে-করা ক্ষতিরই আমন্ত্রক হ'য়ে উঠবে
তা'দের পক্ষে—
তোমারও তদ্রূপ। ২৭০৫।
৫।১।১৯৫১, সকাল ৮-৫৫

সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপোষণী প্রবণতায়
সুকেন্দ্রিক অচ্যুত আনতি নিয়ে
সক্রিয় বাস্তবে
তাঁকে উপচয়ে পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে যতক্ষণ না চ'লছ—
ফল কথা,

তাঁকে জীবনে যতক্ষণ মুখ্য ক'রে না তুলছ—
ততদিন বুদ্ধিও থাকবে বিপর্য্যয়ী,
ভাবনাও চ'লবে অসঙ্গতি নিয়ে,
আর, ঐ অসঙ্গতি
অনাস্থষ্টির অবতারণা ক'রে
তোমাকে শান্তিশূন্য ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
যা'ই তা'ই কর না কেন—
একটা ফাঁকা অভাব-বিজৃম্ভণ
তোমাকে তৃপ্তই হ'তে দেবে না কিছুতেই। ২৭০৬।
৬।১।১৯৫১, বেলা ১১টা

অসৎকে যদি নিরোধ ক'রতে চাও,
নিরসনই ক'রতে চাও তা'কে,
আর, সে যদি সম্ভারপ্রতুল বলশালীই হয়—
সম্বৃদ্ধ প্রস্তুতিতে
উচ্ছল ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থিতি নিয়ে
দক্ষ, ক্ষিপ্র, কুশলকৌশলী তৎপরতায়
অলক্ষ্য নীরবতায় গা ঢাকা দিয়ে
উপযুক্ত উচ্ছল বল ও উপকরণ নিয়ে
প্রস্তুত হ'য়ে থেকো,
প্রতিপক্ষের ঐ সম্ভারগুলিকে
বিচ্ছিন্নতায়—
বিভক্ত ক'রে নিয়োজিত ক'রে রেখো,
—তা' এমনতরভাবে
যা'তে তোমার সম্ভাব্য সব দিকটাকেই
সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ক'রে
নিরোধ ও নিরসন ক'রতে পার

ঐ তুরীয় তাণ্ডবকে ;
প্রতিপক্ষকে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন সমাবেশে
এমনতর নিয়োজিত ক'রবে
যা'তে তা'দের প্রভূত বলও
তোমার ঐ নিরোধ ও নিরসনকে
প্রতিরোধ ক'রতে না পারে ;
এই প্রস্তুতি যতক্ষণ তোমার
পূর্ণ, সুব্যবস্থ, নিয়ন্ত্রণ ও সংযোগ-সুষ্ঠু,
দক্ষ, কুশলকৌশলী না হ'য়ে উঠছে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওতে হস্তক্ষেপই ক'রতে যেও না ;
নিরসন যদি চাও—
নির্ঘাত হ'য়ে ওঠ,
অব্যবস্থ একদেশদর্শী ঔদ্ধত্য-আবিল পদক্ষেপ
তোমাকে যেন ব্যাহত না ক'রে তোলে । ২৭০৭ ।

৬।১।১৯৫১, দুপুর ১২-২৫

যা'কে যে-কোন বিষয়ে অনুরোধ কর না কেন—
সমাধান ক'রতে বল না কেন—
আনত-অনুকম্পী ক'রে
তখনই তা' ব'লো
যখন ঐ বলায় সে প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে
নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব নিয়ে
তা' সম্পাদন করে
সর্ব্বতঃ সম্পূর্ণতায় ;
নইলে, ঐ অসমাপিকা উদ্দীপনা
তা'কে ক্রমশঃই অযোগ্যতার অভিভূতিতে
আবিষ্ট ক'রে তুলে চ'লবে । ২৭০৮ ।

৬।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৪৫

১। মানুষকে স্বকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল,

২। তপঃপ্রয়াসী ক'রে তোল,

৩। প্রাত্যহিক ইষ্টার্থী প্রীতি-অর্ঘ্য নিবেদনে
অটুট ও উচ্ছল ক'রে তোল,

৪। সদ্-যাজী ক'রে তোল,

৫। কৃষ্টিতে কৃতবিদ্য ক'রে তোল—
অচ্যুত-নিষ্ঠাসম্পন্ন ক'রে
শ্রেয়তে সক্রিয় শ্রদ্ধাশীল ক'রে,

৬। বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সুসঙ্গতিতে
তা'দের চরিত্রকে গঠনতৎপর ক'রে তোল,

৭। যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তুলে
উৎপাদন-সচ্ছল ক'রে তোল—
প্রস্তুতি, ব্যবস্থিতি ও মিতব্যয়-সিদ্ধ ক'রে,

৮। স্বাস্থ্যনীতি ও প্রতিষেধী-ব্যবস্থিতিতে
দক্ষ ক'রে তোল,

৯। শিক্ষাকে যোগ্যতাসন্দীপী ক'রে তোল,

১০। দ্রোহমোচক, অসৎনিরোধী, পরাক্রমশালী
ক'রে তোল,

১১। রিপুপরবশ, অসৎপ্রতিগ্রাহী ও ঋণগ্রস্ত হ'য়ো না
এবং যা'তে কেউ না হয় তা'ই ক'রো,

১২। সহজ সেবানুকম্পিতার ভিতর-দিয়ে
সাহায্য ও সৎনিয়ন্ত্রণে
অশক্ত, অযোগ্য যে
সক্ষম ক'রে তোল তা'কে
যা'তে কেউ ভার হ'য়ে না ওঠে কা'রও,

১৩। অচ্ছেদ্য ইষ্টপ্রাণন-সংঘবদ্ধতায়
স্থদৃঢ়-সংহতিসম্পন্ন ক'রে তোল তা'দের,

১৪। স্বামী-স্ত্রীতে একাত্মবোধ উদ্দীপ্ত ক'রে
সম্বর্দ্ধনার অনুশীলনে
সংসারকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল,

১৫। শুদ্ধি, সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
স্থপ্রজননকে স্থদৃঢ় ক'রে তোল—
জৈবী-সংস্থিতিকে বোধিপ্রখর
সক্ষম, স্থদীর্ঘজীবনীয় ক'রে,

১৬। বৈশিষ্ট্য-অনুচর্য্যায় নিজেকে শিষ্ট
অন্যকেও স্থষ্ঠু ক'রে তোল—
পরিবেশকে আপ্তীকৃত ক'রে
সৎ-প্রবুদ্ধিপ্রেরণা-সঙ্গতিতে ;
নিজে সংযত ও মৈত্রীচলনশীল থেকে
যখন যে-পরিবেশেই যাও না কেন—
সেই পরিবেশের ভিতর যাঁ'রা গণ্যমান্য,
ওজঃদীপ্ত কর্ম্মঠ যাঁ'রা,
তাঁ'দিগকে তোমার শ্রেয়বাদের
সহায়ক, সমর্থক ও সক্রিয় সম্পোষক ক'রে নিও
যা'তে স্বতঃই তাঁ'রা
তোমার সহযোগী হ'য়ে ওঠেন,
আর, ঐ সহযোগের ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়-পরিবেশনে
সবাইকে
সত্তার সঙ্গতিতে সংহত ক'রে তোল,
আদর্শপ্রতিষ্ঠায় পরস্পর পরস্পরকে অনুবদ্ধ ক'রে
এই চলনাকে

যতই সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার গতি ও বিস্তার
বলশালী ও বিস্তীর্ণ হ'য়ে উঠবে ততই -
ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় সুসংহত ক'রে সবাইকে—
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সহযোগী সম্বর্দ্ধনায়,
যোগ্যতায়, স্বস্তির দীপকরাগে ;
এই ষোড়শ অনুশীলন
প্রত্যেকেরই অনুশীলনীয়—
বিশেষতঃ ঋত্বিকদের পক্ষে তা' তো অনুশীলনীয় বটেই,
তা'ছাড়া, অন্যকে
তদনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে তোলাই
তা'দের দায়িত্বশীল বৈশিষ্ট্য। ২৭০৯।
৬।১।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

দ্রোহমোচী, শান্তি-সংস্থাপক যা'রা—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে
অভিষিক্তই হ'য়ে ওঠে তা'রা। ২৭১০।
৭।১।১৯৫১, সকাল ৭-৩০

যোগচ্যুতি যেখানে যেমনতর
ভ্রান্তিও সেখানে তেমনতর। ২৭১১।
৭।১।১৯৫১, সকাল ৯টা

ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে না
এমনতর প্রবৃত্তি-দলন ধর্ম্মেরই অপলাপ,
কারণ; তা' অন্তরের গভীরতম প্রদেশে
নিমজ্জিত হ'য়ে

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিধানকে অব্যবস্থ ক'রে তোলে,
তাই, তা' সত্তাপোষণী নয়কো ;
ঈশ্বরীয় পরিচর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক সমাবেশী অন্বয়ে
প্রবৃত্তিগুলিকে সত্তাপোষণী ক'রে
তাঁ'তে সংন্যস্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;
তাই, কৌমার্য্যব্রতও
যদি ঈশ্বরে সার্থক না হ'য়ে ওঠে—
তা' ধর্ম্মের অন্তরায়। ২৭১২।

৭।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৪৫

ভাববিহ্বলতায় যতই অভিভূত হও না কেন,
তা' যতই অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণে
অলঙ্কৃত হ'য়ে উঠুক না,
হাস, কাঁদ, নাচ, গাও,
আর যা'ই কর না তুমি—
তা' যদি সত্তাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে না তোলে,
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-পরিপোষণী হ'য়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে না ওঠে,—
তা' কিন্তু মূঢ় বিহ্বলতার
আবিল অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ২৭১৩।

৭।১।১৯৫১, বিকাল ৫টা

প্রীতি-সন্দীপী বিহিত ইষ্টানুগ বিবাহ
মানুষকে একস্বার্থী ক'রে
প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংহত ক'রে তোলে ;

ঈশ্বরার্থে উপবাস মনকে কেন্দ্রায়ণী-গতিসম্পন্ন ক'রে
সত্তাপোষণে
প্রবৃত্তিগুলিকে তদনুগ বিন্যাসে
সাহায্য ক'রেই থাকে। ২৭১৪।
৮।১।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

স্বার্থ, বোধ ও বিবেচনা
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
সক্রিয় পারস্পরিক সঙ্গতিতে
যখনই দানা বেঁধে ওঠে না,—
সর্ব্বনাশ ব্যাপক পক্ষ-বিস্তারে
তখনই এগিয়ে আসে। ২৭১৫।
৮।১।১৯৫১, সকাল ৯-২৪

যে প্রীতি
দ্রোহ ও পরস্বকাতরতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
স্বপ্রতিষ্ঠ—
প্রিয়র স্বার্থ, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে,—
সেই প্রীতিই শ্রেয়পন্থী,
বৃত্তিবিহ্বলতা সেখানে কমই,
আর, তা' প্রিয়কে নিজের সর্ব্বস্ব ক'রে
মুখ্য ক'রে নিয়ে
সুকেন্দ্রিক স্বস্থ হ'য়ে চলে,
এমনতর প্রীতিপ্রাণ যে
সে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন—
তা'র হৃদয় পূর্ণ হ'য়েই চলে;
তা' যেখানে নাই—

সে তোয়াজ-প্রত্যাশী,
দাম্ভিক স্বার্থভিক্ষু,—
অসময়ের সে কেউ নয়। ২৭১৬।
৮।১।১৯৫১, দুপুর ১২-১৫

শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার বা অভিমান নিয়ে চ'লো না,
বরং শ্রেয়সন্দীপী হও—
বাক্য, ব্যবহার, আচরণ ও কর্ম্মে,
শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার মানুষকে
দ্বন্দ্ব নিপীড়িত করে,
পরিবেশের আত্মপ্রসারে বাধা জন্মায়,
তাই, মানুষ তা'কে এড়িয়ে চলে বা অবজ্ঞা করে;
আর, শুভ শ্রেয়-সন্দীপনা মানুষকে
উন্নতিতে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী নিয়োজনে,
মানুষ তা'কে নিজের জন ক'রে নেয়,
অন্তরের বিনয়ী ঔজ্জ্বল্য
অনেকের অন্তরেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করে—
শ্রেয়-পরিচর্য্যী ক'রে;
পরিবার বা পরিবেশের মধ্যে
তুমিও তা'দেরই একজন হও
ইষ্টার্থপরায়ণতা নিয়ে,
পরস্বকাতর হ'য়ে
মানুষের তাচ্ছিল্যের পাত্র হ'য়ো না,
বরং মানুষের প্রীতিই
তোমার প্রয়োজন পরিপূরণ করুক—
অন্তরের উদ্দীপনাময়ী বিহিত আয়োজন নিয়ে;

ঐ শুভ-সন্দীপনা যেখানে যেমনতর—
শ্রেষ্ঠত্বও বাস্তবে রূপায়িত সেখানে তেমনি,
বুঝে, সামলে চল। ২৭১৭।
১০।১।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

যা' বা যা'কে ভাল ব'লে জান
তা'র অপলাপী, ব্যত্যয়ী
বা তৎস্বার্থ-ব্যাঘাতী যা'-কিছু—
যেমন, তা'র প্রতি নিন্দাবাক্য, অসৌষ্ঠব-ব্যবহার
বা ব্যত্যয়ী-কর্ম্ম
তা' সাক্ষাতেই হোক বা অসাক্ষাতেই হোক—
সোজা দাঁড়িয়ে যখনই নিরোধ ক'রতে পারছ না
বা পারার প্রবৃত্তি আসছে না,
বরং তা'তে গা ঢেলে দিয়ে
তুমিও তা'ই ক'রে চ'ললে
সম্যক না জেনে,
তখনই বুঝে নিও,—
তোমার প্রবৃত্তি কত প্রগল্‌ভ, অকৃতজ্ঞ,
তুমি কত দুর্ব্বল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—
অন্যায্য-নম্য,
তুমি কা'রও আশ্রয় হ'তে পার না,
বিশ্রামস্থল হ'তে পার না,
সংহতি ও সম্বর্দ্ধন-সৃজনী মন্ত্র তোমার অন্তরে অসাড়,
নিজেকে পর্য্যালোচনা কর,
সাবধানে সংহত হও,
ইষ্টার্থী-চলনে
সমস্ত প্রবৃত্তির সার্থক সমাবেশে অন্বিত হ'য়ে

জমাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াও—
যদি জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাও,
অন্যেরও উপভোগ্য হ'তে চাও। ২৭১৮।
১১।১।১৯৫১, রাত্র ৭-৪৫

নিজের অনুসরণ ক'রতে যেও না—
তা' তুমি দেবভাবাপন্নই হও
আর ইতরভাবাপন্নই হও,
তা'তে তোমার প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সমাবেশে অন্বিত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ে,
তুমি
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের ইতস্ততঃ মূর্ত্তি হ'য়ে রইবে
বিবর্ত্তনকে বিক্ষুব্ধ ক'রে;
তাই, যা'ই হও আর যেমনই হও—
ইষ্টার্থী চলনে অচ্যুত হ'য়ে চল,
সমাবেশী অন্বিত প্রবৃত্তির প্রকট ব্যক্তিত্ব
দেবমানব ক'রে তুলবে তোমাকে—
শ্রেয়ার্থসন্দীপী অভিদীপনায়। ২৭১৯।
১১।১।১৯৫১, রাত্র ৮টা

ইষ্টার্থ ব্যাহত বা বিড়ম্বিত হয়—
তাঁ'র নিজের আত্মাহুতি-মূলক
এমনতর অনুজ্ঞাকে
সসম্ভ্রমে উল্লঙ্ঘন ক'রবে
বিশেষ বোধিতাৎপর্য্যে,

কারণ, তাঁ'রই ঐ জীবনই তোমার নরনারায়ণ—
স্বর্গ ও সম্বর্দ্ধনা তোমার। ২৭২০।
১১।১।১৯৫১, রাত্র ৮-২০

ইষ্টার্থপরায়ণ বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
কুশলকৌশলী অনুচর্য্যায়—বিহিতভাবে
—তাঁ'তে অসূয়াপরবশ
বা তোমাতে শত্রুভাবাপন্ন যা'রা—
তা'দের যদি অদ্রোহী ক'রে তুলতে পার
নিরসনে নির্ম্মুক্ত ক'রে তুলতে পার,—
বোঝা যাবে, ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা তোমাকে
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক'রে তুলেছে
বাস্তব যোগ্যতায়। ২৭২১।
১১।১।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

ইষ্টার্থপোষণী আত্মনির্ভরশীল হও—
সেবাসম্বর্দ্ধনী অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে—
সর্ব্বতোভাবে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,
যোগ্যতা উল্লসিত হ'য়ে উঠুক,
ঈশিত্ব জয়মুখর হ'য়ে উঠুক তোমাতে। ২৭২২।
১২।১।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

মানুষের মমত্ব-অভিনিষ্যন্দী হৃদয়
বিরক্ত, ব্যথিত বা বেদনাপ্লুত হ'য়ে ওঠে তখনই—
যখনই কেউ অন্যায্য বা অলীক সন্দেহে

তা' হ'তে বেদনা-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে
বা তা'র প্রীতিকে অবজ্ঞা বা প্রতারণা করে,
এবং স্বার্থান্বিত সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস নিয়ে
নন্দিত করা দূরে থাকুক—
স্বার্থগৃধ্নুতার বিবেক-অনুচর্য্যায়
তা'কে আঘাত হেনেই চলে ;
তাই, মমতানিবদ্ধই যদি হ'তে চাও
নজর রেখো ওগুলিতে—
নয় তো বেদনা পাবে। ২৭২৩।
১২।১।১৯৫১, রাত্র ৭টা

অন্যায্য অসম্ভাব্যতাকে সায় দিয়ে
স্বার্থসিদ্ধির জন্য
লৌকিক অনুকম্পা দেখায় যা'রা
বাস্তবতার কূট ব্যাখ্যায়—
তা'রাই মোসাহেব বা ধামাধরা মানুষ ;
আবার, যা'রা সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার ক'রে
কুটিল দৃষ্টিভঙ্গীতে দুর্ব্যাখ্যা-নিরত—
বেদনাদীপ্ত সংঘাতে মানুষের অন্তরকে
আকুল ক'রে তোলাই বাহাদুরী যা'দের—
যথাযথকে নিরূপণ ক'রে
অহিত নিরাকরণে স্বস্তিপ্রতিষ্ঠা করাটাকে
ব্যঙ্গ করে যা'রা বিদ্রূপভঙ্গিমায়—
সরাসরিভাবে তা'রা দুরিতমনা ;
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুকম্পায়
বেদনা ও ব্যাঘাতকে নিরাকরণ ক'রে

আত্মস্বার্থের মতনই
মানুষকে সুস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে
যা'রা আত্মপ্রসাদ লাভ করে—
তা'রাই দরদী। ২৭২৪।
১৩।১।১৯৫১, রাত্রি ৭-২৫

তোমার কর্ম্মফল প্রস্তুতই হ'য়ে আছে
তা'র প্রতিক্রিয়া নিয়ে,
অনুক্রমিক অবস্থা পেলেই প্রকট হ'য়ে উঠবে—
তা' ভাল থাক আর মন্দই থাক,
ওকে যদি নিয়ন্ত্রিতই ক'রতে চাও—
একানুবর্ত্তিতা নিয়ে
শ্রেয়ার্থী-কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত কর বাস্তবে
এমনতরভাবে—
যা'তে, যেমন যা'ই কেন না ক'রে থাক
সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে
শ্রেয়ার্থী যা'—তা'ইই প্রাধান্য লাভ করে,
তাহ'লে ঐ প্রতিক্রিয়া এলেও
শ্রেয়ার্থী যা' ক'রেছ তা'র অনুক্রমিক অবস্থা
প্রতিযোগী হ'য়ে ঐ-প্রতিক্রিয়াকে
শিথিল, সামান্য বা নষ্ট ক'রে দেবে,
এবং ভালকেও সহযোগিতায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে ;
নয়তো, যেমনই চল না কেন—
ঐ কর্ম্মফল অনিবার্য্য হ'য়ে
তোমাকে অনুপাতিক আক্রমণ
ক'রবেই কি ক'রবে। ২৭২৫।
১৩।১।১৯৫১, রাত্রি ৯-৪৫

তুমি যেমনতর জীবন চাও
তা'কে ব্যাহত করে যা'-কিছু—
তা'কে এড়িয়ে চ'লতেই হবে
—তা' আচারে-ব্যবহারে-বাক্যে-অশনে-বসনে
বান্ধব-সম্বদ্ধতায়—সব রকমে,
নয়তো, তোমার চাহিদামাফিক জীবনে
জীবন্ত হ'য়ে চলা
অলীক স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হবে ;
তাই, যেমন চাও, তেমনি কর,
আর, অন্তরায়গুলিকে নিরাকৃত ক'রে চল—
পাবে। ২৭২৬।
১৩।১।১৯৫১, রাত্র ৯-৪৭

অচ্যুত, সশ্রদ্ধ-সম্বেগী ইষ্টানুচর্য্যার সহিত
মন্ত্রজপ, মন্ত্রার্থ-ভাবনার ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী সমন্বয়ে
সার্থক ইষ্টার্থ-পরিবীক্ষণে
বোধ ও ব্যুৎপত্তির
সর্ব্বাঙ্গ-সুবিন্যস্ত সুসঙ্গত সংহতি নিয়ে
সমাবেশী সম্যক ধারণায়
আবির্ভূত হয় আরাধ্যেরই প্রকট মূর্ত্তি—
তাঁর প্রতিটি অঙ্গের
সার্থক সুসঙ্গতিসম্পন্ন
বোধায়িত তাৎপর্য্যের
সংহিত বৈশিষ্ট্যে,
যা'র উপভোগে মানুষ সিদ্ধকাম হ'য়ে ওঠে

সম্যক বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে ;
আরাধ্যের আবির্ভাব যখন অমনতর হয়
বোধিমর্ম্মকে বিকশিত ক'রে
প্রতিটি তাৎপর্য্যের সঙ্গত অন্বয়ী পরিপ্রেক্ষায়,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সার্থক জ্ঞানও তখন উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান বা আরাধ্যের আবির্ভাব যা'ই বল না কেন,
—তা' এই। ২৭২৭।
১৪।১।১৯৫১, সকাল ৯-২৫

যা'ই কর না কেন,
যা'ই বল আর যেমনই চল না কেন—
তা' সামান্যই হোক আর বৃহৎই হোক,
প্রত্যেকটি করারই কতকগুলি দিক আছে ;
প্রধানতঃ দেখতে হবে—
তা' তোমার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে কেমন,
নৈতিকতাকেই বা কতখানি সমর্থন করে,
কূটনৈতিকতাকেই বা কেমনতর সার্থক করে,
আর, তা' যে-পরিণামে পরিণত হয়
তা'র সার্থকতাই বা কী,
আর, এইগুলির সমন্বয়ে
সত্তাকেই বা কেমনতর সার্থক ক'রছে
পোষণপ্রবৃদ্ধি নিয়ে ;
নিরাকরণ-প্রস্তুতি নিয়ে
সার্থক সমর্থনে
এইগুলিকে
যে যেমনতর নিয়ন্ত্রণ বা বিন্যাস ক'রতে পারে
সেই হ'চ্ছে তেমনতর চৌকষ মানুষ,

বোধ ও বিবেচনার দূরদৃষ্টি নিয়ে
সে এমনতর অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে
যে, বেতালে পা-ই পড়ে কম তা'র ;
সবচেয়ে নিছক কথাই হ'চ্ছে সাধুতা—
যে পরম-কৌশলে
এগুলি স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে। ২৭২৮।
১৪।১।১৯৫১, রাত্র ৮-৪০

শুধু দোষের সমালোচনা ক'রেই
দ্রোহ নিরাকরণ হয় না,
বরং ওতে দ্রোহ
বিদ্রোহতেই মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ায়,
গুণকে উচ্ছল ক'রে সমালোচন-নিবন্ধে
মানুষকে তা'তেই প্রবুদ্ধ ক'রে তুলে
উভয়ের অন্তঃকরণের নিরাকরণ-নিয়ন্ত্রণে
উভয়ের প্রতি উভয়কে
সানুকম্পী ক'রে তোলা সক্রিয়ভাবে—
এই হ'চ্ছে দ্রোহমোচনের স্বাভাবিক পন্থা ;
এতে, যে-দোষে দ্রোহের আবির্ভাব হয়
অনুকম্পী নজরে উভয়েই আলোচনা ক'রে
উভয়ের স্বার্থের দিকে চেয়ে
তৎপ্রতিকারে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
পরস্পরের স্বার্থপ্রণোদনার ভিতর-দিয়ে
মিত্রতা আবির্ভূত হ'য়ে ওঠে,
একস্বার্থসম্বদ্ধতায়
ভেদ যা'-কিছুর নিরাকরণ
তখনই সম্ভব হয় ;

আর, কা'রও প্রতি কা'রও যদি দ্রোহ থাকে
এবং তা'রা পরস্পর যদি এইভাবে
নিজেদের চলন ও চর্য্যা নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বাস্তবে পারস্পারিক স্বার্থসঙ্গতি-সাধনে তৎপর হয়—
তবেই দ্রোহনিরসন স্বতঃ ও সহজ হ'য়ে ওঠে। ২৭২৯।
১৬।১।১৯৫১, দুপুর ১টা

সময়কে লম্বা ক'রে
কোন পরিকল্পনা সমাধানের সিদ্ধান্ত
সুরু হ'তেই ক'রতে যেও না,
তা'হলে তা' সমাধান ক'রতে
অনেক বিলম্ব ঘ'টে উঠতে পারে,
বরং সাধারণতঃ যে-সময় লাগে
তা' থেকেও অনেক সত্বর যা'তে সমাধান ক'রতে পার
তেমনতর প্রস্তুতি নিয়েই চল—
তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র বিবেচনার সহিত—
তদনুপাতিক সন্ধিৎসা নিয়ে সক্রিয়তায়—
গোড়ার টনক ঠিক রেখে -
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে এড়িয়ে,
এই চলনে
ক্রমশঃই ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে পারবে। ২৭৩০।
১৬।১।১৯৫১, রাত্র ৭-৫৫

তুমি যে-ব্যাপারে যখনই যেমনভাবে
শাতনকে পরাভূত ক'রে তুলবে
ঈশ্বরার্থী অনুবর্ত্তনায়,
তাঁ'র রোশ্‌নী

চক্ষুর অগোচরে
আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্য বিকিরণ ক'রতে-ক'রতে
তোমার অন্তরকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে তখনই
তেমনি ক'রে,
আর, ততক্ষণই তা' উপভোগ ক'রতে পারবে
যতক্ষণ শাতন-তমিস্রার কবলে
না এসে প'ড়ছ। ২৭৩১।
১৭।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৪০

অজচ্ছল, যেন-তেন-প্রকারে
অপকৃষ্ট-গণবৃদ্ধি হ'লেই যে
জাতির, সমাজের, রাষ্ট্রের সম্পদের কারণ হয়
তা' নয়কো,
বরং ভয়ালই তা'—
ঐ গণের প্রতি-ব্যষ্টিই যদি সুসংস্থিতিসম্পন্ন
সুকেন্দ্রিক, দক্ষ ও তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন না হয়;
তাই, গণবৃদ্ধি ভালই—
কিন্তু সুষ্ঠু জৈব-সংস্থিতিওয়ালা, সুদীর্ঘজীবী
সুকেন্দ্রিক, সুদক্ষ, তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন
সুসংহতিপ্রবণ পরাক্রমী জননই
জন, জাতি, বংশ, সমাজ ও
রাষ্ট্রের পরমশ্রী। ২৭৩২।
১৮।১।১৯৫১, সকাল ৯টা

সাহসে, ভরসায়, আপনার-জনবোধে
আত্মত্যাগে তৎসম্বর্দ্ধনায় সুখী হ'য়ে
অনুকম্পী পরিচর্য্যায় শুভ-সন্দীপনায়

সতর্ক, সন্ধিৎসাপূর্ণ পরিবেক্ষণে
অশুভ-নিরাকরণী ব্যগ্রতা নিয়ে
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সাহচর্য্য-নিরত থেকে
সম্বর্দ্ধনী সমর্থন ও তৎপ্রতিষ্ঠা-প্রবৃত্তি
যেখানে যেমনতর,—
আপ্তভাব বা আত্মীয়তাও সেখানে
তেমনি বাস্তব-প্রকৃতিসম্পন্ন;
যেখানে ওগুলি স্বতঃ-উল্লসিত নয়কো—
অথচ লৌকিক আত্মীয়তার দাবী বা বড়াই-প্রবণ,
তা' স্বার্থসন্ধিক্ষু শোষণ-প্রবৃত্তিসম্পন্ন আত্মীয়তার
ভাঁওতাবাজী ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ২৭৩৩।
১৮।১।১৯৫১, রাত্র ৮-২০

বাণী যে-চরিত্রে রূপায়িত হ'য়েছে
সেই-ই সে-বাণীর বার্ত্তিক। ২৭৩৪।
১৯।১।১৯৫১, দুপুর ১-২

অসৎনিরোধী হও—
কিন্তু অন্যায় ক'রে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যেও না,
বরং ন্যায়-নিয়ন্ত্রণে
অন্যায় যা' তা'র নিরাকরণ কর;
আর, অন্যায়ের নিরাকরণ হয় যা'তে
তাই-ই ন্যায়। ২৭৩৫।
১৯।১।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
বিবর্ত্তনে অমৃত-অভিষিক্ত হওয়াই
জীবনের তাৎপর্য্য। ২৭৩৬।
১৯।১।১৯৫১, বিকাল ৬-৫৫

তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা
ও তৎসঙ্গতিসম্পন্ন কর্ম্মকে
এমনতরভাবেই নিয়ন্ত্রিত ক'রবে,
যেন কোনপ্রকার চালচলন
বা যা'ই কিছুই হোক না কেন
কোনক্রমেই মুখ্য ইষ্টার্থকে ব্যাহত না করে;
তোমার চলন যদি এমনতর না হয়
বিবর্ত্তনী সম্ভাব্যতা হ'তে
অনেক দিক দিয়ে অনেকখানিই বঞ্চিত হবে কিন্তু;
তাই, বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও
যদি ইষ্টার্থ-সাধনে একবার অকৃতকার্য্য হ'য়ে থাক—
ঘাবড়ে যেও না,
সাবুদ হ'য়ে ওঠ—
বিহিত তপস্যায় তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল। ২৭৩৭।
১৯।১।১৯৫১, রাত্র ৭-২০

ইষ্টার্থপোষণী চিন্তা ও চলনের অজুহাতে
মুখ্য ইষ্টার্থকে যতই গৌণ ক'রে তুলবে—
বিবর্ত্তনী সম্ভাব্যতা স্তিমিত হ'য়ে চ'লবে ততই। ২৭৩৮।
১৯।১।১৯৫১, রাত্র ৭-২৫

যা'ই হোক না
আর যেমনতর অবস্থায়ই পড় না—
সর্ব্বাবস্থায় ইষ্টার্থকে মুখ্য ক'রে চ'লো—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে—কুশলকৌশলে ;
যা'ই আসুক না, তা'কে অতিক্রম ক'রে
অভীষ্টে পৌঁছিবার পন্থা
সুগম হ'য়ে উঠবে তা'হলে। ২৭৩৯।
১৯।১।১৯৫১, রাত্র ৭-৫০

আপ্ত যা'রা—তা'দিগকে
স্বার্থসম্পোষণ, সমর্থন, প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্য্যায়
শ্রেয়সন্দীপী ক'রে তোলার ভিতর-দিয়েই
আত্মীয়তা সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিক অনুপ্রেরণায়,
আর, পারিবারিক প্রত্যেকের
অমনতর সক্রিয় আপ্তীকরণ সম্বেগ হ'তেই
পরিবেশকে আপন ক'রে নেওয়ার প্রবণতা
প্রবীণ হ'য়ে ওঠে
ক্রমোৎকর্ষে ;
তাই, ইষ্টানুগ একানুবর্ত্তী প্রবোধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
পরিবারের প্রতিপ্রত্যেকের
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উপযুক্ত আত্মত্যাগ-সমন্বিত
আপ্তীকরণ-প্রবৃত্তিকে সুপুষ্ট ক'রে তোল ;
সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি নিয়ে
শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে চ'লবে। ২৭৪০।
১৯।১।১৯৫১, রাত্র ৮-৪৫

যে-মৃত্যু
ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা ক'রে
উচ্ছল অমর সংহতি নিয়ে আসে—
তা' ঈশ্বরের অঙ্কশায়ী হ'য়ে
অমৃতনিষ্যন্দী শান্তিকেই উপভোগ করে। ২৭৪১।
২০।১।১৯৫১, সকাল ৯-৪৩

কিছু হ'তে বা হওয়াতে গেলেই
যেমন রকমে যা' যা' ক'রে
হ'তে বা হওয়াতে হয়
তা' ক'রতেই হবে তোমাকে,
আর, এই করার ভিতর-দিয়েই
হওয়া বা হওয়ানর হুদিশ বা জ্ঞান
আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
তা'ও আবার ঐ করার পথে
ঐ রকমেই ক্রমশঃ আরো-আরোতে
বেড়ে উঠতে থাকবে রকমারি নিয়ে,
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে তুমি অমনি ক'রেই। ২৭৪২।
২০।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৫০

যে উদ্ধত-অভিলাষ-অভিভূতি তোমাকে
বিকেন্দ্রিক ব্যতিচারে
কূট কৃতঘ্নতার আবিল সৌজন্যে
প্রবঞ্চনায় উস্কিয়ে তুলেছে—
আর ক'রেছও তুমি তেমনি,
ঐ দৃপ্ত প্রবঞ্চনাই আভিঘাতিক আক্রোশ নিয়ে

তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'রছে
উৎকণ্ঠ ভঙ্গিমায়। ২৭৪৩।
২০।১।১৯৫১, দুপুর ১টা

ব্যক্তিত্ব যত সুকেন্দ্রিক, অন্বিত
সার্থক-সমঞ্জসা, জমাট,—
আচরণও তা'র তেমনি
শ্রেয়বিকিরণী, চুম্বক-উদ্ভাসী। ২৭৪৪।
২০।১।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

তুমি যা'ই হও না কেন,
ব্যবসায়ীই হও, উকিল, মোক্তার, মহাজনই হও,
গোলাম-জীগরীই হও না কেন—
বা যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অন্তর্গত হ'য়ে
যে-কোন তপাই হও না কেন—
ইষ্টার্থপোষণী, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তর্পী হ'য়ে
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে
শ্লেষণ-বিশ্লেষণী ধীয়ের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
সুতৎপরতার সহিত
প্রতিটি কর্ম্মে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সেগুলিকে তদনুগ সমাবেশী সামঞ্জস্যে এনে
বাস্তব উচ্ছল চলনশীল না হ'চ্ছ,—
যে-বিষয়েই হোক
তুমি সিদ্ধির সমাবেশী আমন্ত্রণে
ধন্যার্হ হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই;
যা'ই কর,

ইষ্টার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিক বিবেচনার পরিবেক্ষণে
যেখানে যেমন যা' বিহিত তা'ই ক'রে চল,
সিদ্ধি
সম্বৃদ্ধি নিয়ে
তোমাকে উৎসারণশীল ক'রে তুলবে,
নয়তো, বেগার খেটেই বিগড়ে চ'লবে
বিকেন্দ্রিক ব্যতিচারে। ২৭৪৫।
২০।১।১৯৫১, রাত্র ১০টা

কথার ঝোঁক যেমনতর—
আচরণও গজিয়ে ওঠে সেদিকে
ভাবানুপ্রেরণার প্রতিক্রিয়ায়.
—তা' কিন্তু অনেকখানিই ;
তাই, আচরণকেই যদি নিয়ন্ত্রিত ক'রতে চাও—
কথার ঝোঁকও তেমনতর ক'রে চল। ২৭৪৬।
২১।১।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

দোষের কথা নিয়ত আবৃত্তি ক'রে
মানুষকে তিক্ত ক'রে ফেলো না,
তা'দের গুণের উপর দাঁড়িয়ে
দোষকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, বিচক্ষণ-দৃষ্টি
ও তৎপরতা নিয়ে,
যেন তা'তে অরুচিবিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে—
আর, সমর্থ হ'য়ে ওঠে
স্বতঃই তা'কে নিরাকরণ ক'রতে ;
গ্লানি বা দোষকে পরিমার্জ্জিত ক'রে

গুণে উচ্ছল ক'রে তোলার
এই হ'চ্ছে স্বাভাবিক উপায়—
বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র-ব্যতিরেকে,
দেখতে পাবে, এমনি ক'রেই
অনেকেই স্খলিতদোষ হ'য়ে সুন্দর হ'য়ে উঠছে। ২৭৪৭।
২২।১।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

যে বা যা'রা
তোমার বা তোমাদের উপর দোষ চাপিয়ে
বা তোমাদের দোষী ক'রেই
নিজের ঔদ্ধত্যবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত ক'রতে চায়
অযথা বা অনাহূতভাবে,—
বাস্তবের কৈফিয়ৎ নেবার
বিবেচনাপূর্ণ সন্ধিৎসার তোয়াক্কাই
রাখতে চায় না যা'রা,—
তোমাদিগকে পর্য্যুদস্ত করাই
একটা আত্মম্ভরী প্ররোচনা যা'দের,—
তা'দের সম্মুখীন হ'তে হ'লেই
তোমার বা তোমাদের
উদ্দেশ্যের টনক সজাগ রেখে
সব-দিক দিয়ে
বিশেষ-প্রস্তুতি ও বিচক্ষণ কুশলকৌশলী
তৎপরতার সহিত
ইষ্টার্থী-পরিক্রমায়
অদুষ্ট সহজ দৃঢ়তায়
ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা এমনতরভাবে পরিবেষণ ক'রবে—
বাস্তবতা, বোধ ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষায়

এমনতর চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তিতে রূপায়িত ক'রে—
যা'তে তা'দের হৃদয় তোমাতে বা তোমাদিগতে
আনত-অনুকম্পী না হ'য়ে
কিছুতেই তৃপ্তিলাভ ক'রতে না পারে ;
প্রস্তুতিও যেন এমনতর থাকে
যা'তে, যে-কোন প্রকারেই
তুমি বা তোমরা আক্রান্ত হও না কেন—
তা'দের অভিভব অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠবে
অন্তরে এবং বাহিরে,
এবং পরিবেশ তোমার বা তোমাদের অনুকূলে
সুদৃঢ় সংহতি নিয়ে
দাঁড়াবেই কি দাঁড়াবে ;
বীতশ্রদ্ধ ঔদ্ধত্য বা হামবড়াইয়ের
ভাব-প্রতিক্রিয়া
তোমাকে বা তোমাদিগকে আবিষ্ট ক'রে না তোলে—
বেশ নজর রেখে চ'লো,—
লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ
যেষাম্ ইন্দীবরশ্যামঃ হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ। ২৭৪৮।
২২।১।১৯৫১, সকাল ১০-৫৫

হীনম্মন্যতাকে আমল না দিয়ে
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায় নিয়ে
সুকেন্দ্রিকতায় ইষ্টার্থপরায়ণ যেই হ'য়ে উঠলে—
প্রীতিপূর্ণ মিতি-চলনে
সব দিক দিয়ে
বাস্তব সক্রিয়তায়—
অসমঞ্জস চলন তখন থেকেই

সমঞ্জসা অভিব্যক্তি নিয়ে চ'লতে থাকল,
যোগ্যতা এগিয়ে আসতে রইল ধীরপদবিক্ষেপে
আগ্রহ-উদ্দীপনায়,
সম্বর্দ্ধনাও স্মিত হাসিতে
ক্রমেই ফুল্ল হ'য়ে উঠতে লাগল,
অন্ন
বদান্যতা নিয়ে
স্ফীতিমুখর ক্রমবর্দ্ধনায়
এগিয়ে আসতে রইল তোমার দিকে,—
তোমাকে আর অন্ন বা রুটির কাঙ্গাল হ'য়ে
ঘুরে বেড়াতে হবে না। ২৭৪৯।
২২।১।১৯৫১, রাত্র ৭টা

ইষ্টার্থপরায়ণ প্রত্যয়ী দৃঢ়তার
উদাত্ত সক্রিয় অভিব্যক্তি যা'র যত কম—
ব্যক্তিত্বের চৌম্বকত্বও তা'র তত কম। ২৭৫০।
২২।১।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

সহযোগিতাপূর্ণ ইষ্টার্থনিষ্যন্দী আগ্রহপূর্ণ বৈঠক
মানুষের জীবনকে
অনেকখানি উচ্ছল ক'রে তোলে,
কারণ, ঐ বৈঠক মানুষকে ঈশ্বর-সম্বেগী ক'রে
অনুরাগ-উদ্দীপী তপপ্রণোদনায়
তৎকর্ম্মানুপ্রেরণী যোগ্যতাকে প্রাঞ্জল ক'রে দেয়—
একটা জীয়ন্ত সংহতিতে ;

সমষ্টিগত বৈঠক ব্যক্তিগত সাধনারই অনুপূরক,—
তাই, আবেগ-উদ্বুদ্ধ ইষ্টার্থ-সন্দীপী বৈঠক
যত সম্ভব হয় ততই ভাল। ২৭৫১।
২৩।১।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

ভয়
প্রবৃত্তিকে অবশ ক'রে তোলে,
প্রেম প্রবৃত্তিগুলিকে সার্থক,
প্রিয়কেন্দ্রিক, সবল, সংযত
ও সংহত ক'রে তোলে। ২৭৫২।
২৩।১।১৯৫১, সকাল ১০টা

যেখানে বিরহ
বৈরাগ্য বীর্য্যবান সেখানেই। ২৭৫৩।
২৩।১।১৯৫১, সকাল ১০-৪

যোগ হ'লে,
সংখ্যায়িত তাৎপর্য্যের
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
উপাদান-সামান্যে উপনীত হ'য়ে
অব্যয়ী-প্রজ্ঞায়
সত্তার চেতন-সমুত্থান হ'য়ে থাকে। ২৭৫৪।
২৩।১।১৯৫১, রাত্রি ৬-৪৫

প্রেমের সহজ অনুপ্রেরণাই হ'চ্ছে—
সে অসৎনিরোধী,
আর, অসৎ-হিংস ব'লেই

সে সত্তায় চির-অহিংস—
পরাক্রমশীল। ২৭৫৫।
২৪।১।১৯৫১, দুপুর ১টা

সনাতন যা',
ভূয়োদর্শনে প্রতিষ্ঠিত যা',
শাশ্বত যা',
তোমার উদ্ভব হ'য়েছে যে কৃষ্টিপ্রবাহ হ'তে
তা'র আপূরক যা'-কিছু—
তোমার ধাতু ও প্রকৃতিগত সত্তার পোষণীয়
তা'ই-ই কিন্তু—
বিকৃতিকে ব্যাহত ক'রে
বিবর্দ্ধনে নিয়ে চ'লেছে যা' তোমাকে;
যে-কোন মতবাদের আওতায়ই আস না কেন—
তোমার পূরয়মাণ ইষ্ট-ধর্ম্ম-কৃষ্টির অনুপূরণী যা'
অর্থাৎ, যা' তোমার কৃষ্টিসত্তাকে
পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে যতটুকু—
তা'ই-ই গ্রহণ ক'রো,
আর, যা' সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টির পরিপন্থী
তা'তে আত্মবিলয় ক'রতে যেও না—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
তোমার দেশ, জাতি ও
সংহতির পক্ষে আত্মঘাতী। ২৭৫৬।
২৪।১।১৯৫১, রাত্র ৭টা

শ্রদ্ধাই বল, ভক্তিই বল, আর স্নেহই বল—
সে শ্রেয়চর্য্যী, সত্তাপোষণী

ও অসৎনিরোধী স্বতঃই,
তাই, সে চিরপরাক্রমী। ২৭৫৭।
২৫।১।১৯৫১, সকাল ১০-১৫

যা'র স্বার্থে তুমি স্বাথান্বিত হ'য়ে ওঠনি—
সর্ব্বতোভাবে স্বতঃ-উদ্ভাবনী পরিপূরণায়—
অন্তরাসী নও তুমি যা'তে—
মুখ্য যিনি নন তোমার,—
যা'র সমর্থনে তুমি সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠনি
সব-দিক দিয়ে—
যা'র ফলে, কুশলকৌশলী হ'য়ে উঠতে পারনি
স্বতঃ-প্রণোদনায়,—
যা'র প্রতিষ্ঠাই তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে ওঠেনি
সর্ব্বান্তঃকরণে—
তা'কে তুমি ভালবাসনি,
প্রীতি সেখানে স্বার্থসন্ধিক্ষু,
হৃদয় ভ'রে উঠবে না তা'তে তোমার,
সত্তাপোষণী অসৎনিরোধী পরাক্রম
সুদূরপরাহত সেখানে। ২৭৫৮।
২৫।১।১৯৫১, বেলা ১০-৫৫

মহাপুরুষদের একটা চরিত্রগত লক্ষণ থাকে—
তাঁ'রা পূর্ব্বপূরয়মাণ,
পরস্পর পরস্পরের আপূরক, অশুভনিরোধী,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্বার্থান্বিত—
সশ্রদ্ধ মমতাসম্পন্ন,

পরস্পর পরস্পরের প্রতিষ্ঠাপরায়ণ,
স্বতঃপ্রণোদিত একত্বানুভূতিসম্পন্ন পারস্পরিকভাবে । ২৭৫৯ ।
২৫।১।১৯৫১, বেলা ১১-২৫

ইষ্টার্থী চলনে চল,
মাথায় ফন্দী আঁট,
ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্তে উপনীত হও,—
হাতেকলমে কাজ ক'রে বাস্তবে উৎপাদিত কর তা'কে;
এমনতর দীপনা নিয়েই
তোমাদের জীবন সঞ্চালিত হোক
—ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠবে তা' । ২৭৬০ ।
২৫।১।১৯৫১. দুপুর ১২-২০

মুদ্রাকে মুখ্যতঃ
প্রয়োজনের আপূরণে প্রাধান্য না দিয়ে
শ্রমোৎকর্ষী উৎপাদনকে
তোমাদের প্রয়োজনের আপূরক ক'রে তোল,
তাই-ই মুখ্য হ'য়ে উঠুক তোমাদের কাছে
সুকেন্দ্রিক স্বস্থ সঙ্গতি নিয়ে,
সম্পদ্ 'শাধি মাং' ব'লে
উপাসনা ক'রবে তোমাদিগকে । ২৭৬১ ।
২৫।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৫০

ইষ্টার্থী চলনে বিবেচনা, ন্যায় ও নীতি
নিয়ন্ত্রিত যা'দের—
শ্রেয়কেন্দ্রিক, দাক্ষিণ্যপরায়ণ, মিতিস্বভাব যা'রা,—
হাতেকলমে কাজের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার উপাসনা করে—

আত্মপ্রসাদী উৎপাদন
অভিনন্দিতই ক'রে থাকে তা'দিগকে,
শাতন পরাভূত তা'দের কাছে। ২৭৬২।
২৫।১।১৯৫১, রাত্র ৭-৫৫

মনকে বেঁধে নাও ইষ্টার্থী-সম্বেগে—
অচ্যুত বন্ধনে,
জীবননির্ব্বাহে খাটুনি দেখে
আটাশ মেরে যেও না,
একটা এমন কিছু ধর
যা' দিয়ে জীবিকা-সংস্থান হ'তে পারে,
লেগে থাক তা'তে উপচয়ী চলনে,
বহুবুদ্ধি, বহুপ্রচেষ্টায় অব্যবস্থ হ'য়ে প'ড়ো না,
উদ্দেশ্যে সামাল থাক,
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে বাস্তবায়িত ক'রে তোল তা'কে,
পরিবেশে সানুকম্পী সহযোগী থেকে
মিতিচলনে চ'লতে থাক—
সদাচারে শরীর ও মনকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে,
আর, সব যা'-কিছুকেই সার্থক ক'রে তোল
ইষ্টার্থদীপনায়,
—সিদ্ধকাম হবে,
সাধ্য তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে। ২৭৬৩।
২৫।১।১৯৫১, রাত্র ৮-১০

পুরুষের আপূরণী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়াই
নারীকে সৃষ্টি ক'রেছে,
তাই, পুরুষকে আপূরিত করাই নারীর প্রকৃতি,

ঈশ্বর পুরুষের জন্য নারী সৃষ্টি ক'রেছেন—
এ-কথার তাৎপর্য্যই এই। ২৭৬৪।
২৬।১।১৯৫১, সকাল ১০টা

যা'রা নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে
বিবাহসম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে,
তা'রা নারীদিগকে
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারবিলোল ক'রতেই
এগিয়ে দেয়,
আর, ঐ পরিত্যক্তা নারীদিগকে যা'রা বিবাহ করে—
প্রত্যক্ষভাবে নিজেরাও ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে পড়ে,
ঐ বিষে
দেশ ও সমাজকেও বিষাক্ত ক'রে তোলে,—
এটা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই
সমান নারকীয়,
বিকেন্দ্রিক পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা,
জন ও জাতির সর্ব্বনাশা পাপ-আহুতি। ২৭৬৫।
২৬।১।১৯৫১, বেলা ১০-৪৫

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ইষ্টার্থী-চলনে চল,
শ্রমকাতর হ'য়ো না,
যা' ক'রতে যখন যা' লাগে
বিহিতভাবে তা' ক'রো,
সদাচার-পরিপালী থেকো,
জীবনে যা'-কিছু সমস্যার
সমাধানী সূত্রই হ'চ্ছে এই। ২৭৬৬।
২৬।১।১৯৫১, বিকাল ৫-২০

পূর্ব্বপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষোত্তম
বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও
তুমি যদি বিগত মহাপুরুষগণকে বা কাউকে
অনুসরণ ক'রেই মূঢ় তৃপ্তি নিয়ে চল
ঐ স্তিমিত পরিক্রমার—
তাহ'লে প্রগতিহারা হ'য়ে তা'তেই অবরুদ্ধ থাকবে,
পুরশ্চরণ হবে না তোমার,
কারণ, বিগত যাঁ'রা তাঁ'দের উদ্বর্ত্তনী প্রেরণায়
তোমার বিবর্ত্তনে গতিশীল হ'য়ে ওঠা দুরূহ,
প্রবৃত্তি-পরিচারী ব্যতিক্রমী চলনই
তোমার পক্ষে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠতে পারে—
সাধু ঋজু চলন সত্ত্বেও ;
সে-স্থলে পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি—
পূর্ব্বতনের স্মৃতি নিয়ে তাঁ'কেই অনুসরণ করা
তোমার পক্ষে শ্রেয়,
কারণ, তাঁ'তে ঐ বিবর্ত্তনী প্রেরণা জীয়ন্ত হ'য়ে আছে ;
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী চলনে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চল—
সহজেই পেয়ে উঠবে,
আর, পথের হদিশ যদি
প্রাঞ্জল হ'য়ে না থাকে তোমার কাছে—
প্রেরণাহৃষ্ট না থাক তুমি—
তাহ'লে পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি
তাঁ'রই অনুসরণ করা সমুচিত—
বিবর্ত্তনের ঐ সত্তাসম্বর্দ্ধনী শাশ্বত পন্থাকে
প্রাঞ্জল ক'রে নিতে
তাঁ'রই নবীন মন্ত্রে—ঐ নবীন আলোকে—

সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী চলন নিয়ে—
যা'তে তুমি প্রগতিপথে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পার ;
পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি
তাঁ'র ভিতরেই স্বতঃ জাগ্রত থাকেন
পূরয়মাণ বিগত যাঁ'রা তাঁ'দের প্রত্যেকেই,
তিনি প্রাচীনেরই নবীন অভিব্যক্তি,
তাঁ'কে অনুসরণ করা মানেই হ'চ্ছে
তাঁ'দিগকেও অনুসরণ করা ;
ভুল ক'রো না, ভুলে থেকো না,
সুচাল ব'লে বেচালে পা দিও না,
ভ্রান্ত হ'য়ো না—
ভ্রান্তও ক'রে তুলো না কাউকে। ২৭৬৭ ।
২৬।১।১৯৫১, রাত্র ৭-৩০

ধৰ্ম্ম মানেই যে বা যা' ধ'রে রাখে—
তা' কেমন ক'রে—কিসে কী দিয়ে
কোন্ উপকরণের সংস্থিতিতে,
ঐ উপকরণকে প্রত্যক্ষীভূত ক'রতেই বা হবে কী ক'রে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেই বা কেমন ক'রে
আর, সমষ্টিগতভাবেই বা কেমন ক'রে—
কী তাৎপর্য্যে—কোন্ সংহতিতে—
এ-সব যা'-কিছুকে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
নিরূপিত ক'রে সামঞ্জস্যে এনে
ঐ ধ'রে রাখার বৈশিষ্ট্যকে জানাই হ'চ্ছে
ধৰ্ম্মকে জানা।

নইলে, জানা হয় না,
ঐ বৈশিষ্ট্যের চৌকস জ্ঞানই গজিয়ে ওঠে না ;
ইষ্টার্থী চলনে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
প্রবৃত্তিগুলির সার্থক সংহতি নিয়ে
অধ্যবসায়ী সন্ধিৎসার চলনে চ'লে
বোধেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম-সম্বোধিকে জাগিয়ে
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সংহতিতে সংবুদ্ধ হ'য়ে
জানতে হয় ;
বিক্ষেপী বিচ্ছিন্ন জানায়
ব্যাখ্যাত হয় না কিছুই,
তাই, বিহিতভাবে বোঝ, জান, সার্থক হও —
তবে তো ধর্ম্মকথা বলবার অধিকার জন্মাবে ;
তাই, এমনতর বেত্তা যাঁ'রা, ধীর যাঁ'রা
তাঁ'দের কাছে যেমন শুনেছ
তেমনি ক'রেই ব'লো, চ'লোও তেমনি,
অন্যের চলাতেও সাহায্য ক'রো
অমনি ক'রেই ।২৭৬৮ ।
২৭।১।১৯৫১, বিকাল ৫-৪০

আর্ত্তপ্রাণে, আর্ত্তস্বরে কেউ যখন
'দয়াল' ব'লে আর্ত্তনাদ করে—
ঠিক জেনো, সে তোমারই অন্তর্নিহিত
সত্তাসংহিত ঈশ্বরকেই ডাকছে—
যিনি সুপ্ত হ'য়ে আছেন তোমাতে
সত্তানুস্যূত প্রবৃত্তির অনন্তশয্যায়,
সেই তোমাকেই সে ডাকছে—

তা'র আপদ-নিরাকরণের জন্য,
হাত বাড়িয়ে তুমি তা'কে কোল দেবে ব'লে,
আপদ-নিরাকরণে তা'কে নিরাকৃত ক'রে তুলবে ব'লে,
ক্রূর প্রবৃত্তি-অভিভূতি এড়িয়ে
বেদনার বিক্ষুব্ধ আঘাত থেকে বাঁচাবে ব'লে তা'কে,
মৃত্যুর কবল থেকে কেড়ে নেবে তা'কে—
তা'রই আকুল আগ্রহে ;
মুখ ফিরিয়ে থেকো না,
অবজ্ঞা-কটাক্ষে চে'য়ো না তা'র দিকে,
শ্লথ, স্থবির ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থেকো না তা'র প্রতি,
তোল, ধর, কোলে নাও,
নিরাকৃত ক'রে তোল তা'কে,—
ঈশিত্ব নন্দিত উচ্ছ্বাসে
তোমার সত্তাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে। ২৭৬৯।
২৮।১।১৯৫১, রাত্র ৬-৪৫

আলোর বাইরে অন্ধকার যেমন
থাকবেই কি থাকবে,
সত্তার পরিধির বাইরে
অসৎ-ও তেমনি র'য়েই আছে,
সত্তা যতই সঙ্কুচিত হবে—
অসৎ-ও এগিয়ে আসবে তেমনতরই,
তাই, সত্তাকে যদি স্বতঃই ক'রে তুলতে চাও—
পরিপোষণে তা'কে পুষ্ট ক'রে তোল
সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি নিয়ে,
সঙ্গে-সঙ্গে অসৎনিরোধী প্রস্তুতিকেও
অব্যাহত ক'রে চ'লে যাও—

ব্যবস্থিতির সম্যক সুব্যবস্থায়—বিহিতভাবে
তা'র উপকরণকে উচ্ছল রেখে,—
সত্তা তা'র সত্ত্ব নিয়ে
সংস্থিতির দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে চ'লবে। ২৭৭০।
২৮।১।১৯৫১, দুপুর ১টা

দুষ্ট-প্রবৃত্তিতে যা'রা অভিভূত থাকে—
তা'দের দোষের কথা বললেই তা'রা দুঃখ পায়,
ঈর্ষ্যান্বিত বা রাগান্বিত হ'য়ে ওঠে,
উদ্ধত দুষ্ট চালবাজী নিয়েই
আধিপত্য বিস্তার ক'রতে যায় তা'রা—
আর, বাধা পেলেই নিগৃহীত মনে করে;
তাই, দুষ্ট-প্রবৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ো না,
বিচার ক'রে দেখ—
তুমি যেমনতর ব্যবহার ক'রছ অন্যের প্রতি
তোমার প্রতিও অন্যে যদি তেমনতর ব্যবহার করে—
তোমার কেমন লাগে,
আর, কী ব্যবহারই বা ভাল লাগে তোমার কাছে,
সেই বুঝ ও বিবেচনা নিয়ে
অন্যের প্রতি ব্যবহার ক'রো,
তুমিও তৃপ্ত হবে, অন্যেও তৃপ্তি পাবে। ২৭৭১।
২৮।১।১৯৫১, রাত্র ৯-৩০

স্বতঃ এবং স্বাভাবিকভাবে তা'র দ্বারাই
পরিপোষিত হবার অধিকার জন্মেছে তোমার,
যা'কে পোষণ ক'রবার স্বার্থ
সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী হ'য়ে

তোমাকে পেয়ে ব'সেছে সর্ব্বতোভাবে—
উপচয়ী ক'রে,
যে তোমার গলবিগ্রহ
তুমি তা'র গলগ্রহ নও,
বরং নন্দনার নিত্য-অনুচর। ২৭৭২।
২৯।১।১৯৫১, সকাল ১০-২০

যে বা যা'ই
সত্তাকে সঙ্কুচিত বা শঙ্কিত ক'রে তোলে—
তা'তেই দুঃখিত হ'য়ে ওঠে মানুষ,
আর, বিস্তারেই আসে নিস্তার ;
তাই, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থনিবদ্ধ হ'য়ে
সত্তাকে সম্বোধি-তাৎপর্য্যে সানুকম্পী ক'রে
বাস্তব সক্রিয়তায় যতই বিস্তীর্ণ ক'রে তুলবে—
অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
নিস্তারে উত্তীর্ণ হ'য়ে চ'লবে ততই। ২৭৭৩।
২৯।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৪৫

যা'র আধিপত্য তোমার পছন্দ হয় না—
তা'র আধিক্যেতায় বিরক্তি তো আসেই,
আবদারী অনুকম্পী আবেদনও
তিক্ততাকেই আবাহন করে। ২৭৭৪।
২৯।১।১৯৫১, বিকাল ৫-৩৫

করা বরং সহজ,
কিন্তু যা' করা হ'য়ে আছে
ব্যতিক্রমী অর্থ নিয়ে, অবিন্যাসিতভাবে—

তা'র নিরাকরণে
নিপুণ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ২৭৭৫।
২৯।১।৫১, রাত্রি ৬৫০

দ্বিজাধিকরণান্তর
অর্থাৎ চল্‌তি কথায় ধর্ম্মান্তর হ'লেই
জাত যায় না—
যদি কেউ পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি-পরিপালনশীল থাকে,
আবার, বর্ণ-ব্যতিক্রমী কর্ম্ম ক'রলেই
বর্ণান্তর হয় না—
যতক্ষণ অন্তরস্থ মৌলিক-সংস্কৃতিসম্পন্ন
জৈবী-ধর্ম্মের ব্যত্যয় না ঘটে,—
যদিও অমনতর কর্ম্ম দূষণীয়, প্রায়শ্চিত্তার্হ। ২৭৭৬।
২৯।১।১৯৫১, রাত্রি ৭-৩৫

নিজের কর্ম্ম দ্বারা নিপুণ অধ্যবসায়ে
যা'রই যে অর্চ্চনা ক'রে থাকে—
সিদ্ধিও পায় সে তা'তে। ২৭৭৭।
২৯।১।১৯৫১, রাত্রি ৭-৪৫

অনেক সময় স্নেহ বা প্রীতি
সৎপ্রণোদনা-বশতঃ
বুঝেও বিধিকে উল্লঙ্ঘন করে,
সেই উল্লঙ্ঘিত বিধি
ব্যত্যয় বা বিক্ষেপ ঘটাতে কসুর করে না প্রায়শঃ;
কিন্তু জীবন-আবর্ত্তন

একদিন ঐ স্নেহ-স্মৃতিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে
উদ্‌গতিতে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে। ২৭৭৮।
৩০।১।১৯৫১, সকাল ৯টা

দুনিয়ার অন্তর-বাহির আবর্ত্তিত ক'রে
বিধি তা'র বৈধী-চলনেই চ'লছে—
তুমি জান আর নাই জান;
জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক—
তোমার চলন ঐ চলনকে বিহিতভাবে
যেমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রবে—
তেমনতর ফল ফেলে-ফেলেই চ'লবে। ২৭৭৯।
৩০।১।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

যা'র অনুগ্রহ পেতে চাও—
তা'র সামর্থ্য ও সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম ক'রে
দাবী ক'রতে যেও না,
বিরক্তিভাজন হবে,
পাওয়াও দুর্ঘট হ'য়ে উঠতে পারে। ২৭৮০।
৩০।১।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

দুর্ব্বল-ব্যক্তিত্ব যা'রা
তারা কথার জলুসেই আনত হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ—
লোভপ্রলুব্ধতায়ও তেমনি,
ঐ বাক্য-পরিচর্য্যার খাঁকতি যা'র যেমন
তা'র প্রতি সৌহার্দ্দ্য-সম্বেগের খাঁকতিও
তা'দের তেমনি,
সৎ-অসৎ বিবেচনা ক'রে তা'রা

বিন্যাসে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না
নিজের ব্যক্তিত্বকে,
ব্যক্তিত্বকে জমাট ক'রে তুলতে পারে না
বাস্তব সক্রিয়তায়,
মৌখিক-প্রীতি
তা'দের অন্তরকে পরাঙ্মুখ ক'রে তোলে
স্বকেন্দ্রিক একনিষ্ঠ কর্ম্মতৎপরতা হ'তে,
উদ্ভাবনী-বুদ্ধিহারা
সন্ধিৎসাহীন ফাঁকা ভাবালুতা নিয়েই
দিন কাটায় তা'রা,
তাই, যা'ই করুক তা'রা,
অন্তর তা'দের ভ'রে ওঠে না,
অন্তরে অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে পারে না কাউতে,
অচ্যুতও থাকতে পারে না সদনুবর্ত্তিতা নিয়ে,
উৎকণ্ঠ আবেগে উদ্দীপ্তও হ'য়ে ওঠে না,
প্রাপ্তি তা'দিগকে প্রবঞ্চিত করে। ২৭৮১।
৩০।১।১৯৫১, দুপুর ১২-৫০

ইষ্টার্থপরায়ণতা তোমার অন্তরে
বেদন-উৎকণ্ঠ আকুল আগ্রহে
যেদিন থেকেই ডাক দিয়ে উঠবে,—
উদ্ভাবনী সম্বোধি নিয়ে
সন্ধিৎসার অনুচর্য্যায়
প্রখর কর্ম্মতৎপরতা-সমভিব্যহারে
সমঞ্জস চলনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে তুমি
তখন থেকেই
বিবেকের বিক্রম-প্রাখর্য্যে,

রুখতে পারবে না কেউ তোমাকে,
ধ'রতে পারবে না কেউ তোমাকে,
থেমে যাবে না তুমি কিছুতেই,
সবকে নিয়ে, সবার ভিতরে, সবাইকে জাগিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি তাঁ'তে,
সার্থক ক'রে তুলবে তুমি সবাইকে
দ্বিধা ও দ্রোহকে অতিক্রম ক'রে। ২৭৮২।
৩০।১।১৯৫১, দুপুর ১-১০

প্রতিলোম-বিবাহ এতই সর্ব্বনাশা,
গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপনে তা'
এমনতরই গণদূষকদিগের আবির্ভাব ক'রে তোলে—
জৈবী-সংস্থিতির বিপর্য্যয়ী সঙ্কর-ব্যতিক্রমে,
যা'র ফলে, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
সর্ব্বনাশের কোলে আত্মবিলোপ করে
এবং ঐ দূষক-সংসৃষ্টি
নিকেশেই অবসান লাভ করে;
তাই সাবধান। অতি সাবধান!
প্রতিলোমকে প্রশ্রয় দিও না কিছুতেই,
ও প্রশ্রয় পাবে যতই
সর্ব্বনাশও এগিয়ে আসবে নিকটে ততই
উত্তরোত্তর—
আত্মঘাতী আঘাত নিয়ে। ২৭৮৩।
৩০।১।১৯৫১, দুপুর ১-৩০

হয়, ইষ্টার্থে, তিনি যেমন বলেন
তেমনি ক'রেই চল—
তা' স্বর্গীয়ই হোক আর নারকীয়ই হোক,
যত ঘোরাল অবস্থাই আসুক না কেন
তাঁ'রই নিদেশই তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লবে,
ব্যস্ত বিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
ব্যতিক্রমকে ডেকে এনো না ;
আর নয়, বোধ ও বিবেচনায়
তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
তদর্থী হ'য়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর,
নয়তো, তোমার চলনা ব্যাহত হ'য়ে
ব্যর্থতাকেই ডেকে আনবে। ২৭৮৪।
৩০।১।১৯৫১, রাত্র ৭-১৫

তুমি বাগ্মিতায় ইষ্টপ্রাণ হ'য়ে উঠলে,
বাক্‌-চাতুর্য্যে ইষ্টপ্রাণতার অভাব নেইকো,
সঙ্গীত ও সৌজন্যেও তেমনি,
কিন্তু ইষ্টার্থী কর্ম্মপ্রেরণায়
জাহাদারী জলুস নিয়ে চ'লতে-চ'লতে
স্বার্থ-সঙ্ঘাত উপস্থিত হ'ল যেমনি,
ইষ্টার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
আত্মত্যাগের মহড়া যেই এল—
সেই মুহূর্ত্তেই সবই কুঁচকে উঠল,
কিংবা ঐ বাহানার ভিতর-দিয়ে
স্বার্থসন্ধিক্ষু হ'য়ে
ইষ্টার্থ যা' তা'কে ব্যাহত ক'রেও
অন্ধ স্বার্থপূরণী ফন্দী নিয়েই চ'লছ,

বুঝে নিও—
তোমার অন্তরে ইষ্টার্থ-সন্দীপনা নেইকো,
ধর্ম্ম বা ইষ্ট-কথায় মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে
স্বার্থপূর্ত্তির ফন্দীবাজী
তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে,
তুমি নিজেকেই ফাঁকি দিলে,
যা'দিগকে ফাঁকা আওয়াজে
বিহ্বল ক'রে তুলেছ—
ঐ ধাপ্পাবাজী তা'দের কিছুই ক'রতে পারবে না—
যা'রা ইষ্টার্থসন্বেগী,
দুর্ঘট সমস্যা দিশেহারা ক'রে
দুস্তর দৈন্যেই নিয়ে যাবে তোমাকে
—এটা কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। ২৭৮৫।
৩০।১।১৯৫১, রাত্র ৮টা

যে-আগ্রহ-পরিপূরণে তদর্থী কর্ম্মদীপনা নাই,
উপকরণ বা উপাদানের সংগ্রহ ও সমাবেশ নাই,
ব্যবস্থিতি নাই,
ব্যতিক্রমের নিরাকরণও নাই,
অথচ প্রলোভন আছে—
সে-আগ্রহ নিগ্রহেরই আমন্ত্রক। ২৭৮৬।
৩০।১।১৯৫১, রাত্র ৯টা

শাস্ত্রালাপ, প্রীতিকথা, সৌজন্যপূর্ণ চালচলন
ও ভাববিহ্বলতার ধুয়ো নিয়ে
লৌকিক সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে যতই চল না কেন,
সানুকম্পী সেবানুচর্য্যা-সৌকর্য্যে

স্বকেন্দ্রিক সুসঙ্গতি নিয়ে
সম্বেগপূর্ণ অন্তরাসী চলনে
উদ্ভাসিত হ'য়ে যতক্ষণ না উঠছ,
বা ঐ সম্বেগপ্রাণতায় তদনুগ কর্ম্মপ্রাণ হ'য়ে না উঠছ
বাস্তবে—
অন্তর উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই,
উচ্ছল পদবিক্ষেপে বিবর্ত্তনের পথে
চ'লতে পারবে না তুমি,
যা'ই বল, আর যে-ধুয়োই ধর
তা' বলাতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকবে ;
তাই, বিবেচনায় শুভ ও সৎ ব'লে যা'ই আসবে
বিহিত সৌকর্য্যে তা'কে অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে ফেল,
বোধিসম্বেগ ক্রমশঃই
তোমার অন্তরকে ফুটন্ত ক'রে
বিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে তাঁ'তে। ২৭৮৭।
৩০।১।১৯৫১, রাত্র ৯-৩৫

আপূরণী সমাবেশ নিয়ে
সদাচারক্রমে, বিবর্ত্তনে, কৃষ্টিতে
কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রে
সেই অবদানে
দুনিয়াকে যতই উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে
পোষণে প্রবৃদ্ধ ক'রে,—
লোকশ্রদ্ধা
আনত অভিবাদনে শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে
আরোর অধিগমনে আপ্লুত হ'য়ে
তোমাতে যখনই যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে,—

মর্য্যাদাও স্বতঃস্বেচ্ছ অভিবাদনে
তোমাকে ঈশিত্বের প্রতীক ব'লে গ্রহণ ক'রবে ততই,
আর, মর্য্যাদা ওকেই বলে;
কেউ কা'রও সমান নয়,
স্ববৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে
অন্যের পরিপূরণী হ'য়ে না উঠলে
কেউ মর্য্যাদার অধিকারী হ'য়ে ওঠে না—
তা' ব্যক্তিগতভাবেও যেমন,
জাতিগতভাবেও তেমনি,
আর, কৃষ্টিগত পরাভব হ'লেই
মানুষ
স্ববৈশিষ্ট্য হারিয়ে
অন্যের সমান হ'তে চায়। ২৭৮৮।
৩১।১।১৯৫১, দুপুর ১২-২০

চাহিদা আছে
কিন্তু তদনুগ বিহিত চলন নেই—
অমন চাহিদাই মানুষকে অবশ ক'রে তোলে। ২৭৮৯।
৩১।১।১৯৫১, রাত্রি ৮-২০

তোমার প্রীতি মনোজ্ঞ-পরাক্রমী হো'ক,
দ্রোহের অবসান আনুক,
তৃপ্তিতে তরুণ ক'রে তুলুক সবাইকে—
ইষ্টানুগ অনুপ্রেরণায়
সম্বুদ্ধ সম্বেগে। ২৭৯০।
১।২।১৯৫১, বেলা ১১-৩০

যা'দের অন্তরে যত খুঁতখুঁতে স্বার্থসন্ধিক্ষুতা,
তৃপ্তিও তা'দের খুঁতখুঁতে তেমনি। ২৭৯১।
১।২।১৯৫১, বেলা ১২টা

যে-প্রত্যয়
সব অবস্থা, ব্যাপার, বিষয়, চিন্তা ও ভাবনায়
এলোমেলো যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে
যুক্তির বাস্তব সুসঙ্গতি নিয়ে
আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে
ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে—
তা'ই কিন্তু দৃঢ়,
তা'কেই বলে দৃঢ়প্রত্যয়। ২৭৯২।
১।২।১৯৫১, বিকাল ৪টা

লাভের বেলায় নিজে—
আর লোকসানের বেলায় ঠাকুর-দেবতা,
অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণী ধান্ধাই নেই,
তা'র অন্তরস্থ অভিপ্রায়ই বিকৃত—
মোদ্দা কথাই এই। ২৭৯৩।
১।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬-১৫

বিকেন্দ্রিক, বিবর্ত্তনবঞ্চিত, আত্মোৎকর্ষবিহীন, বিচ্ছিন্ন যা'রা
কৃষ্টিতে যা'রা পরাজিত,—
জীবনে তা'দের সার্থকতা নেই,
দুনিয়াকে দেবারও কিছু নেই,
ধ'রবারও কিছু নেই,

তোলবারও কিছু নেই,
বৈশিষ্ট্যহারা কৃষ্টিবিহীনদের সাথে
হাত মিলিয়ে
তা'দের অনুগ্রহভাজন হ'য়ে জীবন-ধারণ করা ছাড়া
আর কী পন্থা থাকতে পারে তা'দের? ২৭৯৪।
১।২।১৯৫১, রাত্রি ৭-১০

সমাজ ও রাষ্ট্র-নিয়ন্তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—
মধ্যবিত্ত যা'রা, তা'রা যেন সুকেন্দ্রিক থাকে,
সুসংহত থাকে,
কৃষ্টিতপা থাকে,
উচ্ছল হ'য়ে চলে জীবনে আত্মরক্ষী পদক্ষেপে—
সুপ্রজনন-প্রবুদ্ধ বৈশিষ্ট্যপালী সুসঙ্গত সম্বোধনার
ঐকতানিক তপস্যায়;
বোধিতপা বৃত্তিসম্পন্ন যা'রা, তা'রাই মধ্যবিত্ত,
দুনিয়াকে বিবর্ত্তনে সম্বৃদ্ধ করার
সঙ্গতিসম্পন্ন দম্বল তা'রাই কিন্তু,
তা'দিগের অপলোপে, ছোট যা'রা—
ঐ সংসর্গের অভাবে
উৎকর্ষী উচ্চল অভিযানে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
আর, বড় যা'রা, তা'রাও ভোগবিবশতায়
জাহান্নমের দিকে সরাসরি এগিয়েই চ'লবে;
তা'দের সুকেন্দ্রিক, কৃষ্টি-উন্মুখ, সুসংহত তপচর্য্যা
মানুষকে উন্নতির অভিযাত্রী ক'রে তোলে—
ধনিকই বল, শ্রমিকই বল—সবাইকে,
আবার, তা'দেরই বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম,

বিপর্য্যয়ী চলন
বিকেন্দ্রিক বিভ্রান্তির অনুচর্য্যায়
দুনিয়াকে আত্মঘাতী ক'রে
সর্ব্বনাশে পরিচালিত ক'রতে পারে সহজেই ;
তাই বলি, তোমরা প্রবুদ্ধ হও, সুসংহত হও
একানুবর্ত্তিতার অনুচর্য্যায়
বিবর্ত্তনী বিবৃদ্ধির ভিতর-দিয়ে
সবাই যা'তে
উচ্ছল কৃষ্টিতপা, কর্ম্মতপা হ'য়ে চ'লতে পার
দুনিয়ার ধুরন্ধর হ'য়ে চ'লতে পার—
নিকৃষ্টে আত্মবিলয় না ক'রে,
বিশেষ নজর রেখো সেদিকে,
নয়তো, সর্ব্বনাশ 'ভুখাহুঁ'-শব্দে
কর্ণ যা'রা, নিয়ন্তা যা'রা,
তা'দের রথচক্র গ্রাস ক'রবে। ২৭৯৫।
১।২।১৯৫১, রাত্র ৮-২৫

ঘ্রাণে কি কখনও ভোজনের ফল হয়?
ঘ্রাণে ঘ্রাণেরই ফল হ'য়ে থাকে—
আর, ভোজনে হয় ভোজনের ফল,
দুষ্ট ভোজনে যে দোষ জন্মে তা'ও প্রায়শ্চিত্তার্হ,
ঈশ্বরানতি নিয়ে বিহিত ব্যবস্থায় একটু চ'ললেই
তার দূষণক্রিয়াকে
অনেক সময় শোধন করা যেতে পারে ;
দুর্গন্ধ বা দুষ্ট গন্ধের দরুন দুষ্ক্রিয়াকে
নিরোধ করতে হ'লে
নাক-মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক

ঈশ্বরানতির সহিত তাঁ'র নাম জপ ক'রলেই
তা' অপনোদন হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
তাই ব'লে, ঘ্রাণ নিলেই
ভোজনের ক্রিয়া হ'য়ে ওঠে—
এটা একটা সুদূরকল্পিত ধারণা ;
যা' সত্তাবিধ্বংসী নয় এমনতর সামান্য ত্রুটিতে
শোধনসম্বুদ্ধ না ক'রে
কাউকে পতিত ক'রে রেখে দেওয়া
কৃষ্টিঘাতী মূঢ়ত্বেরই লক্ষণ,
তথাপি সাত্ত্বিক আহার্য্য ও সদ্‌গন্ধ
সত্তাপোষণী সর্ব্বতোভাবে। ২৭৯৬।
২।২।১৯৫১, সকাল ৯-৫০

দুনিয়ার আবর্ত্তনে
যেমনই আবর্ত্তিত হ'তে হোক না কেন
সব সময়ই নজর রেখে চ'লো—
বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী,
দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী, কৃষ্টি-পরিচারী বিহিত বিবর্ত্তন
তোমার যেন অব্যাহত থাকে—
সুজনন-সংস্কৃতিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত রেখে,
আবর্ত্তনকে পোষণীয় ক'রে তোমার সত্তা-সংস্কৃতির ;
সংহত হও ইষ্টানুগ চলনে,
বিবর্দ্ধিত হও,
আবর্ত্তিত দুনিয়ার যা'-কিছুর ভিতর থেকেই
পোষণীয় সংগ্রহ কর,
বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে

কৃষ্টি-অনুচর্য্যায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে চল,
এমনতর দক্ষ চলনাই বিজ্ঞ মস্তিষ্কের পরিচায়ক,
নয়তো, তোমার স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্ব
বিলয়ে বিসর্জ্জন লাভ ক'রবে। ২৭৯৭।
২।২।১৯৫১, বেলা ১১-১৫

শরীরের নিরোধ-ক্ষমতা যত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে—
সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশী হ'য়ে ওঠে,
তেমনি সত্তার অসৎ-নিরোধী ক্ষমতা
যেমন দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠে—
ধ্বংসের আক্রমণে দমিত হওয়ার প্রবণতাও
ততই বেড়ে ওঠে,
সত্তাপোষণী কৃষ্টিও তেমনি
অবজ্ঞাত হ'য়ে ওঠে সেখানে,
আত্মঘাতী বিপর্য্যয়ে আত্মবিলয় করা ছাড়া
তা'র পন্থাই থাকে কম,
কারণ, ব্যক্তিত্বই সেখানে দুর্ব্বল। ২৭৯৮।
২।২।১৯৫১, সন্ধ্যা ৬টা

কথাবার্ত্তা, ব্যবহার
বিনয় নিষিক্ত হওয়া খুব ভাল,
বিনয় মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে,
সমর্থন ও সহযোগ-প্রবণ ক'রে তোলে,
তা'তে তা'দের হৃদয়কে স্পর্শ করা
সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে,
তাদের অন্তঃকরণ হ'তে অনুগ্রহ ক্ষরিত হ'য়ে

বিনয়ীর সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে ;
তাই, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী হ'য়েও
ব্যবহার, কথাবার্ত্তা যদি বিনয়সিক্ত থাকে—
তবে অন্যেরও তৃপ্তি,
বিনয়ী যে তা'রও তৃপ্তি,
দ্রোহকে দীর্ণ ক'রে
হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গন করাতে
বিনয় মোক্ষম কিন্তু ;
তাই, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমী হওয়া ভাল,
বিনয়ী হওয়া
তা'কে আরও দীপন অনুগ্রহমণ্ডিত ক'রে তোলে। ২৭৯৯।
৩।২।১৯৫১, সকাল ৯-১৫

যে-কোন বিদ্যার পরিচর্য্যায়
বিদ্যাবান হও না কেন—
তা' লেখাপড়াই হোক আর যা'-কিছুই হোক,
বহু উপাধিমণ্ডিতই থাক না কেন,—
তা' যদি সুকেন্দ্রিক, ইষ্টার্থপরায়ণ
সত্তাপোষণী না হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু মানুষকে বিক্ষিপ্ত অবিন্যাসী,
ও অসমঞ্জসই ক'রে তোলে ;
তাই, যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্যাবত্তা খুবই ভাল—
তা' যদি ইষ্টার্থী, সার্থক সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
—মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত-বিলোল হ'য়ে উঠবে না। ২৮০০।
৩।২।১৯৫১, সকাল ৯-১৮

মানুষ যখন
বিক্ষেপী বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সুসঙ্গত নিয়ন্ত্রণে
সমস্ত বিপর্য্যয়কে বিন্যস্ত ক'রে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে—
দ্রোহ, দ্বিধা, বাধা ও অপ্রতুলতাকে অতিক্রম ক'রে,
বিহিত সেবানুচর্য্যায় সহযোগী সানুকম্পী
ও প্রতিষ্ঠার স্বতঃ-সমর্থক ক'রে
যা'-কিছু সবকে,
কৃচ্ছ্রতপের আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত না হ'য়ে—
কুশলকৌশলে,
সার্থক দীপন পদক্ষেপে
অন্বিত ক'রে যা'-কিছুকে—
তখনই সে পায় আত্মপ্রসাদের নন্দিত নন্দনা,
সুখী হয় সে তখন,
তৃপ্তি পায় সে তখন,
ব্যুৎপত্তির
বোধি-আমন্ত্রণী বিগ্রহ হ'য়ে ওঠে সে তখন,
চেতন-চরিত্রে
আলিঙ্গনমুগ্ধ সোহাগ-অনুকম্পা
দীপ্ত ব্যজনে তা'কে বিভোর ক'রে রাখে—
আর, জীবনের সুখ ঐখানে। ২৮০১।
৩।২।১৯৫১, সকাল ১০-২০

বিষয়, ব্যাপার বা বাক্যকে
একসূত্রসঙ্গত ক'রতে হ'লে চাই—
তীক্ষ্ণ আগ্রহ, সন্ধিৎসু অনুধাবন,

সুপরিবেক্ষণ, সুবিবেচনা,
সঙ্গত-নিয়ন্ত্রণী কুশলকৌশলী ধী,
সমঞ্জসা মিলন, অসঙ্গতির নিরাকরণ,
সামগ্রিক সৌষ্ঠবপূর্ণ সার্থক অন্বয়—
এই হ'চ্ছে মোক্তা কথা ;
এর খাঁকতি যেখানে যেমনতর
সামগ্রিক সৌষ্ঠবের খাঁকতিও সেখানে তেমনি—
দ্রোহ ও বিচ্যুতি নিয়ে ;
তাই, একসূত্র সার্থক সান্বয়ী সমঞ্জসা
সমৃদ্ধিপরতা নিয়ে
উৎকর্ষে অধিষ্ঠিত থাক—
নিখুঁত হ'য়ে,
প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি কৃতিত্বের আসনে
সম্বর্দ্ধনা ক'রবে তোমাকে। ২৮০২ ।
৩।২।১৯৫১, দুপুর ১২-৩৫

প্রীতি যে-মুহূর্ত্তেই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠল
অচ্যুত অনুরাগ নিয়ে—
সন্ধিৎসু অনুধাবন, উদ্ভাবনী আবেগ,
বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ,
প্রিয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত হওয়া,
সুসঙ্গতি ও সুযুক্তিপূর্ণ কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে
তদর্থ-সমর্থন,
অশুভ-নিরোধী পরাক্রম,
তৎপ্রতিষ্ঠায় আত্মপ্রসাদ,
সানুকম্পী সেবানুচর্য্যায় প্রিয়র প্রীতিভাজনের প্রতি
সত্তাপোষণী অনুরাগ,

সহযোগী অনুধ্যায়িতা,
সানুকম্পী দরদী পরিচর্য্যা
সম্বেগী আগ্রহ নিয়ে
দ্রোহ ও দ্বন্দ্ব-অতিক্রমে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
তখন থেকেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল ;
কিন্তু প্রীতি যেখানে স্বার্থসন্ধিক্ষু ও প্রত্যাশাপরবশ—
জীবন-জলুস অস্ফুটই র'য়ে যায়,
জীবন-বিকিরণী তাৎপর্য্য নিয়ে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, উক্ত লক্ষণগুলিরও অনটন সেখানে। ২৮০৩।
৩।২।১৯৫১, রাত্র ৮-৩০

ক্রোধের ইন্ধন ক্রোধ,
তাই, ক্রোধকে জয় ক'রতে হ'লে
অনুকম্পী অক্রোধের দ্বারাই তা' সম্ভব ;
কদর্য্য বা নীচমনা যা'রা
তা'দিগকে দানে বশীভূত ক'রবে,
কারণ, তা'তে তা'রা তোমাতে
প্রত্যাশাপরবশ অন্তরাসী হ'য়ে চ'লবে স্বতঃই ;
অসাধু যা'রা
সাধুচর্য্যায় তা'দিগের হৃদয় আকৃষ্ট ক'রো,
তা'তে তা'রা প্রবুদ্ধ হ'য়ে
তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠবে ;
প্রীতিপ্রভ সত্যের দ্বারা
মিথ্যাবাদীদিগকে জয়ে প্রসন্ন ক'রে তুলবে,
ফলে, তা'রা তোমাকে
তা'দের স্বার্থের শ্রেয়প্রতীক ক'রে

স্বতঃই অনুসরণশীল হ'য়ে উঠবে;
এই হ'চ্ছে ঐগুলির নিয়ন্ত্রণী তুক—
যা' ভগবান বুদ্ধ ব'লেছিলেন। ২৮০৪।
৪।২।১৯৫১, সকাল ৮-৪০

শ্রেষ্ঠ তা'রাই
যা'রা শাশ্বতকে বলি না দিয়ে
তৎপূরণী নবীন পোষণীয় যা'-কিছুকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিয়েছে—
কুলে, শীলে, পারিবারিক প্রথায়,
দৈনন্দিন জীবনে,
আর, এর ব্যত্যয় যেখানে—
সে যা'ই হোক না কেন—
সর্ব্বতঃ প্রস্বস্তিপ্রদ নয় তা'। ২৮০৫।
৪।২।১৯৫১, সকাল ৯-৩০

তুমি সব সমালোচনা ক'রতে পার,
ইষ্ট-কৃষ্টি-ধর্ম্মের
শাশ্বত সত্তাপোষণী সত্যের ব্যত্যয় ঘটে—
এমনতর সমালোচনা কিন্তু সর্ব্বনাশা—
তা' দেশের, দশের, সমাজ ও জাতি—সবারই,
কারণ, তা'
দুর্ব্বল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বল্পবুদ্ধি যা'রা
তা'দের মস্তিষ্কে সহজেই চারিয়ে গিয়ে
সবাতেই
সংক্রমণে অনিবার্য্য হ'য়ে উঠতে পারে,
আত্মঘাতী সর্ব্বনাশ ঐ রন্ধ্র দিয়েই

বিষাক্ত ক'রে তুলতে পারে সবাইকেই ;
মানুষ সত্তায় স্বাধীন,
তা'র বিধ্বংসী যা' তা'তে অজ্ঞ হ'তে পারে—
কিন্তু তা' কাম্য নয় কা'রও। ২৮০৬।
৪।২।১৯৫১, সকাল ৯-৪০

যে-খাদ্য, ব্যবহার বা পরিচর্য্যা সত্তাপোষণী
তা' প্রস্বস্তির,
আর, যা' সত্তার পক্ষে শুভও নয় বা অশুভও নয়
তা' পাতিত্যপ্রমুখী,
অতএব পরিহার্য্যই,
কারণ, তা'কে আপ্তীকৃত ক'রতে
সত্তাশক্তি অযথা ক্ষয়িতই হ'য়ে থাকে,
আবার, যে-খাদ্য, ব্যবহার ও পরিচর্য্যা
সত্তার পক্ষে দূষণীয় ও ক্ষয়কারী—
তা' পাপের,
এবং সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্যই সাধারণতঃ। ২৮০৭।
৪।২।১৯৫১, বেলা ১০-৩০

জীবনে যে বা যা' তোমার মুখ্য,
জীবনপথে যা' তোমার একান্ত অবলম্বন,
যে বা যাঁ'তে তুমি অত্যুগ্র অন্তরাসী,
একান্তই স্বার্থ যে তোমার,
সম্বেগ-সম্বদ্ধ অনুরাগে যে বা যা'
তোমার অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আছে,
যা'র নন্দনা তোমাকে নন্দিত ক'রে তোলে,
তোমার চলন-চরিত্র, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার যে

তৎস্বার্থী, তৎসমর্থনী ও তৎপ্রতিষ্ঠ ভঙ্গী নিয়ে
স্বতঃই চ'লবে—
তা' কিন্তু সুনিশ্চিত,
তোমার পক্ষে সেই-ই শ্রেয়,
প্রেয়ও সে তোমার,
সারা জীবনের অর্থও তোমার সেখানে,
"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"। ২৮০৮।
৪।২।১৯৫১, বেলা ১১-১০

তোমার যা'-কিছু প্রবৃত্তি
বাস্তবে শ্রেয় একার্থপরায়ণ ক'রে রেখো—
হাতেকলমে, প্রত্যক্ষ পরিচর্য্যায়,
নয়তো, কোন মুহূর্ত্তেই
প্রবঞ্চিত হ'তে এক লহমাও লাগবে না। ২৮০৯।
৪।২।১৯৫১, বেলা ১১-৪০

প্রবৃত্তিগুলি যখনই শ্রেয়ার্থ-অন্বিত হ'য়ে উঠছে না—
বুঝে নিও তখনই—
ঐ প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তিগুলির অন্তর্নিহিত শাতন-অভিভূতি
তা' ক'রতে দিচ্ছে না—
যা' বিভ্রম, ব্যতিক্রম, বিচ্ছেদ, পতন, বধ ও বিপর্য্যয়ে
অনুপ্রেরিত ক'রে রাখতে চায় তোমাকে
মৃত্যু-অভিনিবেশী ক'রে,
তুমি বুঝতে পারলেই সাবধান হ'য়ো,
স্বার্থগৃধ্নু ভোগলিপ্সার
প্রত্যাশারঞ্জিত প্ররোচনাই হ'চ্ছে

ঐ শাতন-বৃত্তির লোলুপ লাস্য ;
তাই, যেখানে ঈশ্বরপ্রাণতা, ইষ্টপ্রাণতা, শ্রেয়প্রাণতা
উৎকণ্ঠ সম্বেগে চলৎশীল—
শাতন সেখানে স্তিমিত,
আর, যেখানে স্বার্থগৃধ্নু ভোগলিপ্সা,
অনুকম্পাহীন অসহযোগিতা,
শ্রেয় বা ইষ্টার্থপ্রাণতায়
বিদ্বেষ, ব্যতিক্রম বা বিচ্ছেদের প্রাবল্য—
শাতন সেখানে দেদীপ্যমান ;
সত্তাই যদি তোমার মুখ্য হয়
শাতনকে বিদায় দাও --
"যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম"। ২৮১০ ।
৪।২।১৯৫১, বেলা ১টা

নিরাপত্তা-নিহিত ইষ্টার্থী চলনই
উৎকর্ষের প্রশস্ত পথ। ২৮১১ ।
৪।২।১৯৫১, বিকাল ৪-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ পুরুষোত্তম যিনি—
তাঁ'কে স্বীকার কর,
নিজেকে নিবদ্ধ কর তাঁ'তে,
তঁদর্থী নিয়ন্ত্রণে
নিজেকে সার্থক ক'রবার পদবিক্ষেপে
জীবনকে পরিচালিত কর,
সত্তাসংরক্ষী ধর্ম্মকে কখনও ত্যাগ ক'রো না—
যা' শাশ্বত অভিস্রোতা হ'য়ে
সত্তাকে নানা আবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত ক'রে

প্রতি ব্যষ্টিকে পরিচালিত ক'রছে
বৈশিষ্ট্যপালী হ'য়ে
সমাহারী ধৃতি নিয়ে,
সত্তাপোষণী কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রো না—
যে-কৃষ্টির পরিচর্য্যা তোমাদিগকে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
ধর্ম্মে বিধৃত ক'রে রেখেছে
প্রতিব্যষ্টি ও পরিবারকে আচরণ-সম্বুদ্ধ ক'রে
অভ্যস্ত ক'রে প্রথার প্রবর্ত্তনে,
একানুবর্ত্তী হ'য়ে সুসঙ্গত হ'তে ভুলে যেও না—
যা'র ফলে শক্তি, সম্বৃদ্ধি ও পরাক্রম
প্রণোদিত হ'য়ে চলে,—
যে-কৃষ্টির তপ-প্রবর্ত্তন-পরিচর্য্যা
ভবিষ্যৎ সন্ততিদিগের জৈবী-সংস্থিতিকে
সম্বুদ্ধ, সুদৃঢ় অসৎনিরোধী ক'রে
উদ্গতিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলছে—
সুতীক্ষ্ণ চিতির খরসন্দীপনায়;
যা'ই কর আর তা'ই কর—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মে অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লো,
সম্বৃদ্ধির পথে তো চ'লবেই,
আর, সুজননে দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজ
পরিপ্লাবিত হ'য়ে উঠবে—
সুসঙ্গত বোধি-সম্বর্দ্ধনায়;
নিকৃষ্ট জনন বহুল হ'লেও
তা' আত্মঘাতী, সর্ব্বনাশা,
তা'রা নিজেরা তো নিঃশেষ হয়ই—
তা'দের দুর্ব্বল দোদুল্যমান ব্যক্তিত্ব

অসৎ-নিষ্যন্দী আত্মঘাতী ম্লেচ্ছত্বের সেবা ও সঞ্চারণে
ভাল যা'-কিছুকেও
নিকেশের পথেই টেনে নেয় ;
তাই, গণবহুলতা ভাল—
তা' যদি সঙ্গত সুজননসম্ভূত
জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন হ'য়ে
বল, বর্ণ, আয়ু ও বোধির উদ্ভব ক'রে তোলে ;
তাই বলি, আবার বলি—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মানুচর্য্যা হ'তে
জীবনকে যথাসম্ভব একতিলও
বিচ্যুত হ'তে দিও না,—
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার দেশ,
আর, সার্থকতায় অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠবে
ভবিষ্যতের আগন্তুক যা'রা । ২৮১২ ।
৪।২।১৯৫১, রাত্র ৮-১৫

বৈশিষ্ট্যে যাঁ'রা বিশেষ হ'য়ে উঠেছেন—
পূরয়মাণ লোকপালী শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
অচ্যুত ইষ্টার্থী পরিবেদনা নিয়ে,—
তাঁ'রাই বশিষ্ঠ, ঋষি, লোকনিয়ন্ত্রক । ২৮১৩ ।
৫।২।১৯৫১, সকাল ৬-২৫

ঋতায়নী

ঈশ্বর আছেন বা নেই—
এই সমস্যা নিয়ে
তুমি মাথা ঘামাতে চাও বা না চাও,
তা'তে কিছু এসে যায় না,
তুমি আছ কি না ?—
আর, সেটা বাস্তব কি না— !
সোজাসুজিভাবে এইটিই হ'চ্ছে সহজ কথা,
যদি তোমার থাকাকে তুমি স্বীকার কর
তাহ'লে যে-কারণের আবর্ত্তনে
তোমার উদ্ভব হ'য়েছে—
তা'ও যে আছে—সেটাও কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ,
আর, তুমি যে আছ—
থাকতে হ'লেই
সেই থাকা যা'তে পরিপোষিত হয়
তা'র ধান্ধাও তোমার আছে,
আবার, এই থাকাকে ব্যাহত করে যা'
সেটা কিন্তু অসৎ তোমার পক্ষে,
তা'র নিরাকরণী ধান্ধাও তোমার আছে,
আবার, এই থাকাকে পরিপুষ্ট ক'রতে হ'লে
পরিবর্দ্ধিত ক'রতে হ'লে
পরিপূরণ ক'রতে হ'লে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজন
অকাট্য তোমার কাছে,
কারণ, ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশ হ'তেই
তোমার সত্তাপোষণী যা'-কিছু

তা' সংগ্রহ ক'রতে হ'চ্ছে,
আর, বিরুদ্ধ যা' তা'কে নিরাকরণ ক'রতেও
ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশেরই প্রয়োজন তোমার,
তাহ'লেই ভেবে দেখ—
ঐ পরিবেশ হ'তে পুষ্টিলাভ ক'রতে গেলেই
পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যষ্টির সহিত
তোমার সম্বন্ধ রাখতেই হ'চ্ছে,

এ সম্বন্ধ রাখতে হ'লেই
তা'দের প্রতি তোমার করণীয় আছে—
তা' এমনতর রকমের যা'তে তা'দের সত্তাও
তোমাকে দিয়ে পুষ্টিলাভ করে, উন্নত হয় ;
তাহ'লেই নীতিবিধিরও প্রয়োজন সেইখানে—
যে-নীতিবিধি অনুসরণে
পরিবেশ তোমাকে দিয়ে পরিপোষিত হয়,
আবার, ঐ পরিবেশ হ'তে
তুমিও পরিপোষণ পাও ;
যদি কেবলমাত্র পরিপোষণ নিয়েই চল,
ঐ পরিবেশের পোষণতৎপর না হও,
তাহ'লে কিন্তু তুমি
পরিবেশের শোষক হ'য়ে রইবে মাত্র,
পরিবেশ তোমাকে চাইবে না ;
আরো ভেবে দেখ, তুমি চেতন আছ ব'লেই
পরিবেশের ভাব উপলব্ধি ক'রতে পার
ও ধারণাও ক'রতে পার তা'দের সম্বন্ধে,
এবং তদনুপাতিক বিবেচনা ক'রে
কর্ম্মও নির্দ্ধারণ ক'রতে পার—
যা' শ্রেয় হ'য়ে ওঠে সবারই কাছে,

যেমন ক'রেই হোক
ঐ চেতন-শক্তি যদি তোমার জাগ্রত না থাকত
তাহ'লে কি তুমি ঐ চিন্তা, ভাব, ধারণা
বা বিবেচনা ক'রে
কোন-কিছু সম্বন্ধে কোনপ্রকার সিদ্ধান্তে এসে
সে-সম্পর্কে কিছু ক'রতে পারতে ?
তা' পারতে না,—
এটা কঠোর সত্য হ'য়ে আমাদের সম্মুখে জেগে আছে যে
মরা, অচেতন বা স্বল্পচিতী এমনতর পারে না,
আর, তুমি চেতন ব'লেই
ঐ চেতন জীবনকে তুমি বজায় রেখে চ'লতে চাও,
বাঁচতে চাও,
বৃদ্ধিপর হ'য়ে চ'লতে চাও—
সম্পদে, শালিন্যে, উদ্যোগী পরাক্রমে ;
তাহ'লেই এই ব্রাঁচার অন্তরেই আছে
বিবর্ত্তনী আকূতি
যা'তে আরোতে আরো হ'য়ে চ'লতে পার—
তোমার অন্তর্নিহিত সংস্কৃতি-মাফিক—
যা' তোমার জৈবী-অঙ্কুরণের সঙ্গে-সঙ্গেই
ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে
বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে,
প্রত্যেক ব্যষ্টিতেই এমনতর—নিজ-নিজ রকমে,
তোমার বিশেষত্ব তোমাকে তুমি ক'রে রেখেছে—
অন্য করেনি,
আবার, অন্যের বিশেষত্ব
তা'কে তা'ই ক'রে রেখেছে—
সেও তুমি হ'য়ে যায়নি ;

আবার, ঐ বৈশিষ্ট্যকে যদি ক্রমবিবর্দ্ধনে
ধারাবাহিকতায় গতিশীল রাখতে চাই—
আমাদের সুপ্রজননেরও দরকার আছে
বিহিত চলন ও সুকেন্দ্রিক আকুতি-অনুচর্য্যা নিয়ে
যা'তে বৈশিষ্ট্যসমন্বিত সু-অঙ্কুরণী সন্ততির
অধিকারী হ'তে পারি,

এক-কথায়
বৈশিষ্ট্যবর্দ্ধনী সুপ্রজননী নীতি যা'-কিছু
তা'ও আমাদের কাছে
অকাট্য ও অবাধ্য হ'য়েই দাঁড়িয়ে র'য়েছে;
আর, এই বৈশিষ্ট্যেরই অভিজাত সমাবেশ নিয়ে
এক-একটা গুচ্ছ হ'য়ে উঠেছে—
সেইগুলিকেই আর্য্যরা বর্ণ ব'লে থাকেন,
কোন গুচ্ছ বিপ্র, কোন গুচ্ছ ক্ষত্রিয়,
কোন গুচ্ছ বৈশ্য, কোন গুচ্ছ শূদ্র—
তা'দের অন্তর্নিহিত জৈবী-অঙ্কুরণার সংস্কৃতি-মাফিক,
আবার, ঐ অঙ্কুরণার তাৎপর্য্য নিয়েই
ফুটে উঠেছে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি,
কেউ হ'য়েছে ধনী তা'র যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে,
কেউ হ'য়েছে বোধিতপা বা বোধিজীবী,
আবার, উপযুক্ততা-মতন বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
কেউ হ'য়েছে শ্রমিক বা মজদুর;

কিন্তু যত গুচ্ছই হোক না কেন
এই সত্তাপোষণী ব্যাপারে
প্রত্যেকেরই বিহিত অকাট্য প্রয়োজন আছে,
এদের কা'কেও অবজ্ঞা ক'রে
আমরা কেউ দাঁড়াতে পারি না,

বাঁচতে পারি না,
চ'লতে পারি না,
কারণ, ঐ সত্তাপোষণী যা'
তা'ই আমাদের পক্ষে শ্রেয়সন্দীপী,
এই শ্রেয়কে যতই আবিষ্কার ক'রতে পারব আমরা
যত রকমে, যা'দের দিয়ে—
অন্তরাসী হ'য়ে উঠব তা'দের প্রতি তত তীক্ষ্ণভাবে,
কারণ, আমাদের সত্তার পক্ষে
ওরাই হ'চ্ছে সরাসরি স্বার্থ,
ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশে
পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে চ'লেছে তা'রা—
প্রত্যেক আমাদেরই সত্তাপোষণী সম্পদ হ'য়ে
যা' থেকে বাঁচবার-বাড়বার খোরাক পেতে পারি ;
তুমি যদি স্বার্থগৃধ্নু হ'য়ে ওঠ,
আর, তোমার মতনই কতকগুলি
স্বার্থগৃধ্নুর দল সৃষ্টি ক'রে তোল—
তাহ'লে বাস্তবভাবে শোষক হ'য়ে উঠবে তুমি
পরিবেশেরই—
ওদেরই স্বার্থ ও সহানুভূতির বাহানায়,
তোমার স্বতঃ-প্রবৃত্তিই আসবে
এগুলিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলতে,
ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভেঙ্গেচুরে
একসা' ক'রে ফেলতে,
নিজের উপচয়ের খাতিরে
মানুষকে ক্রীতদাস ক'রে রাখতে,
তা'দের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কেড়ে নিতে,

এবং তা'তে হয়তো তোমার বা তোমাদের
আশু সুবিধা হ'তে পারে,
সবার সুবিধা তা'তে নেইকো—
যা'রা সত্তা নিয়ে বসবাস ক'রছে ;
কারণ, দুনিয়ায় মানুষের আদান-প্রদান চলে
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই,
সত্তার স্বস্থতার একটা পরম লক্ষণ এই যে
সে পরিস্থিতি থেকে আহরণ করে
তা'র বৈশিষ্ট্যেরই পোষণী যা',
এবং পরিবেশকে পুষ্ট ও প্রবুদ্ধ করে
তার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক অবদানে,
তাই, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই
বৈশিষ্ট্য-সংহিত সহযোগিতাপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন,
এর অপলোপ ক'রলে
মানুষ বিবর্দ্ধনে বঞ্চিত হবে সর্ব্বতোভাবে ;
অর্থাৎ, বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে
বিশেষ-বিশেষ মানুষের উদ্ভব,
তা'দের কাছে তুমি তা'ই পেতে পার
তা'দের হ'তে যা' স্বতঃ-নিঃসৃত,
স্বাভাবিক তাৎপর্য্যশীল,
তোমার জীবনকে পোষণ ক'রতে
ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'তে নিঃসৃত যা'—
তোমার পক্ষে অকাট্যভাবে প্রয়োজনীয়,—
অমনি ক'রে বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভেঙ্গেচুরে
নিকেশ ক'রে যদি ফেল,—
তাহ'লে দুর্ঘট হবে কিন্তু তা' পাওয়া,
তাই, এদের পোষণ-প্রবর্দ্ধনই তোমার স্বার্থ,

এদের নিকেশ করা কিন্তু তোমার স্বার্থ নয়কো,
বুঝে দেখো ;
আবার, বৈশিষ্ট্যবান বিভিন্ন শ্রেণী
পরস্পর পরিপোষণী না হ'লে
গোলমাল বেধে যাবে,
তাহ'লে কেউ কা'রও শোষক হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে,
ফলে, সত্তার আপূরণী প্রচেষ্টায়
অন্যেরাও তা'ই ক'রতে বাধ্য হবে,
আত্মস্বার্থেই কুঠারাঘাত অনিবার্য্য হয়ে উঠবে,
আবার, ঐ প্রতিক্রিয়াতেই
আত্মঘাতী দ্রোহের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী—
যদি সত্তাপোষণী সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকে ;
আর, এ হ'তেই বুঝতে পারছ অনায়াসেই—
ধর্ম্ম কা'কে বলে,
যা'র-যা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক সত্তাকে পোষণ দিয়ে
যে নিয়ম, নীতি বা করণ
তা'কে ধ'রে রাখে,
নিরাপত্তায় নিঃসন্দেহ ক'রে রাখে,
অভ্যুদয়ের অভিযাত্রী ক'রে তোলে—
ধর্ম্ম কথার তাৎপর্য্যই তাই,
আর, এই ধর্ম্মকে প্রতিপালন ক'রতে
কৃষ্টি অর্থাৎ জীবন-বর্দ্ধনী চর্য্যার প্রয়োজন—
যা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে মানুষ সত্তার সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
বংশপরম্পরায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলে ;
আবার, যে-কারণের আবর্ত্তনে
তোমারই মতন দুনিয়ার প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
অণু হ'তে মহান পর্য্যন্ত

উদ্ভিন্ন হ'তে চ'লেছে—
সেই কারণকেই ঋষিরা ঈশ্বর ব'লে অভিহিত ক'রেছেন,
তিনি এক, অদ্বিতীয় ;
তাই, জীবনকে দীর্ঘ ক'রতে হ'লেই
আরোতে বিবর্ত্তিত হ'তে হ'লেই
তোমাকে এমন কিছুতে কেন্দ্রায়িত হ'তে হবে—
যা'র আশ্রয়ে অসৎকে নিরোধ ক'রে
তোমার আবোল-তাবোল
বা সুশৃঙ্খল সমন্বিত গতির ভিতর-দিয়ে
নিজের যা'-কিছুকে সমন্বয়ে কেন্দ্রায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
সমুন্নত, সার্থক, সংহিত বোধি-সঙ্গতি নিয়ে
আরোতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চ'লতে পার ;
তাহ'লেই তুমি বোঝনি, জাননি
এমনতর কিছুতে তোমার কেন্দ্রায়িত হওয়া
হাওয়ার লাড়ুর মতন হ'য়ে উঠবে—বাস্তব জীবনে,
তবেই তখন প্রয়োজন এমনতর একজন
পূরয়মাণ বেত্তাপুরুষ
যা'র অন্তরে এই মরকোচগুলি ফুটে উঠেছে,—
তিনি জানেন যা' নিজ আচরণে—বাস্তব অভিজ্ঞতায়
ঋষিরা তাঁ'কেই বেত্তাপুরুষ ব'লেছেন,
ইষ্টদেবতা বা সদ্‌গুরু ব'লে অভিহিত ক'রেছেন,
যাঁ'র বাস্তব সত্তায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে—
যাঁ'র জীবনে ফুটন্ত আদি কারণীভূত প্রেরণাকে
উপলব্ধি ক'রে
অধ্যবসায়ী অনুসরণে
আমরা বিবর্ত্তনে আরোর পথে চ'লতে পারি,—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে ব'লেছেন—
"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—
তা'র মানে আমি এই বুঝি,—
আমার আরোতে বিবর্ত্তন
আরো অরোর পথে অবাধ হ'য়ে চ'লবে—
উল্টো দিকে আর ফিরবে না,
প্রাজ্ঞ চেতনার ক্রম-বিকাশে
যাঁকে উপলব্ধি ক'রে,
পেয়ে,
এ হ'তে নিবর্ত্তিত না হ'তে হয়
সেই ধাম বা সেই স্তরের যেই হন আর যা'ই হ'ন
তাই-ই আমার শ্রেয় ও প্রেয়,
তাঁকেই আমরা 'এক' 'অদ্বিতীয়' বলি,
এই হ'ল মোক্তা খতিয়ানী কথা—
অল্পবুদ্ধির বিবেচনা নিয়ে
যা' ধারণা ক'রতে পারি ;
ভাব, যদি ভাল লাগে—
আর এতে যদি ভাল হয় তোমার—
এই ধারণা নিয়ে তুমিও চ'লতে পার। ২৮১৪।
৫।২।১৯৫১, রাত্র ৮-৪০

বিয়োগান্ত সাহিত্যই বল আর অভিনয়ই বল,
তা' মানুষের কূটকৌশলী বিজ্ঞতা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে
বিভ্রান্ত ক'রে
সঙ্কটত্রাণী প্রণোদনাকে অবসন্ন ক'রে তোলে—
উপস্থিতবুদ্ধিকে হতভম্ভ ক'রে,

জীবনীয় সত্তাপোষণী আগ্রহকে
উদাসীন আত্মঘাতী ক'রে
অপযৌক্তিক ত্রুটিকে
আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধ'রবার বিলাসিতাকে
বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে,
আর, স্বার্থগৃধ্নুতার সেবায় প্ররোচিত ক'রে
সংহতিতে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আসে ;
যদিও অনেকে ভাবেন—
বিয়োগান্ত সাহিত্য বা অভিনয়
ত্রুটিসঙ্কুল অকৃতকার্য্যতায় আলোকপাত ক'রে
তা'র সমাধানে ভাবিয়ে তোলে,
কিন্তু সাহিত্য বা অভিনয়ের বাস্তব প্রতিকৃতিই
মস্তিকে নিবদ্ধ থাকে,
চিন্তিত যা'
তা' চিন্তাতেই নিষ্ক্রিয়ভাবে আলম্বিত থেকে যায়
প্রায়শঃ,
এবং ঐ ধরণের সাহিত্য বা নাটকে বর্ণিত
বা তজ্জাতীয় অবস্থা ও ব্যাপার
যখন মানুষের জীবনে আসে—
সে স্বতঃই তেমনতর আচরণের ভিতর-দিয়ে
ব্যর্থতাকে আমন্ত্রণ ক'রতে চায়। ২৮১৫।
৫।২।১৯৫১, রাত্রি ১১-৩০

গণহিতী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হবার আগেই
যে আত্মবিসর্জ্জনে মর্য্যাদা লাভ ক'রতে চায়,
বুঝতে হবে—

ঐ মর্য্যাদার প্রলোভনই কূট হিতাহিত বিবেচনা হ'তে
নিরস্ত ক'রে নিয়ন্ত্রণ ক'রছে তা'কে,
ফলে, ভ্রান্তির আবিল সলিলেই
সে আত্মবিসর্জ্জন ক'রেছে,
অন্ধ গণহিতি
তা'র ভাগাড়ে বিপন্ন হ'য়ে
বিপন্নতাকেই পরাক্রমী ক'রে তোলে। ২৮১৬।
৬।২।১৯৫১, বিকাল ৫-৩০

যখন আদর্শে উদ্দাম হ'য়ে
সংহতিকে শক্ত ক'রে তুলতে পার,
প্রখর কূটকৌশলী নিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থিত উপকরণের প্রাদুর্ভাব নিয়ে প্রস্তুত হ'তে পার,
যা'তে কোনক্রমে কেউ তোমাকে
ব্যাহত ক'রতে না পারে—
আত্মঘাতী ঔদ্ধত্যেই হোক
বা বিশ্বাসঘাতকতার ভিতর-দিয়েই হোক,
এক কথায়, সংহতি নিয়ে, সুদৃঢ় হ'য়ে
ধী-সম্পন্ন সংযত-বিবেচনায়
সক্রিয় সার্থক সমর্থনে
শক্তি ও কুশলকৌশলী পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
তুমি যখনই নির্ঘাত হ'য়ে উঠতে পার
বিহিত উদ্যোগী পরাক্রমে—
তখনই যা' ক'রবে
তা'তে ঝাঁপিয়ে পড় ;—
স্মরণ যেন থাকে—

ঐ ঝাঁপিয়ে পড়া
প্রতিটি ব্যষ্টিকে যেন উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে
বৈশিষ্ট্যে, কৃষ্টিতে ও সম্বর্দ্ধনী আত্মনিয়ন্ত্রণে—
তবেই তো তুমি মহিমান্বিত। ২৮১৭।
৬।২।১৯৫১, বিকাল ৫-৪৫

বেকুব যা'রা
তা'রা পরার্থপর হ'তে পারে না,
ফলে, নিজের স্বার্থপরতাকেই তা'রা খঞ্জ ক'রে তোলে। ২৮১৮।
৬।২।১৯৫১, রাত্রি ৬-৪০

সূচীপত্র
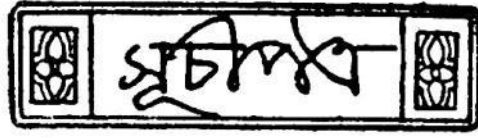
ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৪০১	দর্শন-বিধায়না	প্রথম বাণী	ঈশ্বরে সবই আছে, শুধু নেই তাঁর মতন	১
২৪০২	সদ্-বিধায়না ১ম	২৫৬	বোধিতৎপর যোগ্যতার পূজায়	২
২৪০৩	বিকৃতি-বিনায়না	১৪৪	যা' তোমার প্রিয়পরম হতে তোমাকে দূরে	২
২৪০৪	আচার-চর্য্যা ১ম	৮৭	ইষ্টকেন্দ্রিকতায় অন্তরাসী নয় যা'রা	৪
২৪০৫	সেবা-বিধায়না	১৬৯	তুমি লাখ সেবাই কর না কেন লাখ	৪
২৪০৬	সদ্-বিধায়না ১ম	১২৭	বিরোধ, ঝগড়াঝাটিতেও তোমার ভৎর্সনাও যেন	৫
২৪০৭	আচার-চর্য্যা ১ম	৮৮	হীনম্মন্য উদ্ধত আত্মম্ভরী আবেগ অন্তরে যেখানে যাদের	৬
২৪০৮	বিধি-বিন্যাস	২৬০	মানুষ যদি আদর্শে কেন্দ্রান্বিত না হয়	৭
২৪০৯	বিধান-বিনায়ক	৩৫২	যে জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায় ইষ্ট, আদর্শ	৯
২৪১০	সদ্-বিধায়না ১ম	১৭৮	একজন আর একজনকে তখনই ভুল বুঝে	১০
২৪১১	কৃতি-বিধায়না	১০১	যে কাজের ধান্ধা যেমনতর পেয়ে বসে	১১
২৪১২	আচার-চর্য্যা ১ম	৮৯	ধৃতিবৃত্তি যা'দের ভোঁতা, কোন বিষয় ও ব্যাপারকে	১২
২৪১৩	নীতি-বিধায়না	৫৬	সুকেন্দ্রিক অধ্যাত্ম-প্রেরণা সুনিষ্ঠ চলনে	১৩
২৪১৪	সেবা-বিধায়না	১৮৯	তোমার চাহিদা যেন ফন্দিবাজী ভাঁওতায়	১৩
২৪১৫	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	৫১	তোমার চিন্তা, চলন, কর্ম্ম যেমনতর আহার্য্যও	১৪
২৪১৬	সদ্-বিধায়না ১ম	১৪৭	রঙ্গরস-রহস্য যা' তোমার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য	১৫
২৪১৭	আর্য্যকৃষ্টি	৪৩	ভগবান ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণদেবের দেশে	১৬
২৪১৮	সদ্-বিধায়না ১ম	১০২	সম্ভব হ'লে প্রীতির আহ্বানকে অবজ্ঞা	১৭
২৪১৯	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	৮৩	যখনই দেখছ শরীর ও মনে আয়েসপ্রচেষ্টা	১৭

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৪২০	তপোবিধায়না ১ম	৯১	প্রার্থনা বা প্রীতিকামনায় 'যেন হয়' এমনতর ভাবের	১৯
২৪২১	সমাজ-সন্দীপনা	৩৫৫	সত্তায় সবাই সানুকম্পী সাম্যভাবাপন্ন	১৯
২৪২২	সদ্‌-বিধায়না ১ম	১৮০	নিজের প্রীতিকেন্দ্রকে বা নিজস্বকে বজায়	২১
২৪২৩	তপোবিধায়না ১ম	২২৩	তোমার তপঃপ্রভাব তোমাকে যে-কোন স্তরেই উন্নীত	২২
২৪২৪	বিধি-বিন্যাস	৩০৩	সাবধান থেকো চকিত অন্তর-পরিবেক্ষণে	২৩
২৪২৫	নীতি-বিধায়না	৫৯	যদি অসদ্‌ভাব হ'য়ে থাকে পরিবেশের কারো	২৫
২৪২৬	আচার-চর্য্যা ১ম	৯০	আমি যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ি অন্যের	২৫
২৪২৭	সমাজ-সন্দীপনা	৩০৪	যে-ব্যাপার বা বিষয়ই হোক না, যাতে বিবাদ	২৭
২৪২৮	সেবা-বিধায়না	১৩৭	মন্দির বা প্রার্থনাগৃহ যাদের অপরিশুদ্ধ	২৮
২৪২৯	আচার-চর্য্যা ১ম	৯১	মন্দির বা প্রার্থনাগৃহই হোক বা পূজা-অর্চ্চনার	২৮
২৪৩০	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৬০	ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, পূর্ব্বপূরয়মাণ প্রেরিত বা	২৯
২৪৩১	কৃতি-বিধায়না	১৯৫	অন্তরাসী উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষায় বিষয় ও ব্যাপারের	৩১
২৪৩২	আচার-চর্য্যা ১ম	৯২	যা'রা কপোলকল্পিত ধারণা-অভিভূত হ'য়ে	৩২
২৪৩৩	বিধি-বিন্যাস	৪৫	যা' পেতে চাও, তদনুগ অন্তঃক্রিয়াতেই	৩৩
২৪৩৪	নীতি-বিধায়না	২৩২	যা'-কিছুই হোক, তা' উপার্জ্জন ক'রতে যে	৩৩
২৪৩৫	সমাজ-সন্দীপনা	১২২	বর্ণমাফিক সহজাত সংস্কৃতির গন্ধও যেখানে	৩৪
২৪৩৬	আচার-চর্য্যা ১ম	৯৩	ঈশ্বরের নামে যা'রা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ	৩৪
২৪৩৭	সমাজ-সন্দীপনা	৪৪৩	এক উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হ'য়েও যেখানে বহুদলের	৩৫
২৪৩৮	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৮৩	যা'র পরিতোষণ ও পরিপোষণের জন্য	৩৬
২৪৩৯	নীতি-বিধায়না	৫২	সমালোচনা কর সঙ্গতি-সৌষ্ঠবে	৩৬
২৪৪০	নীতি-বিধায়না	১৮৩	হিতী যা'-কিছুর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা	৩৭
২৪৪১	তপোবিধায়না ১ম	২৪৭	তুমি যদি বেত্তাপুরুষে অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে	৩৭
২৪৪২	কৃতি-বিধায়না	১৩০	তুমি যাই ক'রতে যাও না কেন, কেন্দ্রায়িত আদর্শপ্রাণতা	৩৮
২৪৪৩	দেবীসূক্ত	১৩	স্বতঃপ্রণোদনায় কোন শ্রেয়কে যদি বাগ্‌দান	৩৯

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৪৪৪	বিধি-বিন্যাস	৪০১	তোষণ ও পোষণচর্য্যা যা' হ'তে উচ্ছল	৪০
২৪৪৫	নীতি-বিধায়না	১৫৪	ঔৎসুক্যের সহিত স্বতঃপ্রণোদনায় কেউ যদি	৪০
২৪৪৬	শিক্ষা-বিধায়না	১১০	অন্বিত সার্থক-সমঞ্জসা পরিবেশন সন্ধিৎসু	৪০
২৪৪৭	নীতি-বিধায়না	১৯০	গোপন কথা, দরদীসঙ্গ, প্রীতি-আকাঙ্ক্ষা	৪০
২৪৪৮	শিক্ষা-বিধায়না	৯৯	যা'রা ইষ্ট বা শিক্ষক নিদেশ পরিপালন করে না	৪১
২৪৪৯	নীতি-বিধায়না	২২৭	বৃদ্ধোপসেবন বোধি ও যোগ্যতালাভের একটা	৪২
২৪৫০	সমাজ-সন্দীপনা	৩	যোগ্যতা ও প্রতিষ্ঠাকে অপলাপ ক'রেও যা'রা	৪৩
২৪৫১	আচার-চর্য্যা ১ম	৯৪	অদ্রোহী বাক্, ব্যবহার, সৌজন্য ও সেবার	৪৩
২৪৫২	শিক্ষা-বিধায়না	১৩২	বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের ভূয়োবীক্ষণে	৪৩
২৪৫৩	সমাজ-সন্দীপনা	১৮৩	উষ্ট্র, গো-মহিষ, ছাগ ইত্যাদি গৃহপালিত	৪৪
২৪৫৪	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	৭৫	আমার মনে হয়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে সাড়াপ্রবণ	৪৫
২৪৫৫	বিধি-বিন্যাস	৩৫	কেন্দ্রায়িত সক্রিয় অন্তরাস যতই অবজ্ঞাত হ'য়ে	৪৬
৩৪৫৬	তপোবিধায়না ১ম	৩৩০	তোমার জীবনের প্রীতিকেন্দ্র যিনি যাঁ'তে তোমার	৪৭
২৪৫৭	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫৯	তোমার মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে দর্শন ও আপ্ত	৪৮
২৪৫৮	শিক্ষা-বিধায়না	২৭৮	অন্তরাসী কেন্দ্রায়িত আগ্রহকে সন্ধিৎসার	৪৯
২৪৫৯	যাজীসূক্ত	৮২	মানুষ কখন কোন্ কথায়, কী বাঁক নেয়	৫০
২৪৬০	কৃতি-বিধায়না	৩৬২	বোধি, শ্রম, সামর্থ্য, অর্থ যখন	৫০
২৪৬১	বিকৃতি-বিনায়না	১০১	অহংরাগ যেখানে উদ্ধত	৫২
২৪৬২	আশিস্-বাণী ১ম	২৪	আমার একান্ত যিনি পরমপিতা পরমেশ্বর	৫২
২৪৬৩	দেবীসূক্ত	৩	যে স্ত্রী ইষ্টানুগভাবে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নয়কো	৫৩
২৪৬৪	দেবীসূক্ত	৬	স্ত্রীদের যৌনসংশ্রব শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠে	৫৩
২৪৬৫	আচার-চর্য্যা ১ম	৯৫	যা'কে তুমি ভালবাস কি না বুঝতে পার না	৫৩
২৪৬৬	সমাজ-সন্দীপনা	২১৩	অযাচিত এবং দাতা-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ প্রাপ্তি	৫৪
২৪৬৭	নীতি-বিধায়না	১৩৫	যে বা যা'র জন্য যা'র কাছ থেকে যা' নেবে	৫৪
২৪৬৮	বিধি-বিন্যাস	৪১৬	বেত্তা পূরয়মাণ ইষ্ট বলে যদি তোমার কেউ	৫৪

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৪৬৯	তপোবিধায়না ১ম	১৭৩	তোমার যাই কিছু থাক না ইষ্টার্থ-অন্বয়ে	৫৫
২৪৭০	শিক্ষা-বিধায়না	৭২	যেমন অন্তরাসী হ'য়ে মানুষ উপন্যাস পাঠ	৫৬
২৪৭১	কৃতি-বিধায়না	৮৫	-উপযোগী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে কোন-কিছুতে	৫৬
২৪৭২	আচার-চর্য্যা ১ম	৯৬	শ্রেয়চর্য্যী যোগাবেগ-আতিশয্যও, যেমনতর	৫৭
২৪৭৩	সমাজ-সন্দীপনা	৪৮	সুদ নিতেও যেও না, সুদের লোভে কাউকে	৫৭
২৪৭৪	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৮২	যে-প্রীতি তাড়ন-পীড়ন-ভৎর্সনা, অপমান	৫৯
২৪৭৫	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫৮	গৃহপালিত পশুদিগকে হত্যা করে তা'দিগের মাংসে	৫৯
২৪৭৬	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭৯	অন্তরাস যেখানে বিকেন্দ্রিক ও ব্যভিচারী	৬০
২৪৭৭	,, ,,	৮০	প্রীতি যেমন আগ্রহশীল, অমলিন, অন্তরাসী	৬০
২৪৭৮	,, ,,	৮১	প্রীতির ছলে প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিয়ে	৬১
২৪৭৯	শিক্ষা-বিধায়না	১২৭	শব্দ-তাৎপর্য্যকে ম্লান হ'তে দিও না	৬১
২৪৮০	নীতি-বিধায়না	২১৩	কাউকে যদি আপন ক'রতে না পার, কাউকে	৬১
২৪৮১	আর্য্যকৃষ্টি	৬০	কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপঘাত ক'রে	৬২
২৪৮২	,,	৫৮	কৃষ্টির বা কৃষ্টিপুরুষের পবিত্র গুরুগৌরবী	৬৩
২৪৮৩	নীতি-বিধায়না	১৩২	স্বার্থগৃধ্নু প্রত্যাশাপ্ররোচিত হ'য়ে কোন	৬৩
২৪৮৪	তপোবিধায়না ১ম	১০৭	মত বা বাদে থাকে তত্ত্ব বা বিবৃতি	৬৪
২৪৮৫	আচার-চর্য্যা ১ম	৯৭	অশ্রদ্ধ ব্যতিক্রমী বাক্ ও ব্যবহার যা'	৬৪
২৪৮৬	নীতি-বিধায়না	২১১	যা'কে নিজের স্বার্থ ক'রে তুলতে পারনি	৬৫
২৪৮৭	তপোবিধায়না ১ম	২৬৬	প্রকৃতি-অনুপাতিক স্বীয় বংশবৈশিষ্ট্যের	৬৬
২৪৮৮	সমাজ-সন্দীপনা	১২৫	যেখানেই বংশানুগ সহজাত সংস্কার	৬৭
২৪৮৯	নীতি-বিধায়না	২৬৬	যদি তোমার ছেলেপুলের অন্য কোন ছেলেদের	৬৭
২৪৯০	বিধি-বিন্যাস	৯২	সময়ই সুপ্রশমক	৬৮
২৪৯১	দর্শন-বিধায়না	১৫৬	সহানুভূতি অনুভবের উদাত্ত সুর	৬৮
২৪৯২	তপোবিধায়না ১ম	১	স্বভাবই সিদ্ধির প্রথম উপকরণ	৬৮
২৪৯৩	বিকৃতি-বিনায়না	১৪৫	অমিত স্বার্থগৃধ্নুতাই স্বার্থসম্পদের	৬৯

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৪৯৪	বিকৃতি-বিনায়না	২৩৭	আপ্তসুখী ধান্ধা তুষ্টিকেই প্রবঞ্চিত ক'রে	৬৯
২৪৯৫	,,	১১	পরশ্রীকাতরতা অন্তর্দাহের পরম ইন্ধন	৬৯
২৪৯৬	নীতি-বিধায়না	২৬৮	তোমার আচার্য্যকে সমস্যা-মীমাংসার জন্য	৬৯
২৪৯৭	সমাজ-সন্দীপনা	২১	ধনিকদিগকে অযথা শোষণ বা তাদের সহিত	৬৯
২৪৯৮	কৃতি-বিধায়না	৯৮	তোমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্ববৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা করে	৭০
২৪৯৯	,,	২৮৫	তটস্থ হ'য়ে থেকো, সেবাসৌকর্য্যে	৭১
২৫০০	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫৭	পারগতা সত্ত্বেও বসে থাক, খাও, ধর্ম্মচিন্তার	৭১
২৫০১	আচার-চর্য্যা ১ম	৯৮	ব্যভিচারী স্ত্রী যেমন দেবোপম স্বামীকেও	৭২
২৫০২	বিধি-বিন্যাস	১৬৪	তোমার ভাব যদি ব্যবহারে ব্যক্ত হ'য়ে না	৭৩
২৫০৩	,,	৮	বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার, নীতিকে তাচ্ছিল্য করতে	৭৩
২৫০৪	আচার-চর্য্যা ১ম	৯৯	ত্রস্ত সন্ধিৎসু চক্ষু, ক্ষিপ্র বুৎপত্তি	৭৪
২৫০৫	সমাজ-সন্দীপনা	৪৫২	গণ যেখানে এককেন্দ্রিক অনুরাগ	৭৪
২৫০৬	দেবীসূক্ত	২১	যে-স্ত্রীগণ প্রতিলোম-সম্মিলন-উপাসিকা	৭৬
২৫০৭	নীতি-বিধায়না	১২০	মানুষ ইষ্ট বা গুরুজনের কাছ থেকে যা' পায়	৭৬
২৫০৮	স্বাস্থ্য ও সদাচার-সূত্র	৪৮	বিহিত পরিচর্য্যায় ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্যপালী	৭৬
২৫০৯	নীতি-বিধায়না	১৬৬	মতলব এঁটে নাও বেশ ক'রে যেমন	৭৭
২৫১০	সমাজ-সন্দীপনা	১৯৯	তোমার প্রথম কর্ম্মই হচ্ছে যা'তে তুমি বেঁচে থাকতে	৭৮
২৫১১	স্বাস্থ্য ও সদাচার-সূত্র	২৬	জীবনের স্বতঃউৎসারিণী নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	৭৯
২৫১২	নীতি-বিধায়না	৮০	তোমার আশা যেন দিশেহারা ক'রে না তোলে	৮০
২৫১৩	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫৬	জীবনীয় সম্ভাব্যতা যেখানেই দেখবে, আঁকড়ে	৮০
২৫১৪	দর্শন-বিধায়না	৩৪৯	এই দৃশ্যমান যা' তার অন্তস্তলেই অমৃত	৮০
২৫১৫	তপোবিধায়না ১ম	৬৬	দীক্ষা লও অর্থাৎ নিয়ম গ্রহণ কর	৮১
২৫১৬	সদ্-বিধায়না ১ম	২৩৮	তোমার পক্ষে শ্রেয় বা প্রবীণ যিনি বা যাঁরা	৮১
২৫১৭	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৬৭	প্রীতি তখনই পরিচিত হয়	৮২

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৫১৮	আচার-চর্য্যা ১ম	১০০	ভাবই বাক্য ও ভঙ্গীর নিয়ামক	৮৩
২৫১৯	তপোবিধায়না ১ম	৭৭	ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ কেন্দ্রায়িত অনুরাগের ভিতর	৮৩
২৫২০	আচার-চর্য্যা ১ম	১০১	দেবার বেলায়, সহ্যে, ধৈর্য্যে, অধ্যবসায়ে	৮৩
২৫২১	বিধি-বিন্যাস	৪২	স্বার্থভ্রংশ হ'লেই অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক না হলেই	৮৩
২৫২২	তপোবিধায়না ১ম	১০৮	দুনিয়ায় যা'-কিছু ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে	৮৪
২৫২৩	দর্শন-বিধায়না	২	বিকৃত তত্ত্ব বিকৃতিকেই প্রকট	৮৪
২৫২৪	বিবাহ-বিধায়না	১০২	জৈবী-সংস্থিতির সংহতি যত কম	৮৪
২৫২৫	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৪০	যা' কোন দিক দিয়েই উপচয়ী হ'য়ে ফিরে	৮৫
২৫২৬	আচার-চর্য্যা ১ম	১০২	শোষক স্বার্থগৃধ্নুতা সুষ্ঠু সম্বেগের সঙ্কোচনে	৮৫
২৫২৭	,,	১০৩	যা'রা আপ্তসুখী, নিজের বুঝ নিয়েই	৮৫
২৫২৮	আশিস্‌বাণী ১ম	২৫	এই বারদশহরায় আমার সারাজীবনের	৮৬
২৫২৯	সদ্-বিধায়না ১ম	১৬০	যা'তে বা যে-বিষয়ে তুমি সশ্রদ্ধ সানুকম্পী	৮৮
২৫৩০	তপোবিধায়না ১ম	১৯৪	ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় বা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় অন্তরাসী	৮৮
২৫৩১	নীতি-বিধায়না	১৫৬	তোমাকে কেউ যদি কিছু দিতে চায়	৯০
২৫৩২	সদ্-বিধায়না ১ম	২২০	যে বা যা'রা তোমার দরদী নয়কো, তোমাতে	৯০
২৫৩৩	,,	৮৬	কাউকে শাস্তি দিতে বিবেচনা ক'রে দেখো	৯১
২৫৩৪	যাজীসূক্ত	৫৬	ধর্ম্মকেই হোক বা কোন সত্যকেই হোক	৯১
২৫৩৫	নীতি-বিধায়না	১২৫	ঈশ্বর, সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের সুসম্বর্দ্ধনী সঙ্গতির	৯২
২৫৩৬	সদ্-বিধায়না ১ম	৩১	এমন কিছু করো না যা'তে কৈফিয়ত দিতে হয়	৯২
২৫৩৭	শিক্ষা-বিধায়না	১৭৫	শিক্ষা মানেই শ্রদ্ধান্বিত নিষ্ঠায় শোনা এবং কর্ম্মের	৯৩
২৫৩৮	সদ্-বিধায়না ১ম	২১৪	প্রত্যাশা রাখ যেখানে, ভেবে দেখ মুখ্যতঃ	৯৩
২৫৩৯	সেবাবিধায়না	৪১	বিজ্ঞ যা'রা যেমন, স্নায়ুও তাদের তেমনি	৯৩
২৫৪০	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫৫	টোপ ফেললে যে-মাছের ক্ষুধা আছে	৯৩
২৫৪১	কৃতি-বিধায়না	১৭৯	কোন কাজ নিষ্পন্ন ক'রতে গিয়ে সমিতি	৯৪
২৫৪২	দর্শন-বিধায়না	৩০৭	সম্ভাব্যতা সবারই আছে, কিন্তু তা' বৈশিষ্ট্য	৯৫
২৫৪৩	সমাজ-সন্দীপনা	২২	যে-পাওয়া তোমার যোগ্যতাকে পরিপুষ্ট ক'রে	৯৬

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৫৪৪	চর্য্যাসূক্ত	৮৭	যদি কেউ অজ্ঞতাবশতঃ প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়	৯৬
২৫৪৫	বিধি-বিন্যাস	৬	বিধিকে অবজ্ঞা করতে পার, কিন্তু ব্যতিক্রম যা'	৯৭
২৫৪৬	তপোবিধায়না ১ম	২৪৪	পূরয়মাণ ইষ্ট বা আচার্য্যে সুনিবদ্ধ হ'য়ে থাক	৯৭
২৫৪৭	নীতি-বিধায়না	১১৫	স্বার্থই যদি চাও, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে	৯৯
২৫৪৮	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫৪	মনে কর, দুটো করবীগাছ এক জায়গায়ই	৯৯
২৫৪৯	কৃতি-বিধায়না	২	ইষ্টার্থকর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটায় যা'	১০১
২৫৫০	সদ্-বিধায়না ১ম	২৩৬	কোন লেন-দেন, আদান-প্রদান বা বাক্ ব্যবহারে	১০১
২৫৫১	সমাজ-সন্দীপনা	৪৪৮	প্রকৃতির স্বকীয় প্রবৃত্তিই হ'চ্ছে উৎকর্ষী যা'-কিছুকে	১০২
২৫৫২	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫৩	পূরয়মাণ ইষ্ট বা আদর্শে অচ্যুত অনুরাগ উদ্দীপ্ত হ'য়ে	১০৩
২৫৫৩	নীতি-বিধায়না	২৬২	পূরয়মাণ, সত্তাপোষণী, বৈশিষ্ট্যপালী পুরাতন যা'	১০৫
২৫৫৪	শিক্ষা-বিধায়না	১০৩	তুমি তোমার শিক্ষককে সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যায়	১০৫
২৫৫৫	দর্শন-বিধায়না	৩৭	ব্রাহ্মী-আত্মিকতা কোন্ অনুনয়নে কেমন ক'রে	১০৬
২৫৫৬	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫২	সত্যকে জয়যুক্ত কর, হিংসাকে নিরোধ কর	১০৭
২৫৫৭	বিবাহ-বিধায়না	৮৯	বিহিত পরিণয় মানুষের কামবিক্ষোভকে	১০৭
২৫৫৮	তপোবিধায়না ১ম	৩৪৮	তোমার ইষ্ট যিনি, যিনি তোমার জীবন-নিয়ামক	১০৯
২৫৫৯	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	২২	তোমার সত্তাপোষণে যা' লাগে, বজায় থাকতে	১১০
২৫৬০	নীতি-বিধায়না	২	ইষ্টনিষ্ঠ থেকো অচ্যুতভাবে ইষ্টতপা হ'য়ে	১১০
২৫৬১	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৬৬	তোমার অনুরাগকে এমনই আগ্রহশীল ক'রে তোল	১১২
২৫৬২	দর্শন-বিধায়না	৯০	যে-সত্তা নিজেতেই অনুস্যূত প্রকৃতি-সংশ্রবে	১১২
২৫৬৩	বিকৃতি-বিনায়না	২০৭	ব্যভিচারদুষ্টা রমণী যেমন অলীক ষড়যন্ত্রের	১১৩

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৫৬৪	চর্য্যাসূক্ত	৩৩	ভেদ বা বিভাগ প্রকৃতির সর্ব্বত্রই স্বতঃই	১১৪
২৫৬৫	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৪২	আভিজাত্য মানেই হ'চ্ছে নিজের পিতৃ-পুরুষের	১১৫
২৫৬৬	তপোবিধায়না ১ম	৯৪	লাখ যোগবিভূতি দেখ না কেন,	১১৫
২৫৬৭	,,	৯৫	আবেগময়ী ভাবাভিভূতি অনেক বিভূতি	১১৬
২৫৬৮	বিবাহ বিধায়না	১০৮	প্রকৃতিতে ভর দিয়ে বীজ তা'র তাৎপর্য্যানুপাতিক	১১৬
২৫৬৯	বিধি-বিন্যাস	৩৪	ইষ্টানুচর্য্যায় সুচকিত ক্ষিপ্রতা নিয়ে ত্বরিত	১১৭
২৫৭০	সদ্-বিধায়না ১ম	১২৫	মানুষের বৈশিষ্ট্যকে যদি অবজ্ঞায়	১১৭
২৫৭১	কৃতি-বিধায়না	১৫৯	যা' করবে তা' বলতে যেও না	১১৮
২৫৭২	বিবাহ-বিধায়না	১৫০	ব্যভিচারদুষ্ট হওয়া তো খারাপই	১১৯
২৫৭২ ক	....		ম'রো না, ধরাও পড়ো না	১১৯
২৫৭৩	দেবীসূক্ত	২৩	ব্যভিচারদুষ্টা, স্বামী ও শ্বশুরকুলদ্বেষী	১১৯
২৫৭৪	দর্শন-বিধায়না	৯৩	সত্তা স্বাধীন, তার যা'-কিছু সব নিয়ে	১২০
২৫৭৫	নীতি-বিধায়না	২৫০	যা' গোপন রাখতে হবে, উপচয়কে ব্যাহত ক'রে	১২১
২৫৭৬	দেবীসূক্ত	১২	মেয়েদের অবিহিত বাগ্দান বা বিবাহ নিন্দনীয়	১২২
২৫৭৭	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১১৯	প্রেম বা প্রীতি যেখানে, সেখানে আশ্রয়	১২৩
২৫৭৮	দর্শন-বিধায়না	৮৭	দুনিয়ার উপাদান-সামান্যে যেই উপনীত হলে	১২৩
২৫৭৯	বিধি-বিন্যাস	১২৯	অনুরাগ না হ'লে অনুবর্ত্তন আসে না	১২৩
২৫৮০	সমাজ-সন্দীপনা	২৯৪	বিপাককে ব্যাহত করবার প্রস্তুতি	১২৩
২৫৮১	,,	২৭৬	অসৎ-নিরোধী ও যোগ্যতা-অর্জ্জনী পরাক্রমকে	১২৪
২৫৮২	নীতি-বিধায়না	২৬০	প্রাচীনকে অবহেলা ক'রো না, তা'	১২৪
২৫৮৩	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭৮	ভাবালুতা বা ভাবকালীতে ভাবানুপাতিক চরিত্র	১২৪
২৫৮৪	তপোবিধায়না ১ম	২২৯	তুমি যা'তে যেমন অনুরাগ নিয়ে সুকেন্দ্রিক	১২৫

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৫৮৫	তপোবিধায়না ১ম	৩৩৮	তোমার শ্রেয় যিনি তাঁ'র স্বার্থে স্বার্থান্বিত	১২৫
২৫৮৬	,,	৩৪৬	শ্রেয় যিনি তোমার, অন্ততঃ পরম-বান্ধব	১২৬
২৫৮৭	বিধি-বিন্যাস	৮৭	যা'র দ্বারা তুমি পরিপূরিত হ'চ্ছ পরিপালিত	১২৭
২৫৮৮	,,	৩১০	কোন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে গেলেই	১২৮
২৫৮৯	শিক্ষা-বিধায়না	১৭৭	শিক্ষার মূলভিত্তিই হচ্ছে শিক্ষকে সশ্রদ্ধ	১২৯
২৫৯০	বিবাহ-বিধায়না	৪৩	পণপ্রথাকে নিরোধ কর, উচ্ছল হ'তে দিও না	১৩০
২৫৯১	আদর্শ-বিনায়ক	৯৫	নির্ব্বোধ, অসমঞ্জস ও অব্যবস্থিত বাক্	১৩১
২৫৯২	শিক্ষা-বিধায়না	১৯৫	তোমার লাখ পণ্ডামি থাক না কেন	১৩৩
২৫৯৩	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১০৭	ইষ্ট, প্রেষ্ঠ, শ্রেয়, আদর্শ, প্রিয়পরম ইত্যাদি	১৩৪
২৫৯৪	বিবাহ-বিধায়না	২৪১	বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম-পরিণয়েও নারী	১৩৪
২৫৯৫	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭৭	শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা শ্রেয়তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে	১৩৬
২৫৯৬	নীতি-বিধায়না	৩১৬	বজায়ী ব্যবস্থিতিকে বিপর্য্যস্ত না ক'রে	১৩৬
২৫৯৭	বিধি-বিন্যাস	৩০৫	ভাব ও বুঝের সঙ্গতি ও সহযোগিতা থেকেই	১৩৭
২৫৯৮	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭৬	ভাব অনুরাগকেই অনুসরণ করে	১৩৭
২৫৯৯	আচার-চর্য্যা ১ম	১০৪	যাদের হীনম্মন্যতা ক্রূর, কুটিল ও ইতর	১৩৮
২৬০০	,,	১০৫	শ্রেয় কোন একে যে বা যা'রা পরিচর্য্যানিরত	১৩৮
২৬০১	সদ্-বিধায়না ১ম	৫৫	ছোটদিগকে স্নেহল সম্বোধন ক'রো	১৩৯
২৬০২	বিধি-বিন্যাস	১৬৯	যে নিশ্চিতকে ত্যাগ ক'রে অনিশ্চিতের পিছনে	১৪০
২৬০৩	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫১	মঠের অধ্যক্ষ যা'রা তা'রা বিজ্ঞ বিদ্বান হবে	১৪০
২৬০৪	নীতি-বিধায়না	৪৩	যত পার দাও লোকহিতে	১৪০
২৬০৫	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৫৭	নাও প্রীতি-অবদান যা', কাউকে শোষণ ক'রে	১৪১
২৬০৬	আদর্শ-বিনায়ক	৯৯	যে প্রেম-জীবন একদিন অনাদরে, অবহেলায়	১৪১
২৬০৭	,,	৩০	তোমার জীবনে শ্রেয় ব'লে যদি কেউ	১৪২

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৬০৮	তপোবিধায়না ১ম	৬৫	তোমার প্রকৃতি যদি বিচারপ্রবণই	১৪২
২৬০৯	প্রীতি-বিনায়ক ১ম বইয়ের প্রথম বাণী		ঈশ্বর! আমার উপাসনা তোমাতে নিরন্তর হ'য়ে	১৪৬
২৬১০	বিধি-বিন্যাস	৪১৭	পূরয়মাণ, প্রিয় যিনি তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে	১৪৮
২৬১১	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭৫	প্রীতি যেখানে অনাবিল, সেবানুবর্ত্তিতা	১৪৮
২৬১২	তপোবিধায়না ১ম	১৪৫	বহুতে বিকীর্ণ হ'য়ে যেও না	১৪৯
২৬১৩	সেবা-বিধায়না	১১৪	তোমার সেবা যদি স্বকেন্দ্রিক হ'য়ে না উঠল	১৪৯
২৬১৪	বিকৃতি-বিনায়না	৩১১	যা'রা তোমা হ'তে নিয়ে, খেয়ে প'রে	১৫০
২৬১৫	আচার-চর্য্যা ১ম	১০৬	যা'রা নিজের বুঝকেই প্রবল মনে করে	১৫১
২৬১৬	তপোবিধায়না ১ম	৩৫২	স্বকেন্দ্রিক সংহত হ'য়ে ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের	১৫১
২৬১৭	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	৪০	অশুদ্ধি মুখ্যতঃ দুই প্রকার	১৫২
২৬১৮	কৃতি-বিধায়না	৩০১	প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি সুসঙ্গতি নিয়ে সমন্বয়ী	১৫২
২৬১৯	আচার-চর্য্যা ১ম	১০৭	ক্লীব কর্ম্মী যা'রা, আপসোস-সূচক পারতামই	১৫৩
২৬২০	বিধান-বিনায়ক	২০৬	রাজকর্ম্মচারী মনোয়নন ক'রতে হ'লে	১৫৩
২৬২১	,,	২০২	যা'রা অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ দায়িত্বশীল	১৫৫
২৬২২	সমাজ-সন্দীপনা	৩২৪	অন্যায় যা', বিপর্য্যয়ী যা', অমর্য্যাদার যা'	১৫৬
২৬২৩	কৃতি-বিধায়না	৩৪৬	প্রিয় যিনি তোমার জীবনে	১৫৬
২৬২৪	আচার-চর্য্যা ১ম	১০৮	মনোজ্ঞ বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্ম, প্রীতিসঙ্গত	১৫৭
২৬২৫	বিবাহ-বিধায়না	২৩৬	ম্লেচ্ছ যা'রা, যা'রা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে	১৫৮
২৬২৬	সদ্-বিধায়না ১ম	২৬০	কাউকে তোমার মনোমত ক'রে পাওয়ার	১৫৯
২৬২৭	নীতি-বিধায়না	৮৪	কুৎসিত কিছু মনে এলেই যে	১৬০
২৬২৮	তপোবিধায়না ১ম	২৩২	তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প-কলা	১৬০
২৬২৯	সদ্-বিধায়না ১ম	২৩৫	কেউ যদি তোমার আপনার জন হয়	১৬০
২৬৩০	সমাজ-সন্দীপনা	২৫৪	সাঙ্ঘাতিক যা' বিপর্য্যয়ী যা', তা'কে	১৬১
২৬৩১	আচার-চর্য্যা ১ম	১০৯	প্রবৃত্তি-ধর্ষিত যা'রা, বিশেষতঃ দম্ভ	১৬২
২৬৩২	তপোবিধায়না ১ম	২৪৬	ইষ্ট ও কৃষ্টিতে অর্থান্বিত হ'য়ে দূরদৃষ্টির	১৬২
২৬৩৩	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৫০	বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাসংরক্ষণী জীবন-বৃদ্ধিদ	১৬৪

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৬৩৪	সদ্-বিধায়না ১ম	২৮২	শ্রেয় যাঁ'রা প্রাচীন যাঁ'রা তোমার কাছে	১৬৪
২৬৩৫	দেবীসূক্ত	২৮	যে-স্ত্রী স্বামীর অমর্য্যাদায়	১৬৫
২৬৩৬	সেবা-বিধায়না	৭৫	তুমি শ্রেয়সেবা করছ, কিন্তু দক্ষ	১৬৬
২৬৩৭	চর্য্যাসূক্ত	২৪	আদর্শে একত্বানুধ্যায়ী হও, সঙ্ঘস্বার্থ	১৬৬
২৬৩৮	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	১৮৩	আশীর্ব্বাদ মানেই বিধিবাদ অনুশাসনবাক্য	১৬৬
২৬৩৯	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭৪	যদি কাউকে ভালবাস বা ভালবাসতে চাও	১৬৭
২৬৪০	চর্য্যাসূক্ত	৩১	পূরয়মাণ ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হও সহজনিষ্ঠ	১৬৭
২৬৪১	সমাজ-সন্দীপনা	২৪	মিতব্যয়ী হও, যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠ	১৬৯
২৬৪২	নীতি-বিধায়না	১০	তুমি যদি কারও কেউ না হ'য়ে থাক	১৬৯
২৬৪৩	বিধি-বিন্যাস	১৭৪	দায়িত্বশীল দরদী অনুকম্পা তো নাই-ই	১৭০
২৬৪৪	,,	১৬৩	ভাবের যেমন খাঁকতি, বোধেরও কমতি	১৭০
২৬৪৫	বিধান-বিনায়ক	৫৭	ইষ্টার্থ-পরিবেষণে গণকে একত্বানুধ্যায়ী ক'রে	১৭০
২৬৪৬	নীতি বিধায়না	৩৬	আস্থা রাখতে পার পছন্দ কর যা'কে	১৭২
২৬৪৭	বিধান-বিনায়ক	৫৯	ইষ্টার্থ-চলনে গণকে একত্বানুধ্যায়ী ক'রে তোল	১৭২
২৬৪৮	বিধি-বিন্যাস	২০৮	যখনই দেখছ ইষ্টার্থপোষণী সত্তাসংস্থিতিকে	১৭৩
২৬৪৯	,,	২১৩	যে-উত্তেজনা ইষ্টার্থপরিচর্য্যাকে বিভ্রান্ত ও ব্যাহত	১৭৪
২৬৫০	তপোবিধায়না ১ম	১১১	এই জীবনেই যদি সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলে	১৭৪
২৬৫১	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৫৬	কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যে জীবনের যা-কিছু কর্ম্মকে	১৭৪
২৬৫২	আচার-চর্য্যা ১ম	১১০	তোমার জীবনে শ্রেয় ব'লে যদি কেউ	১৭৫
২৬৫৩	সেবা-বিধায়না	৮	ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিও, তৃষ্ণার্ত্তকে	১৭৬
২৬৫৪		৭	বিপন্নকে আশ্রয় দিও দায়িত্বশীল	১৭৬
২৬৫৫	সমাজ-সন্দীপনা	২৪২	অসৎকে প্রশ্রয় দিও না, দিলে	১৭৬
২৬৫৬	,,		তোমার প্রীতি অন্যে কৃতার্থতা লাভ	১৭৬
২৬৫৭	আচার-চর্য্যা ১ম	১১১	প্রতিভাস্ফীত ব্যক্তি যাঁ'রা, তাঁরা সহজ	১৭৭
২৬৫৮	আদর্শ-বিনায়ক	২১৭	বিশ্বগুরু বা বিশ্বশিক্ষক যাঁ'রা তাঁদের	১৭৭

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৬৫৯	কৃতি-বিধায়না	৩৪৫	তোমার পক্ষে শ্রেয় যিনি, মুখ্য যিনি	১৭৮
২৬৬০	বিকৃতি-বিনায়না	১৯৫	অসার্থক অসংবদ্ধ প্রবৃত্তি সংঘাতে	১৭৯
২৬৬১	নীতি-বিধায়না	৫৭	বিষয়-বিবদ্ধ হ'য়ো না,—তাহলে	১৭৯
২৬৬২	বিধি-বিন্যাস	১২৫	ত্বকও যেমন জীবনপোষণী যন্ত্র	১৭৯
২৬৬৩	বিকৃতি-বিনায়না	১৮৭	আত্মঘাতী ঔদার্য্য প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী শাতনিক	১৮০
২৬৬৪	সদ্-বিধায়না ১ম	২১৩	ফাঁকা আত্মীয়তা স্থাপন করতে যেও না	১৮০
২৬৬৫	তপোবিধায়না ১ম	১৩০	যা'তে তোমার অনুরতি যেমন অবিচ্ছিন্ন	১৮১
২৬৬৬	সদ্-বিধায়না ১ম	১৩৬	সবার সহিতই প্রীতিসম্বুদ্ধ থাকা উচিত	১৮১
২৬৬৭	নীতি-বিধায়না	৩০৯	অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়কে পরিশুদ্ধ করা	১৮২
২৬৬৮	আচার-চর্য্যা ১ম	১১২	হীনম্মন্যতার সুহৃৎ অনুচর	১৮৩
২৬৬৯	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১১৮	অভিব্যক্তিই অনুরক্তির অভিজ্ঞান	১৮৩
২৬৭০	আচার-চর্য্যা ১ম	১১৩	শ্রেয়সঙ্গ ও শ্রেয়চর্য্যায় বিহিত অনুচলন যা'	১৮৩
২২৭১	বিধি-বিন্যাস বইয়ের প্রথম বাণী		ওগো কেবল! স্বয়ম্ভু! বশী!	১৮৪
২৬৭২	আচার-চর্য্যা ১ম	১১৪	বিশ্বস্ততাকে ফাঁকি দিয়ে অন্যায্য	১৮৬
২৬৭৩	নীতি-বিধায়না	১০৭	তুমি যা'কেই সমর্থন কর না কেন	১৮৬
২৬৭৪	সদ্-বিধায়না ১ম	৮৩	বিষয় ও ব্যাপারের বিচক্ষণ অনুধাবনা নিয়ে	১৮৬
২৬৭৫	বিধি-বিন্যাস	২৬৯	অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি সুচর্চ্চিত হলে	১৮৭
২৬৭৬	যাজীসূক্ত	৪	ইষ্টার্থপোষণী যজনানুগ যাজন মানুষকে	১৮৭
২৬৭৭	তপোবিধায়না ১ম	৩৪১	তুমি যেমনই হও, তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি	১৮৭
২৬৭৮	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭৩	প্রাপ্তিপ্রত্যাশা যতক্ষণ তোমার আছে	১৮৮
২৬৭৯	বিকৃতি-বিনায়না	১৬১	যখনই দেখছ পাওনাতেই অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ	১৮৮
২৬৮০	কৃতি-বিধায়না	৩২২	যেখানেই যাওনা কেন, যে ব্যাপৃতির ভিতরেই	১৮৯
২৬৮১	নীতি-বিধায়না	১১৭	তোমার যা' ভাল লাগে তা'ই কর,শুধু করো না	১৯০
২৬৮২	সদ্-বিধায়না ১ম	৩৮	অন্যায় বা অত্যাচার, বিশেষতঃ অশুভসন্দীপী	১৯১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৬৮৩	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	১৭	যা'রা অযথা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয়	১৯১
২৬৮৪	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১১৭	সাংসারিক সব প্রীতিই খাদপূর্ণ প্রায়শঃ কিন্তু	১৯১
২৬৮৫	,,	১১৬	প্রত্যাশাপূর্ণ মুনাফাবাদী প্রীতি যা' প্রিয়কে	১৯২
২৬৮৬	,,	১১৫	তোমার প্রীতি যেমনই হোক না, খুঁতখুঁত ক'রো না	১৯২
২৬৮৭	নীতি-বিধায়না	১৬১	প্রিয়পরমের স্বতঃউৎসারিত প্রীতি-অবদানকে	১৯২
২৬৮৮	প্রীতি বিনায়ক ১ম	১১৪	প্রীতিই সেই মুগ্ধ আকর্ষণ যা'তে জীবন	১৯৩
২৬৮৯	তপোবিধায়না ১ম	২৩১	তোমার যা'-কিছু অন্বিত সামঞ্জস্যে অর্থান্বিত	১৯৩
২৬৯০	বিধান-বিনায়ক	৩৪৬	সুরাহায়, সহজভাবে সম্মুখীন হয়ে	১৯৪
২৬৯১	আচার-চর্য্যা ১ম	১১৬	মানুষ যা' বুঝতে পারে না তা' তো বোঝেই না	১৯৪
২৬৯২	বিকৃতি-বিনায়না	৩১৬	যে-বৃত্তি তোমাকে অভিভূত ক'রে চালাচ্ছে	১৯৫
২৬৯৩	শিক্ষা-বিধায়না	৯৫	বিদ্যার্থীর রীতি এমনই; গুরুর চরণযুগলে	১৯৭
২৬৯৪	আচার-চর্য্যা ১ম	১১৫	মানুষের ভিতর যখন জ্ঞানের বীজ গজায়	১৯৭
২৬৯৫	বিবাহ বিধায়না	১৭৬	আর্য্যদিগের বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদিগের	১৯৮
২৬৯৬	আশিস্ বাণী ১ম	২৬	ইষ্টার্থে আপ্রাণ হ'য়ে চল, উত্তাল হ'য়ে ওঠ	১৯৯
২৬৯৭	বিকৃতি-বিনায়না	১৬৪	প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ স্বার্থসন্ধিক্ষুতার তলছাটান	২০০
২৬৯৮	তপোবিধায়না ১ম	২২০	যদি প্রত্যাশাবিলোল থাক, তোষামোদ-সংক্ষুব্ধ হও	২০১
২৬৯৯	সমাজ-সন্দীপনা	৪২৯	ম্লেচ্ছই হোক, পতিতই হোক, অসংস্কৃতই হোক	২০২
২৭০০	চর্য্যাসূক্ত	৮৯	নিজের সবরকম স্বার্থপ্রত্যাশাকে অবজ্ঞা ক'রে	২০৩
২৭০১	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৫৮	তুমি যাই কর না কেন, তা' যখন সংশ্লিষ্ট	২০৪
২৭০২	,,	১০২	ইষ্টার্থ-অভিদীপনায় যা'দের ধী স্থিতিলাভ	২০৪
২৭০৩	,,	৬৩	অভ্যাসে সত্তা-অনুস্যূত হ'য়ে যোগ্যতায়	২০৫
২৭০৪	বিকৃতি-বিনায়না	১৬৭	যা'রা ধর্ম্মের পূরয়মাণতাকে ব্যাহত ক'রে তার	২০৫
২৭০৫	কৃতি-বিধায়না	১৪২	তোমার নিজের করণীয় যা' তা' যদি সুকেন্দ্রিক	২০৬
২৭০৬	বিধি-বিন্যাস	৪২৬	সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপোষণী প্রবণতায় সুকেন্দ্রিক	২০৬

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৭০৭	সমাজ-সন্দীপনা	২৭১	অসৎকে যদি নিরোধ করতে চাও,	২০৭
২৭০৮	কৃতি-বিধায়না	১৪৮	যা'কে যে-কোন বিষয়ে অনুরোধ কর না কেন	২০৮
২৭০৯	নীতি-বিধায়না	১৬৫	মানুষকে সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল	২০৯
২৭১০	বিধি-বিন্যাস	৪০০	দ্রোহমোচী শান্তি-সংস্থাপক যা'রা	২১১
২৭১১	তপোবিধায়না ১ম	২	যোগচ্যুতি যেখানে যেমনতর, ভ্রান্তিও	২১১
২৭১২	,,	৮২	ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে না এমনতর	২১১
২৭১৩	,,	৯৭	ভাববিহ্বলতায় যতই অভিভূত হও না কেন	২১২
২৭১৪	বিকৃতি-বিনায়না	১৯৬	প্রীতি-সন্দীপী বিহিত ইষ্টানুগ বিবাহ	২১২
২৭১৫	বিধি-বিন্যাস	১৭৭	স্বার্থ, বোধ ও বিবেচনা একসূত্রসঙ্গত হয়ে	২১৩
২৭১৬	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭২	যে-প্রীতি দ্রোহ ও পরস্বকাতরতাকে উল্লঙ্ঘন	২১৩
২৭১৭	আচার-চর্য্যা ১ম	১১৭	শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার বা অভিমান নিয়ে চ'লো না	২১৪
২৭১৮	,,	১১৮	যা' বা যা'কে ভাল বলে জান	২১৫
২৭১৯	তপোবিধায়না ১ম	২৫৪	নিজের অনুসরণ করতে যেও না	২১৬
২৭২০	,,	১৫৯	ইষ্টার্থ ব্যাহত বা বিড়ম্বিত হয়, তাঁর নিজের	২১৬
২৭২১	,,	১৬০	ইষ্টার্থপরায়ণ বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে কুশল-কৌশলী	২১৭
২৭২২	,,	১৬১	ইষ্টার্থপোষণী আত্মনির্ভরশীল হও, সেবা-সম্বর্দ্ধনী	২১৭
২৭২৩	বিধি-বিন্যাস	২৯৭	মানুষের মমত্ব-অভিনিষ্যন্দী হৃদয় বিরক্ত	২১৭
২৭২৪	আচার-চর্য্যা ১ম	১১৯	অন্যায্য অসম্ভাব্যতাকে সায় দিয়ে	২১৮
২৭২৫	কৃতি-বিধায়না	৩৩৭	তোমার কর্ম্মফল প্রস্তুতই হ'য়ে আছে তার	২১৯
২৭২৬	,,	৮৭	তুমি যেমনতর জীবন চাও তা'কে ব্যাহত করে	২২০
২৭২৭	তপোবিধায়না ১ম	১৬৮	অচ্যুত, সশ্রদ্ধ-সম্বেগী ইষ্টানুচর্য্যার সহিত মন্ত্রজপ	২২০
২৭২৮	কৃতি-বিধায়না	১৩২	যা'ই কর না কেন, যা'ই বল আর যেমনই চল	২২১

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৭২৯	নীতি-বিধায়না	২১৫	শুধু দোষের সমালোচনা ক'রেই দ্রোহ নিরাকরণ	২২২
২৭৩০	কৃতি-বিধায়না	১৭১	সময়কে লম্বা ক'রে কোন পরিকল্পনা সমাধানের	২২৩
২৭৩১	সমাজ-সন্দীপনা	৩১৮	তুমি যে ব্যাপারে যখনই যেমনভাবে শাতনকে	২২৩
২৭৩২	বিবাহ-বিধায়না	১১৬	অজস্রল যেন-তেন প্রকারে অপকৃষ্ট-গণবৃদ্ধি	২২৪
২৭৩৩	বিধি বিন্যাস	১৭৯	সাহসে, ভরসায়, আপনার-জন বোধে	২২৪
২৭৩৪	আচার-চর্য্যা ১ম	১২০	বাণী যে চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে	২২৫
২৭৩৫	সমাজ-সন্দীপনা	২৮০	অসৎনিরোধী হও কিন্তু অন্যায় ক'রে অন্যায়ের	২২৫
২৭৩৬	তপোবিধায়না ১ম	১৫০	ইষ্টার্থ-সার্থকতায় বিবর্ত্তনে অমৃত-অভিষিক্ত	২২৬
২৭৩৭	"	১৭০	তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও তৎসঙ্গতি-সম্পন্ন	২২৬
২৭৩৮	বিধি বিন্যাস	২০৭	ইষ্টার্থপোষণী চিন্তা ও চলনের অজুহাতে	২২৬
২৭৩৯	তপোবিধায়না ১ম	১৫৬	যা'ই হোক না আর যেমনতর অবস্থায়ই পড়	২২৭
২৭৪০	সমাজ-সন্দীপনা	১৫১	আপ্ত যা'রা তা'দিগকে স্বার্থসম্পোষণ, সমর্থন	২২৭
২৭৪১	দর্শন-বিধায়না	২৯৮	যে মৃত্যু ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা ক'রে	২২৮
২৭৪২	কৃতি-বিধায়না	৮৬	কিছু হ'তে বা হওয়াতে গেলেই যেমন রকমে	২২৮
২৭৪৩	বিকৃতি-বিনায়না	২৯৫	যে উদ্ধত-অভিলাষ-অভিভূতি তোমাকে বিকেন্দ্রিক	২২৮
২৭৪৪	আচার-চর্য্যা ১ম	১২১	ব্যক্তিত্ব যত সুকেন্দ্রিক, অন্বিত, সার্থক সমঞ্জসা	২২৯
২৭৪৫	কৃতি-বিধায়না	১৭৭	তুমি যা'ই হও না কেন, ব্যবসায়ীই হও, উকিল	২২৯
২৭৪৬	সদ্-বিধায়না ১ম	৩৪	কথার ঝোঁক যেমনতর, আচরণও গজিয়ে ওঠে	২৩০
২৭৪৭	নীতি-বিধায়না	২১৪	দোষের কথা নিয়ত আবৃত্তি ক'রে মানুষকে	২৩০
২৭৪৮	সদ্-বিধায়না ১ম	১৮৯	যে বা যা'রা তোমার বা তোমাদের উপর	২৩১
২৭৪৯	আচার-চর্য্যা ১ম	১২২	হীনম্মন্যতাকে আমল না দিয়ে সহ্য-ধৈর্য্য	২৩২
২৭৫০	"	১২৩	ইষ্টার্থপরায়ণ প্রত্যয়ী দৃঢ়তার উদাত্ত সক্রিয়	২৩৩

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৭৫১	তপোবিধায়না ১ম	১৭৪	সহযোগিতাপূর্ণ ইষ্টার্থনিয়ন্দী আগ্রহপূর্ণ বৈঠক	২৩৩
২৭৫২	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১১৩	ভয় প্রবৃত্তিকে অবশ ক'রে তোলে	২৩৪
২৭৫৩	বিধি-বিন্যাস	১২৮	সেখানে বিরহ, বৈরাগ্য বীর্য্যবান সেখানেই	২৩৪
২৭৫৪	দর্শন-বিধায়না	৮৫	যোগ হ'লে, সংখ্যান্বিত তাৎপর্য্যের সংশ্লেষণ	২৩৪
২৭৫৫	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭১	প্রেমের সহজ অনুপ্রেরণাই হ'চ্ছে, সে	২৩৪
২৭৫৬	ধৃতি বিধায়না ১ম	৩৪৯	সনাতন যা', ভূয়োদর্শনে প্রতিষ্ঠিত যা'	২৩৫
২৭৫৭	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	১০৭	শ্রদ্ধাই বল, ভক্তিই বল আর স্নেহই বল	২৩৫
২৭৫৮	"	১০৬	যা'র স্বার্থে তুমি স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠনি	২৩৬
২৭৫৯	আদর্শ-বিনায়ক	১১৯	মহাপুরুষদের একটা চরিত্রগত লক্ষণ থাকে	২৩৬
২৭৬০	কৃতি-বিধায়না	৩২৭	ইষ্টার্থী চলনে চল, মাথায় ফন্দী আঁট	২৩৭
২৭৬১	সমাজ-সন্দীপনা	১৪	মুদ্রাকে মুখ্যতঃ প্রয়োজনের আপূরণে প্রাধান্য	২৩৭
২৭৬২	আচার-চর্য্যা ১ম	১২৪	ইষ্টার্থীচলনে বিবেচনা, ন্যায় ও নীতি নিয়ন্ত্রিত	২৩৭
২৭৬৩	কৃতি-বিধায়না	১০০	মনকে বেঁধে নাও ইষ্টার্থী সম্বেগে অচ্যুত	২৩৮
২৭৬৪	দেবীসূক্ত	৯	পুরুষের আপূরণী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়াই	২৩৮
২৭৬৫	বিবাহ-বিধায়না	১৭০	যা'রা নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বিবাহ-সম্বন্ধ	২৩৯
২৭৬৬	নীতি-বিধায়না	১৩০	অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও, ইষ্টার্থীচলনে চল	২৩৯
২৭৬৭	আদর্শ-বিনায়ক	৭৮	পূর্ব্বপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষোত্তম বর্ত্তমান থাকা	২৪০
২৭৬৮	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৪৮	ধর্ম্ম মানেই যে বা যা' ধ'রে রাখে	২৪১
২৭৬৯	সেবা বিধায়না	১৪৪	আর্ত্তপ্রাণে, আর্ত্তস্বরে কেউ যখন দয়াল	২৪২
২৭৭০	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৪৭	আলোর বাইরে অন্ধকার যেমন থাকবেই	২৪৩
২৭৭১	আচার-চর্য্যা ১ম	১২৫	দুষ্ট-প্রবৃত্তিতে যা'রা অভিভূত থাকে	২৪৪
২৭৭২	বিধি-বিন্যাস	৮৯	স্বতঃ এবং স্বাভাবিকভাবে তার দ্বারাই	২৪৪
২৭৭৩	"	১০৩	যে বা যা'ই সত্তাকে সঙ্কুচিত	২৪৫
২৭৭৪	"	১৮৩	যা'র আধিপত্য তোমার পছন্দ হয় না	২৪৫
২৭৭৫	কৃতি-বিধায়না	২২৯	করা বরং সহজ, কিন্তু যা' করা হ'য়ে আছে	২৪৫
২৭৭৬	আর্য্যকৃষ্টি	৪১	দ্বিজাধিকরণান্তর অর্থাৎ চলতি কথায় ধর্ম্মান্তর	২৪৬

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৭৭৭	বিধি-বিন্যাস	৩৬২	নিজের কর্ম্মদ্বারা নিপুণ অধ্যবসায়ে	২৪৬
২৭৭৮	"	১২	অনেক সময় স্নেহ বা প্রীতি সংপ্রণোদনাবশতঃ	২৪৬
২৭৭৯	"	১১	দুনিয়ার অন্তর-বাহির আবর্ত্তিত ক'রে	২৪৭
২৭৮০	নীতি-বিধায়না	৫০	যা'র অনুগ্রহ পেতে চাও, তা'র সামর্থ্য	২৪৭
২৭৮১	আচার-চর্য্যা ১ম	১২৬	দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব যা'রা তা'রা কথার জলুসেই	২৪৭
২৭৮২	তপোবিধায়না ১ম	১৭৯	ইষ্টার্থপরায়ণতা তোমার অন্তরে বেদন-উৎকণ্ঠ	২৪৮
২৭৮৩	বিবাহ-বিধায়না	২১৩	প্রতিলোম-বিবাহ এতই সর্ব্বনাশা	২৪৯
২৭৮৪	তপোবিধায়না ১ম	১৭১	হয়, ইষ্টার্থে তিনি যেমন বলেন তেমনি	২৫০
২৭৮৫	আচার-চর্য্যা ১ম	১২৭	তুমি বাগ্মিতায় ইষ্টপ্রাণ হয়ে উঠলে	২৫০
২৭৮৬	বিধি-বিন্যাস	১৯৮	যে-আগ্রহ পরিপূরণে তদর্থী কর্ম্মদীপনা নাই	২৫১
২৭৮৭	আচার-চর্য্যা ১ম	১২৮	শাস্ত্রালাপ, প্রীতিকথা, সৌজন্যপূর্ণ চাল	২৫১
২৭৮৮	বিধি-বিন্যাস	৩৫১	আপূরণী সমাবেশ নিয়ে সদাচারক্রমে	২৫২
২৭৮৯	"	৫৩	চাহিদা আছে, কিন্তু তদনুগ বিহিত চলন	২৫৩
২৭৯০	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৭০	তোমার প্রীতি মনোজ্ঞ পরাক্রমী হোক	২৫৩
২৭৯১	আচার-চর্য্যা ১ম	১২৯	যা'দের অন্তরে যত খুঁতখুঁতে স্বার্থ	২৫৪
২৭৯২	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	২৩	যে-প্রত্যয় সব অবস্থা, ব্যাপার, বিষয়, চিন্তা	২৫৪
২৭৯৩	আচার-চর্য্যা ১ম	১৩০	লাভের বেলায় নিজে, আর লোকসানের বেলায়	২৫৪
২৭৯৪	"	১৩১	বিকেন্দ্রিক, বিবর্ত্তনবঞ্চিত, আত্মোৎকর্ষবিহীন	২৫৪
২৭৯৫	সমাজ-সন্দীপনা	৪৫১	সমাজ ও রাষ্ট্রনিয়ন্তাদের লক্ষ্য রাখতে	২৫৫
২৭৯৬	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	৭০	ঘ্রাণে কি কখনও ভোজনের ফল হয়?	২৫৬
২৭৯৭	আর্য্যকৃষ্টি	১৬	দুনিয়ার আবর্ত্তনে যেমনই আবর্ত্তিত হ'তে হোক	২৫৭
২৭৯৮	সমাজ-সন্দীপনা	২৮৬	শরীরে নিরোধ-ক্ষমতা যত দুর্ব্বল হয়ে	২৫৮
২৭৯৯	সদ্‌বিধায়না ১ম	৫৪	কথাবার্ত্তা, ব্যবহার বিনয়নিষিক্ত হওয়া	২৫৮
২৮০০	শিক্ষা-বিধায়না	২৬৮	যে-কোন বিদ্যার পরিচর্য্যায় বিদ্যাবান হও	২৫৯
২৮০১	তপোবিধায়না ১ম	৩৫০	মানুষ যখন বিক্ষেপী বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী	২৬০

ক্রমিক সংখ্যা	প্রথম প্রকাশ	বাণী-সংখ্যা	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
২৮০২	বিধি-বিন্যাস	৪০৪	বিষয়, ব্যাপার বা বাক্যকে একসূত্রসঙ্গত	২৬০
২৮০৩	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৬৯	প্রীতি যে-মুহূর্ত্তেই কেন্দ্রান্বিত হ'য়ে উঠল	২৬১
২৮০৪	নীতি-বিধায়না	১৯৩	ক্রোধের ইন্ধন ক্রোধ, তাই ক্রোধকে	২৬২
২৮০৫	সমাজ-সন্দীপনা	৪১১	শ্রেষ্ঠ তা'রাই যা'রা শাশ্বতকে বলি	২৬৩
২৮০৬	নীতি-বিধায়না	২১৯	তুমি সব সমালোচনা করতে পার	২৬৩
২৮০৭	স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র	৬১	যে খাদ্য, ব্যবহার বা পরিচর্য্যা সত্তাপোষণী	২৬৪
২৮০৮	প্রীতি-বিনায়ক ১ম	৬৮	জীবনে যে বা যা' তোমার মুখ্য	২৬৪
২৮০৯	বিকৃতি-বিনায়না	১৭৫	তোমার যা'-কিছু প্রবৃত্তি বাস্তবে শ্রেয়	২৬৫
২৮১০	"	২৩৫	প্রবৃত্তিগুলি যখনই শ্রেয়ার্থ-অন্বিত হ'য়ে	২৬৫
২৮১১	বিধি-বিন্যাস	৩৬১	নিরাপত্তা-নিহিত ইষ্টার্থী চলনই	২৬৬
২৮১২	আর্য্যকৃষ্টি	১৭৩	বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ প্রাজ্ঞ পুরুষোত্তম যিনি	২৬৬
২৮১৩	সংজ্ঞা-সমীক্ষা	৯৮	বৈশিষ্ট্যে যাঁ'রা বিশেষ হ'য়ে উঠেছেন	২৬৮
২৮১৪	ধৃতি-বিধায়না ১ম	৩৪৬	(শ্বাতায়নী) ঈশ্বর আছেন বা নেই, এই সমস্যা	২৬৯
২৮১৫	বিধি-বিন্যাস	৩০৮	বিয়োগান্ত সাহিত্যই বল আর অভিনয়ই বল	২৭৭
২৮১৬	আচার-চর্য্যা ১ম	১৩২	গণহিতী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হবার আগেই	২৭৮
২৮১৭	কৃতি-বিধায়না	১৭০	যখন আদর্শে উদ্দাম হ'য়ে সংহতিকে	২৭৯
২৮১৮	আচার-চর্য্যা ১ম	১৩৩	বেকুব যা'রা তা'রা পরার্থপর হ'তে পারে না	২৮০